পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 229 Monday, 20 July, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২২৯ সংখ্যা ✻ ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩, সোমবার, ২০ জুলাই ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘ভাষাই মানুষকে তৈরি করেছে’

কলকাতায় শব্দলোকের উদ্বোধনে বাংলার ভূয়সী প্রশংসা শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ বাংলা ৫ দশক এগিয়ে থেকে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে। আজ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেশের প্রথম ভাষা বিষয়ক জাদুঘর শব্দলোকের উদ্বোধনে এসে বাংলার সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশাংসা করলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি তিনি শব্দ ও ভাষার মাহাত্ম সম্পর্কেও পড়ুয়াদের অবগত করেন। তিনি জানান, মানুষ ভাষাকে নয়, ভাষা মানুষকে তৈরি করেছে। কোনও দেশের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ভাষা ছাড়া সম্ভব নয়। ভাষা থেকেই সংস্কৃতির উপত্তি। শব্দ- ভাষা ছাড়া সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ। মাতৃভাষাকে যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই সেই বার্তাও দেন শাহ। বাংলা সংস্কৃতির প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি জানান, আজ বাংলা ফের সোনার বাংলা হয়েছে। বাংলাই এমন জায়গা যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছেন। ঋষি অরবিন্দের ব্যাপারে না পড়ে কখনও ভারতকে বোঝা যাবে না। বর্তমানে বাংলায় যা হচ্ছে সবকিছুর উপর কেন্দ্র নজর রাখছে বলেও জানান অমিত শাহ। অমিত শাহ আরও বলেন, ‘‘ভাষার মাধ্যমে কোনও দেশের সংস্কৃতি বোঝা যায়। ভাষা আমাদের ঐতিহ্য বহন করে। আজ দেশের সংস্কৃতির বড় দিন। এই শব্দের জাদুঘর সেটাই করবে। দেশের সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার করবে। আমাদের দেশে সংকীর্ণতার কোনও জায়গা নেই। আমার কখনও কোনও মতাদর্শের উপর নিয়ন্ত্রণ করিনি। কারও বিচারধারায় আমরা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে চাইনি। সংকীর্ণতা ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্ন হতে পারে না। দেশের সংস্কৃতীর পুনরুদ্ধারের সংকল্প নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।’’ এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, অমিত শাহ তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন। আগামীকাল বিধানসভায় সেই চিঠির বিষয়ে বলবেন তিনি।

শুভেন্দু জানান, বাংলা ভাষার মর্যাদা, বাংলা ভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে চিঠি লিখেছেন। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘এই বাংলার মাটিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। একই সঙ্গে এই মাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রের জন্ম দিয়েছে, যা দেশের জাতীয় চেতনাকে নতুন শক্তি জুগিয়েছিল।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এই বাংলার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যকে সহজ, সরল এবং আধুনিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়।’’ বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যকে আগামী দিনেও সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলেও তিনি জানান। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য রক্ষার যে ভাবনা, সেই লক্ষ্য নিয়েই রাজ্য সরকার এগোচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, উন্নয়নের সঙ্গে দেশের ঐতিহ্যকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং ভাষা, সংস্কৃতি, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও ঐতিহাসিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য একযোগে কাজ করবে। তিনি আরও জানান, এই যৌথ উদ্যোগের সুফল শুধু রাস্তা, সেতু বা পরিকাঠামো নির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও মানুষ আগামী দিনে তার ইতিবাচক ফল দেখতে পাবেন। তাঁর মতে, ‘শব্দলোক’ উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই সেই নতুন যাত্রার সূচনা হল। অমিত শাহের হাত ধরে এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়াকে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ বলেও উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, আজ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেশের প্রথম শব্দ বিষয়ক জাদুঘরের উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। প্রাথমিক পর্যায়ে এদিন ৯ টি গ্যালারি খুলে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল- ১) আদি শব্দ, ২) মাতৃভাষা, ৩) নব-রস, ৪) ভাষার বিবর্তন, ৫) প্রতিটি ভাষায় মহাপুরুষদের অবদান, ৬) মৌখিক ঐতিহ্যে, ৭) প্রদর্শন (পারফর্মিং), ৮) সর্বজনীন সংলাপ, ৯) পাবলিক লাইব্রেরির ইতিহাস। স্বীকৃত ২২টি ভাষার শব্দভাণ্ডার, ধ্বনির বিবর্তন এবং ভাষার ইতিহাসকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। অডিও-ভিজুয়াল প্রদর্শনী, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ইন্টারঅ্যাকটিভইনস্টলেশন এবং বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চারণের তুলনামূলক উপস্থাপনা দর্শকদের সামনে ভাষার এক নতুন জগৎ। জাদুঘরের অন্যতম আকর্ষণ হল, একটি নির্দিষ্ট শব্দের শতাব্দীজুড়ে বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করা যাবে। কোনও শব্দ হাজার বা ২০০০ বছর আগে কীভাবে উচ্চারিত হত, তার অর্থ কী ছিল এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে তার পরিবর্তন ঘটেছে, তার তথ্য ও নমুনা এখানে পাওয়া যাবে। ভাষাবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ দর্শকদের কাছে এটি এক ‘অমূল্য’ ভাণ্ডার।

বাংলায় আমুলের ৭০০ কোটির মেগা প্রকল্প

বিপুল কর্মসংস্থানের বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। হাওড়া জেলার ধূলাগড়ের সাকলাইলে সমবায় দুগ্ধ সংস্থা ‘আমূল’-এর ৭০০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্পের ভূমিপূজন অনুষ্ঠিত হল। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় সমবায় আন্দোলনের হাত ধরে এবং রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে চলেছে, যা রাজ্যের কৃষি ও শিল্প অর্থনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন সকলেই। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অভিভাবকত্বে এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত শিল্পায়নের জোয়ার আসতে চলেছে। ‘বেঙ্গল মিনস বিজনেস’ বা ‘ডেস্টিনেশন বেঙ্গল’ এখন আর শুধু কাগুজে স্লোগান হয়ে থাকবে না। বিগত দিনে রাজ্য থেকে পুঁজি চলে যাওয়ার যে ধারা তৈরি হয়েছিল, তা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। মেধা, উর্বর জমি এবং আন্তর্জাতিক সীমানার ভৌগোলিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আগামী এক বছরের মধ্যে বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হবে।’’ গুজরাটের বিশ্বখ্যাত কো-অপারেটিভ সংস্থা ‘আমুল’ এই আগমনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি, তা এবার বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। আগামী দিনে আরও বহু বৃহ সংস্থা এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে।’’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর ভাষণে রাজ্যের কৃষিজীবী ও দুগ্ধ শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁদের প্রণাম জানিয়ে বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশে যে পৃথক সমবায় ও মৎস্য দফতর গঠিত হয়েছে, তারই সুফল আজ দেশবাসী পাচ্ছেন। গুজরাটের সফল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলনই গ্রামীণ বিকল্প অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি হতে পারে, তা আজ প্রমাণিত।’’ তিনি আমূলের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে জানান, মাত্র ১১টি প্রাথমিক সমবায় ও দৈনিক পাঁচ হাজার কেজি দুধ সংগ্রহ দিয়ে শুরু করে আজ সংস্থাটি এই রাজ্যে ৮৮০টি ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে দৈনিক সাড়ে ৯ লক্ষ কেজি দুধ

সংগ্রহ করছে। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৫ হাজার কৃষক, যার মধ্যে ৩০ হাজারই মহিলা। ধূলাগড়ের এই নতুন প্ল্যান্ট চালুর ফলে রাজ্যে ‘শ্বেত বিপ্লব’-এর পাশাপাশি বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি দইয়ের বাণিজ্যিক প্রসারে ‘মিষ্টি বিপ্লব’ শুরু হবে। রাজ্যের শিল্প ও কর্মসংস্থানকে আরও ত্বরান্বিত করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক ফেডারেশনের আধিকারিকদের কাছে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে দুটি বৃহ আইসক্রিম প্ল্যান্ট স্থাপনের আর্জি জানান। তিনি বলেন, ‘‘পূর্বতন সরকারের উদাসীনতায় বিগত দিনে এই প্রকল্পে গতি আসেনি। তবে আমাদের বর্তমান সরকার এই দুটি প্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫ একর করে জমি দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই কারখানা দুটি চালু হলে একদিকে যেমন দুধ উৎপাদক কৃষকরা লাভবান হবেন, তেমনই উচ্চ-দক্ষ, আধা-দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের পাশাপাশি প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার হকার ও খুচরো বিক্রেতার বিপুল কর্মসংস্থান হবে। এর ফলে রাজ্যের নিজস্ব জিএসটি রাজস্ব আদায়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।’’

রামমন্দিরে চুরি নিয়ে মোদিকে চিঠি রাহুল-খাড়্গের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ অযোধ্যার শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট-এ অনুদান তছরুপের অভিযোগ ঘিরে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক তৈরি হল। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেনের স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুললেন রাহুল গান্ধি এবং মল্লিকার্জুন খাড়্গে। তাঁদের অভিযোগ, ভক্তদের কঠোর পরিশ্রমের অনুদান নিয়ে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। চিঠিতে বিরোধী শিবিরের দুই নেতা উল্লেখ করেছেন, শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টে হাজার হাজার কোটি টাকার অনুদান তছরুপের অভিযোগ সামনে এসেছে। ভক্তরা বিশ্বাস, ভক্তি ও আস্থার সঙ্গে তাঁদের উপার্জনের অর্থ দান করেছিলেন। সেই অর্থ নিয়ে অনিয়ম সেই সকলের মনে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। ঠকে গেছেন তাঁরা। কংগ্রেস নেতৃত্ব চিঠিতে মনে করিয়ে দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীই ট্রাস্ট গঠনের ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ট্রাস্টের সদস্যদের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই হয়েছে। চিঠিতে আরও দাবি করা হয়, ট্রাস্টের সদস্যদের অনেকের সঙ্গে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। রাহুল ও খাড়্গে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ট্রাস্টের সমস্ত অনুদান-নগদ, সোনা ও রুপো-সংক্রান্ত লেনদেনের স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, তদন্তের ফলাফল এবং ট্রাস্টের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত, যাতে প্রতিটি ভক্ত জানতে পারেন তাঁদের দান কীভাবে এবং কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রভাব বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তোলেন তাঁরা। এই মামলা শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের অনুদান সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। ট্রাস্টটি অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। অভিযোগগুলির তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল কাজ করছে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা। এখনও পর্যন্ত তদন্তে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়নি।

স্বীকৃতির আগেই কেন আমন্ত্রণ?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হতেই রণক্ষেত্রের রূপ নিল দিল্লির রাজনীতি। অধিবেশন শুরুর আগের দিন, অর্থাৎ রবিবার প্রথা মেনে ডাকা সর্বদল বৈঠকেই চরম তাল কাটল। তৃণমূল ছেড়ে সদ্য ‘ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া’-তে যোগ দেওয়া দলত্যাগী সাংসদদের বৈঠকে আমন্ত্রণ করা নিয়েই তুমুল বিতর্ক তৈরি হল। বৈঠক শুরু হতেই এর প্রতিবাদে একজোট হয়ে ওয়াকআউট করে বেরিয়ে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেস-সহ ‘ইন্ডিয়া’ জোটের একটা বড় অংশের সাংসদরা। ফলে বাদল অধিবেশন যে এনডিএ-র বিরুদ্ধে বিরোধীদের সুর চড়তে চলেছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল প্রথম দিনেই। রাজ্যে পালাবদলের পর একে একে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ দল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেন। তাঁরা এনডিএ জোটকে সমর্থন করার কথা জানিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আলাদা দল হিসেবে স্বীকৃতির আবেদনও জানিয়েছিলেন। স্পিকার

এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত না জানালেও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু শনিবারই এনসিপিআই-কে সর্বদল বৈঠকে যোগ দেওয়ার চিঠি পাঠান। শনিবার রাতে সংসদের তরফে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়, সেখানে তৃণমূলের মোট ২৮ জন সাংসদের কথাই উল্লেখ ছিল, তবে দলত্যাগী ওই ২০ জন সাংসদ যে আলাদা আসনে বসবেন, তা লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। রবিবার সকাল ১১টায় সংসদের অ্যানেক্স ভবনে সর্বদল বৈঠক শুরু হতেই যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু ও অর্জুন রাম মেঘাওয়াল ওই নতুন এনসিপিআই সাংসদদের স্বাগত জানান, তখনই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরোধীরা। সংসদের বাইরে এসে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সৌগত রায়রা। তাঁদের সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হয়ে বৈঠক ছাড়েন কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, সিপিআই এবং শিবসেনার (উদ্ধব শিবির)

● এরপর ৬ পাতায়...

অনশনের ২২ তম দিনে হাসপাতাল থেকে বিশেষ বার্তা ওয়াংচুকের, আদালতে স্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ দিল্লি পুলিশের হস্তক্ষেপে যন্তর মন্তর থেকে সরানোর পর বর্তমানে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। অনশনের ২১ দিনের মাথায় যন্তর মন্তরের অনশন মঞ্চ থেকে তাঁকে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। এনিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন সিজেপি এবং তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো। যদিও হাসপাতালে থেকেও অনশন ভাঙেননি এই সমাজকর্মী। এমনকী নিটের প্রতিবাদে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন। পাশাপাশি, সোমবার সংসদ অভিযান সফল করতে, তাতে সামিল হওয়ার চেষ্টা করবেন বলেও আশ্বস্ত করেছেন সোনম ওয়াংচুক। সোনম ওয়াংচুকের অভিযোগ, বেআইনি ভাবে তাঁকে হাসপাতালে আটকে রাখা হয়েছে। নিজের লেখা চিঠিটি রবিবার স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন ওই সমাজকর্মী। তাতে আটটি লাইনে তিনি লিখেছেন, ‘২০ জুলাই, দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। ভয়মুক্ত ভারত, অন্যায়মুক্ত ভারত।’ এই অংশ হিন্দিতে লেখার পর তাঁর ইংরেজি তর্জমা করে সোনম ওয়াংচুক আবার লিখেছেন, ‘অবিচার থেকে মুক্তি (উদাহরণ- প্রশ্নপত্র ফাঁস)। ভয় থেকে মুক্তি (আমাকে বেআইনি ভাবে আটক করে রাখা)।’ সিজেপির আন্দোলনকে সফল করে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, ‘এটা ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। পার্লামেন্টে চলুন। এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলুন। সফদরজং হাসপাতালে

যেখানে বেআইনি ভাবে আমাকে আটক করে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে গীতাঞ্জলির মাধ্যমে এই চিঠি পাঠালাম।’ সোনম ওয়াংচুকের সোশ্যাল মিডিয়ায়ও এই চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুককে সফদরজং সরকারি হাসপাতাল থেকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতি চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো। তাঁর অভিযোগ, চিকিসার নামে সোনম ওয়াংচুককে বেআইনি ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। রবিবারই জরুরি ভিত্তিতে মামলাটির শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে। সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রীর দাবি, সফদরজং হাসপাতালে তাঁর স্বামীর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। সেই কারণেই হাসপাতালের ওপর তাঁদের আস্থা নষ্ট হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে ড. গীতাঞ্জলি আংমো জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

● এরপর ৬ পাতায়...

ভিসার মেয়াদ শেষের পরও শহরে থাকছেন বিদেশিরা!

হাতে-নাতে ধরতে বড় পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস নয়। সেই বার্তা আগেই দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুপ্রবেশকারী নিয়ে আগেই কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। আর এবার বদলের বাংলায় ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বিদেশিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ। বেআইনিভাবে কলকাতায় থাকা বিদেশিদের খুঁজে বের করতে এসআইএফ-এর ডিপোর্টেশন বিভাগ চালু করল লালবাজার। কলকাতা পুলিশে চালু হল নতুন এসটিএফ-ডি শাখা। একজন ডিসির নেতৃত্বে চালু করা হয়েছে নতুন এই বিভাগ। মূল কাজ শহরে অবৈধভাবে থাকা বিদেশি নাগরিক ও অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা ও তাঁদের আইন মেনে ফেরত পাঠানো। নতুন ওই শাখার কর্মপদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন পুলিশ কমিশনার। এসিও-র আওতায় চালু হয়েছে এই নয়া এসটিএফ। এসসিও-র পুরো নাম সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। এরা মূলত কলকাতা শহরে বিদেশি নাগরিকদের উপর নজরদারি চালায়। পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজ করেন এখানের কর্মরত আধিকারিকরা। এবার এফআরআরও-র সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে এই শাখা। কেন এমন নজরদারি? কয়েক বছরের পরিসংখ্যা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে বৈধ ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়ে কলকাতায় আসছেন। তারপর দেখা যাচ্ছে সেই ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তাঁরা এদেশে থেকে যাচ্ছেন। এর মধ্যে অনেকেই আবার এখানে পাকাপাকি ভাবে থাকার জন্য ভারতীয় ভুয়ো পরিচয়-পত্র ও নথিপত্র তৈরি করছেন। তেমনই বিভিন্ন বিদেশি নাগরিক ধরাও পড়েছেন। সেই পরিস্থিতি যাতে আগামীতে যাতে কড়া পদক্ষেপ করা যায় সেই জন্যই এই পদক্ষেপ।

মোদিকে চিঠি ডেরেকের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ প্রস্তাবিত সীমানা পুনর্নির্ধারণ এবং বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিলকে ‘স্বৈরাচারী’ ও ‘গণতন্ত্র বিরোধী’ আখ্যা দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যসভার তৃণমূল কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন। আসন্ন বাদল অধিবেশনে এই বিতর্কিত বিলগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তিনি অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়েছেন। রবিবার পাঠানো এই চিঠিতে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সংসদীয় নীতি ও কার্যপ্রণালী লঙ্ঘনের রেকর্ড নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, আসন্ন বাদল অধিবেশনে সরকারি কাজের তালিকার সংসদীয় বুলেটিনে সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনও বিলের উল্লেখ না থাকলেও, সরকার যে পিছনের দরজা দিয়ে বা আকস্মিকভাবে এটি পেশ করবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। উদাহরণ হিসেবে তিনি ২০১৯ সালের জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। ডেরেক উল্লেখ করেন, সে সময় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই বিল এবং সাংসদদের কাছে পৌঁছানোর ১১ মিনিট আগেই রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করে দেওয়া হয়, যা সংসদীয় রীতিনীতির চরম অবমাননা। চিঠিতে ডেরেক ও’ব্রায়েন প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে লিখেছেন, ‘‘কৃষি বিলের মত বিতর্কিত আইনের ক্ষেত্রে যেভাবে পরবর্তীতে সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল, সেই একই ধরনের ‘কাউবয়’ বা একতরফা আইন প্রণয়নের পথে হাঁটার আগে সরকারের উচিত সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা।’’ চিঠির প্রথম অংশে সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিলের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘‘ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো এবং আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের উচিত ‘ছায়াযুদ্ধের’ কৌশল না নেওয়া।’’ প্রসঙ্গত, গত ১৬ এপ্রিল লোকসভায় সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত বিলের সঙ্গে সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিলটি

● এরপর ৬ পাতায়...

অভিষেকের আমতলার অফিস ভাঙায় স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার পার্টি অফিস ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন করে পদক্ষেপ করা যাবে না। এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর। শনিবার আমতলার অফিসে বুলডোজার-কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ছুটির দিনই জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। প্রথমে ১২টায় শুনানি শুরুর কথা থাকলেও রাজ্যের আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় নির্ধারিত সময়ে শুনানি করা যায়নি। পরে দেড়টা নাগাদ ফের শুনানি শুরু হয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর এজলাসে। এরপরই অভিষেকের অফিস ভাঙায় আপাতত স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি অফিস বেআইনিভাবে তৈরি করা হয়েছে বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যে পালাবদলের আগেই সুশান্ত মণ্ডল নামে জনৈক এক ব্যক্তি জেলা পরিষদে অভিযোগ করেন। নকশা ছাড়া এই পাঁচতলা ভবন তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রশাসনের তরফে নোটিস পাঠানো হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা তথা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ডিরেক্টর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই সম্পত্তিও লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের নামে রয়েছে। নোটিস

পাঠানো হয় সুশান্ত মণ্ডল এবং মতিউর রহমান মল্লিককেও। ১৫ জুলাই দুপুর ২টোর সময় হাজির হতে বলা হয়েছিল অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত সব পক্ষকেই। কিন্তু, নোটিসের নির্দেশ মেনে হাজিরা দেননি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও একটি নোটিস দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের তরফে। সেখানে বলা হয়, কার্যালয় ভেঙে ফেলা হবে। সেই মতো শনিবার সকাল থেকেই বুলডোজার দিয়ে অভিষেকের পাঁচতলা অফিস ভাঙার কাজ শুরু হয়। শাবল দিয়ে ডিজিটাল লকার ভেঙে ফেলা হয়। আবার রবিবার সকালে ফের অভিষেকের অফিসের সামনে পৌঁছে যায় বুলডোজার। একে একে বের করা আনা হয় খাট, বালিশ ও ত্রাণসামগ্রী। শনিবার অফিস ভাঙার পরই রবিবার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন করেন অভিষেকের আইনজীবী। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের তরফে মামলা করা হয়। বেলা ১২টা নাগাদ বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর এজলাসে শুনানি স্থির হয়। কিন্তু, সময়ে শুনানি শুরু করা যায়নি। রাজ্যের কোনও আইনজীবী প্রথমে উপস্থিত না থাকায় শুনানি শুরু করা যায়নি। বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী জানান, রাজ্যকে আরেকবার নোটিস জারি করা হোক। এর আগে মামলার শুনানির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। কিছু ক্ষণ আগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যকে আরেক বার মামলার কপি দেওয়া হোক। রাজ্যের বক্তব্য ছাড়া শুনানি সম্ভব নয়। এরপরই রাজ্যের আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত হন। তিনি জানান, মামলায় সওয়াল করার জন্য সময় দেওয়া হোক। জেলাশাসকের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে হবে। বিচারপতি জানান, দুপুর দেড়টায় আবার এজলাস বসবে। ওই সময় শুনানি হবে। লিপস্ অ্যান্ড বাউন্ডসের আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, গতকাল থেকে ভাঙচুরের কাজ চলছে। পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী শুনানির নোটিস দেওয়া হয়েছিল। ওই ভবনের মালিককে শুনানির জন্য কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। কোম্পানির ডিরেক্টরকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সুশান্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি

● এরপর ৬ পাতায়...

রেখা গুপ্তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ জুলাই ঃরবিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। দিল্লির অগ্রগতি এবং মানুষের জীবন সহজ করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আপনি (রেখা গুপ্তা) দিল্লিকে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, তিনি (রেখা গুপ্তা) দিল্লির নাগরিকদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি এভাবেই মানুষের সেবা এবং দিল্লির অগ্রগতিতে নিজের অবদান রাখুন।কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, ঈশ্বরের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য, সুখী ও সফল জীবন এবং জনসেবায় পরিপূর্ণ যশস্বী কার্যকালের জন্য মঙ্গলকামনা করি।কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানান, ঈশ্বর আপনাকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রদান করুন।

ঝাড়গ্রামে ২১ জুলাই ও ৯ আগস্টের কর্মসূচি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক কংগ্রেসের

ঝাড়গ্রাম(সংবাদ সংস্থা), ১৯ জুলাই ঃ আসন্ন ২১ জুলাই শহিদ দিবস এবং ৯ আগস্টের 'দিল্লি চলো' কর্মসূচিকে সামনে রেখে রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে. সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেস। বৈঠকে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন নীতি নিয়ে দলের অবস্থান, আন্দোলনের কর্মসূচি এবং আগামী দিনের সাংগঠনিক পরিকল্পনা তুলে ধরেন নেতৃত্ব।উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ সদস্য সুব্রত ভট্টাচার্য এবং জেলা কংগ্রেস নেতা প্রসেনজি দে।সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযানে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন কর্মী নিহত হয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেস সেই শহিদ দিবসের ইতিহাসকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং শহিদদের আত্মত্যাগের প্রকৃত তাপর্য আড়াল হয়ে গিয়েছে।তিনি জানান, এ বছর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আহ্বানে কলকাতার শহিদ মিনারের পাদদেশে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের ওই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।এদিন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে উপেক্ষিত কর্মীদের দলে ফিরে আসার আহ্বানও জানানো হয়। নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও জোরদার করতেই ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি ও ৯ আগস্টের 'দিল্লি চলো' অভিযানে জোর দেবে কংগ্রেস।

রাজ্যে ২৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ

কলকাতা,১৯জুলাইঃসরকার ক্ষমতায় আসার আড়াই মাসের মধ্যে রাজ্যে ২৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিযাগে নিশ্চিত হয়েছে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন। তিনি আজ সামাজিক মাধ্যমে শিল্প, পরিকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ,কর্মসংস্থান প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের নতুন অধ্যায় শুরু হযেছে বলে জানিয়েছেন। শ্যাম

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেনের স্বাধীন তদন্ত চাইলেন খাড়গে-রাহুল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ জুলাই ঃ কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খা।গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যৌথ চিঠি লিখে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেনের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিছেন। তাঁদের অভিযোগ, ট্রাস্টে আর্থিক অনিযমের ফলে লক্ষ লক্ষ ভক্তের আস্থা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা উদ্বেগজনক।যৌথ চিঠিতে দুই নেতা বলেন, দেশের কোটি কোটি ভক্ত বিশ্বাস ও ভক্তিভাব নিয়ে ট্রাস্টে অনুদান দিয়েছেন। কিন্তু আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তাঁরা প্রতারিত বোধ করছেন। তাই অনুদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সরকারের দাযিত্ব। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সংসদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট গঠনের ঘোষণা করেছিলেন এবং ট্রাস্টের সদস্যদের নিয়োগও কেন্দ্রীয় সরকারই করেছে। কংগ্রেসের দাবি, ট্রাস্টের একাধিক সদস্য আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। এত গুরুতর অভিযোগের পরও প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা।খাড়গে ও রাহুল দাবি করেছেন, ট্রাস্টের সমস্ত আর্থিক লেনদেন এবং নগদ অর্থ, সোনা, রুপো-সহ সব ধরনের প্রণামী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক। তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনতে হবে, যাতে ভক্তরা জানতে পারেন তাঁদের অনুদান কীভাবে ব্যবহার হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে পদ বা প্রভাব নির্বিশেষে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।রবিবার চিঠিটি সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ শেয়ার করে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ট্রাস্টের আর্থিক বিষয়গুলির নিরপেক্ষ ও বিস্তৃত তদন্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে রাহুল গান্ধীও 'এক্স'-এ চিঠি প্রকাশ করে অভিযোগ করেন, কোটি কোটি ভক্তের দেওয়া প্রণামী নিয়ে ওঠা অভিযোগ এখন জনসমক্ষে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা গ্রহণযোগ্য নয়।

অস্ট্রেলিয়ায় সোমবার থেকে বহুজাতিক বিমান মহড়া ' পিচ ব্ল্যাক', রাফাল নিয়ে অংশ নেবে ভারতীয় বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ জুলাই ঃ অস্ট্রেলিযার রয়্যাল অস্ট্রেলিযান এযার ফোর্সের ডারউইন ঘাঁটিতে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে দ্বিবার্ষিক বহুজাতিক যুদ্ধবিমান মহড়া 'পিচ ব্ল্যাক', যা চলবে আগামী ৭ আগস্ট পর্যন্ত। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ জনমানবহীন অঞ্চলে রাতের বিশেষ উড়ান অভিযানের উপর ভিত্তি করেই এই মহড়ার নামকরণ করা হয়েছে।এবারের মহড়ায় ভারত, অস্ট্রেলিযা, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ব্রিটেন-সহ ১৯টিরও বেশি মিত্র দেশ অংশ নিচ্ছে। ভারতীয় বায়ুসেনা এই মহড়ায় বহুমুখী যুদ্ধবিমান রাফাল মোতায়েন করবে। রাফালের সঙ্গে থাকবে সি-১৭ গ্লোবমাস্টার-৩ এবং আইএল-৭৮ আকাশে জ্বালানি ভরার বিমান।ভারতীয় বায়ুসেনার দলে পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, এযার ট্রাফিক কন্ট্রোলার-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষরা অংশ নেবেন। এই মহড়ার উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে আন্ত ঃসমন্বয় (ইন্টার-অপারেবিলিটি) বৃদ্ধি, যৌথ অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা উন্নত করা এবং আধুনিক যুদ্ধকৌশল ও অপারেশনাল অভিজ্ঞতা বিনিময়।'পিচ ব্ল্যাক' মহড়ায় দীর্ঘ-পাল্লার আকাশ অভিযান, বহুজাতিক যৌথ অপারেশন, রাতের আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক কৌশল এবং ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।উল্লেখ্য, ভারতীয় বায়ুসেনা এর আগে ২০১৮, ২০২২ এবং ২০২৪ সালেও 'পিচ ব্ল্যাক' মহড়ায .অংশ নিয়েছিল। এবারও এই অংশগ্রহণ ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া তৃণমূল-ত্যাগী সাংসদদের সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ কিরেণ রিজিজুর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ জুলাই ঃ সংসদের বাদল অধিবেশনের আগে সর্বদলীয় বৈঠকে ডাক পেলেন ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-র সাংসদরা। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এনসিপিআই-এর লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে রবিবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছন। এনসিপিআই-এর মুখ্য সচেতক ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকেও বৈঠকে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছেন রিজিজু।কিরেণ রিজিজু শনিবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন। তাতে বলা হয়েছে, এনসিপিআই-কে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে, তা বিবেচনাধীন রয়েছে। তা সত্ত্বেও সুচারুভাবে সংসদ পরিচালনা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁদের (এনসিপিআই-এর সাংসদদের) সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি এও বলেন, তাঁদের উপস্থিতিতে বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা হবে।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের পর তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে অনামী রাজনৈতিক দল ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ২০ জন তৃণমূল সাংসদ।

সুস্থ সমাজই শক্তিশালী দেশের ভিত্তিঃরাজনাথ সিং

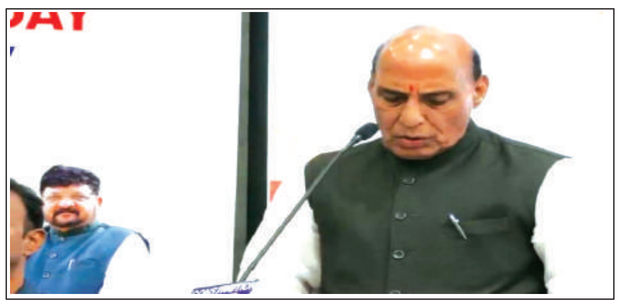

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ সুস্থ সমাজই শক্তিশালী দেশের ভিত্তি, এই মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিযে. রাজনাথ সিং বলেন, চিকিৎসা পেশাজীবীরা কেবল স্বাস্থ্যসেবাই প্রদান করছেন না, বরং দেশের উন্নয়ন যাত্রাকেও শক্তিশালী করছেন।প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা তাঁদের নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে দেশ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকদের সম্মান করা মানে দেশের সেবা এবং দেশ গঠনের চেতনাকে সম্মান করা।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ডাঃ ভরত আগরওয়াল, ডাঃ এ কে প্যাটেল, ডাঃ নবীন ডাং, ডাঃ (অধ্যাপক) এস রাজশেখরন এবং ডাঃ সি পি ঠাকুরকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন।রাজনাথ আরও বলেন, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আসছে-যেমন আয়ুষ্মান এবং আরোগ্য মন্দিরের মতো উদ্যোগ-সে সম্পর্কে আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তবে, আমি অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে চাই, প্রযুক্তি চিকিৎসা সেবাকে আরও সহজলভ্য ও শক্তিশালী করেছে। ই-সঞ্জীবনী টেলিমেডিসিনকে গতি দিয়েছে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে সর্বাধিক সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। আপনারা জেনে অবাক হতে পারেন, ২০১৯ সাল থেকে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৪৭ কোটিরও বেশি টেলি-পরামর্শ সম্পন্ন হযেছে। এটি সরকারের গৃহীত বহু উদ্যোগের মধ্যে মাত্র একটি তালিকাটি বেশ দীর্ঘ, স্বাস্থ্য বাজেটে ১৯৪ ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ঘটেছে, কারণ আমাদের সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়কে কেবল জনকল্যাণমূলক ব্যয় হিসেবে নয়, বরং সম্পদে বিনিয়োগ হিসেবে দেখে।

মন্তেশ্বরে বাস মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুই বন্ধুর

মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান, ১৯ জুলাইঃ পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে রবিবার সকালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ দুই বন্ধু একটি মোটরবাইকে করে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় মালডাঙ্গা-মেমারি রোডের মধ্যমগ্রাম এলাকার মা অভয়া রাইস মিলের সামনে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত মন্তেশ্বর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।মৃতদের পরিচয় জানা গিযেছে মুস্তাকিম শেখ (১৯) এবং মমিন শেখ (২২) হিসেবে। দু'জনেরই বাড়ি মন্তেশ্বরের কানপুর ঢাকতলা গ্রামে। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কালনা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাসটি কুসুমগ্রাম থেকে মেমারির দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে মোটরবাইকটি মেমারির দিক থেকে কুসুমগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। মা অভয়া রাইস মিলের সামনে পৌঁছতেই দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের

গুয়াহাটিতে জলাবদ্ধতার জন্য বিগত কংগ্রেস সরকারের অপরিকল্পিত নগরায়ন দায়ীঃপ্রদেশ বিজেপি

গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই ঃ গুয়াহাটি মহানগরীতে প্রতি বর্ষায় সৃষ্ট কৃত্রিম বন্যা এবং জলাবদ্ধতার জন্য বিগত কংগ্রেস সরকারের অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলাভূমি ধ্বংস এবং অবৈধ দখলকে দায়ী করেছে অসম প্রদেশ বিজেপি। গত শনিবার এক বিবৃতিতে দলের প্রদেশ মুখপাত্র মানস শরণিয়া অভিযোগ করেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে পরিকল্পিত নগর-উন্নয়নের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলভাবে শহরের বিস্তার ঘটায় আজও গুয়াহাটিবাসী কৃত্রিম বন্যার দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।মানস শরণিযা বলেন, একসময় অনিল নগর, নবীন নগর, শক্তিগড়, কাছারি বস্তি ও পূর্ব শরণিয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাভূমি, নিচু জমি ও কৃষিজমি ছিল, যা প্রাকৃতিকভাবে বৃষ্টির জল ধারণ ও নিষ্কাশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জলাধারগুলি ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জল বের হওয়ার স্বাভাবিক পথ সংকুচিত হয়েছে। তাঁর দাবি, এ সব অবৈধ দখলের বড় অংশই কংগ্রেসের শাসনামলে হযেছে। তখন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, বলেন তিনি।শরণিয়া আরও বলেন, গুয়াহাটির কৃত্রিম জলাবদ্ধতার আর একটি বড় কারণ হলো মেঘালয়ের পাহাড়ি এলাকা, বিশেষ করে 'ইউনিভাসিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মেঘালয়' (ইউএসটিএম)-এর দিক থেকে নেমে আসা বিপুল বৃষ্টির জল। এই জল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিলসাঁকো এলাকায় পৌঁছে যায়, কিন্তু শহর থেকে সেই জল বের হতে দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।বিজেপি মুখপাত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বর্তমান রাজ্য সরকার কৃত্রিম বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে একাধিক এলাকায় এর ইতিবাচক ফলও দেখা যাচ্ছে। গত বছর সামান্য বৃষ্টিতেই আমবাড়ি, বি. বরুয়া কলেজের সামনে, এক্সেল কেয়ার হাসপাতাল, বালুমুখ ও রুক্মিণীগাঁও এলাকায় তীব্র জলাবদ্ধতা তৈরি হলেও, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, পলি অপসারণ, পাম্পিং ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং নতুন স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন নির্মাণের ফলে এ বছর পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।শরণিয়া জানান, ইউএসটিএম-এর দিক থেকে নেমে আসা বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য জুরিপাড়া থেকে শিলসাঁকো পর্যন্ত একটি প্রশস্ত নতুন নালা নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একইভাবে জোড়াবাটের জলাবদ্ধতা দূর করতে ওই এলাকার জল ডিগারু নদীতে প্রবাহিত করার জন্যও বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর কাজ শুরু হবে শীঘ্রই।তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে গুয়াহাটির জলাবদ্ধতা নিরসনে একাধিক বৃহৎ প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবাযনের পর্যায়ে রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রুক্মিণীগাঁও ক্লক টাওয়ার থেকে লাস্টগেট হয়ে সুপার মার্কেট পর্যন্ত বিএন শইকিয়া ড্রেন নির্মাণ (প্রায় ৭০ শতাংশ সম্পন্ন), পিবকো পয়েন্ট থেকে দিশপুর পর্যন্ত স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন, হাতিগাঁও থেকে সিজুবাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ, ভরলু নদীর পলি অপসারণ, ডি-ওয়াটারিং পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি, মালিগাঁও-বড়িপাড়া সংযোগকারী স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন, রূপনগর থেকে শ্রীমন্তপুর পর্যন্ত নতুন ড্রেন, সাতগাঁও থেকে পাথর কোয়ারি পর্যন্ত ড্রেন, লালমাটি, গোটানগর, এক্সেল কেয়ার হাসপাতাল ও জোড়াবাটে নালা-কালভার্ট পরিষ্কার, বশিষ্ঠ চারিআলি থেকে জওহরনগর পর্যন্ত স্টর্ম ওযাটার ড্রেন, এক্সেল কেয়ার-বরাগাঁও থেকে দীপর বিল পর্যন্ত নতুন ড্রেন এবং জোড়াবাট থেকে ডিগারু নদী পর্যন্ত নতুন নালা নির্মাণ।মানস শরণিযার বক্তব্য, এই প্রকল্পগুলি ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ হলে গুয়াহাটির অধিকাংশ জলাবদ্ধ এলাকা কৃত্রিম বন্যার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য কেবল সাময়িক সমাধান নয়, আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিকল্পিত পরিকাঠামো গড়ে তুলে গুয়াহাটিকে একটি সুপরিকল্পিত ও বন্যা-সহনশীল মহানগর হিসেবে গড়ে তোলা। বহু দশকের পুরনো এই সমস্যার রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়, তবে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ ও দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সাময়িকভাবে স্থগিত অমরনাথ ও মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা

জম্মু (সংবাদ সংস্থা), ১৯ জুলাই ঃ খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জেরে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো অমরনাথ ও মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। আইএমডি খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করার পর, প্রশাসনের তরফে রবিবার থেকে পহেলগাম এবং বালতাল উভয় রুটেই অমরনাথ যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। একটি সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আগাম সতর্কতা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার অংশুল গর্গ জানিয়েছেন, রবিবার থেকে বালতাল এবং নুনওয়ানচন্দনওয়ারী বেস ক্যাম্প থেকে আর আগে এগোনোর অনুমতি দেওয়া হবে না তীর্থযাত্রীদের। প্রশাসন জানিয়েছে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নিরাপদ বলে বিবেচিত হলে তবেই উভয় পথে তীর্থযাত্রীদের পুনরায় যাত্রা শুরু হবে। খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্য অমরনাথ যাত্রার পাশাপাশি শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রাও সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।উল্লেখ্য, শনিবারও শ্রী অমরনাথ যাত্রা হয়েছিল। এদিন ভোরবেলা কড়া নিরাপত্তার মধ্যে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৩ হাজার ৬৩২ জন তীর্থযাত্রীর ১৭তম দলটি যাত্রা শুরু করে কাশ্মীরে পৌঁছয়। শনিবার মোট ১৬ হাজার ৩৯ জন তীর্থযাত্রী পবিত্র গুহা মন্দির দর্শন করেন। শনিবার পুণ্যার্থীদের মধ্যে ছিলেন ১১ হাজার ৭৮৫ জন পুরুষ, ৩ হাজার ৫২৭ জন মহিলা, ২৩৫ জন শিশু, ১০৩ জন সাধু, ১৯ জন সাধ্বী এবং ৫ জন রূপান্তরকামী তীর্থযাত্রী। এছাড়াও ছিলেন ৩৬৫ জন নিরাপত্তারক্ষী। ৩ জুলাই এই যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মোট তীর্থযাত্রীর সংখ্যা হলো ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৭৯ জন।

রাজৌরিতে আকস্মিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, দু ঃখপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহর

শ্রীনগর(সংবাদ সংস্থা), ১৯ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে অতিভারী বৃষ্টির ফলে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গত শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণে নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হয়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। এছাড়াও সম্পত্তিরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় দু ঃখ প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ।রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, রাজৌরিতে আকস্মিক ভয়াবহ বন্যায় বাসস্ট্যান্ড-সহ সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং অগণিত মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী গভীর দু ঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর দফতর স্থানীয় প্রতিনিধি ও জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখছে। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

কলকাতায় করোনা আক্রান্ত ১০ বছরের বালক, হাসপাতালে চলছে চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃকলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়ে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এবং তাঁকে কা। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।দক্ষিণ কলকাতার গ।য়িা এলাকার বাসিন্দা ওই বালকের গত শনিবার তীব্র জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দেখা দেওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরীক্ষার জন্য তার লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হলে রিপোর্ট কোভিড পজিটিভ আসে। এরপরই তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডের আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়।বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ড. সাহেলী দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, শিশুটি গত ৩-৪ দিন ধরে জ্বর, সর্দি ও কাশিতে ভুগছিল। এক্স-রে পরীক্ষায় তার ডানদিকের ফুসফুসে নিউমোনিয়ার লক্ষণ ধরা পড়ে। ভাইরোলজিক্যাল টেস্টে তার শরীরে সার্স-কভ-২ সংক্রমণের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেছে। যেহেতু করোনা একটি ভাইরাসঘটিত রোগ, তাই অ্যান্টি বায়োটিকের পরিবর্তে তাকে নেবুলাইজেশন সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য চিকিৎসায় রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে শিশুটির মাকেও আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এবং তাঁরও কোভিড পরীক্ষা করার প্রস্তুতি চলছে।চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বালকের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল এবং ২৪ ঘণ্টা তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনা নিয়ে আমজনতাকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। চিকিৎসকদের মতে, বর্ষাকালে শিশুদের মধ্যে জ্বর, সর্দি ও কাশির প্রকোপ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। দেশের কিছু অংশে কোভিডের নতুন ঘটনা সামনে এলেও, আক্রান্তদের বেশিরভাগের মধ্যেই মৃদু উপসর্গ দেখা যাচ্ছে এবং হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজনীয়তা কম প।ছে।উল্লেখ্য, দেশে ফের একবার করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতে দেখা যাচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশে গত ২৬ জুন থেকে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে ১২ জনের শরীরে কোভিড সংক্রমণ ধরা প।ছে এবং অন্যান্য কো-মর্বিডিটি (গুরুতর অসুস্থতা) থাকা ৪ জন আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর এই সংক্রমণের জন্য দায়ী নতুন রূপটি শনাক্ত করতে নমুনা পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি -তে পাঠিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ওমিক্রনের নতুন সাব-ভ্যারিয়েন্ট সিকাডা-র সম্ভাব্য প্রভাবের আশঙ্কা করছেন।একইভাবে পুণেতেও গত ১০ দিনে কোভিডের নতুন কেস সামনে এসেছে। চিকিৎসকদের মতে, বেশিরভাগ রোগীর মৃদু উপসর্গ থাকলেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ এই বর্ষার মরশুমে কোভিড-১৯-এর পাশাপাশি ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ এবং এইচ১এন১ সংক্রমণের ঘটনাও বাড়ছে। তাই জ্বর, গলা ব্যথা, কাশি বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দিলে অবহেলা না করে অবিলম্বে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার সব জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ

কলকাতা,১৯জুলাইঃরাজ্যের গ্রামীন এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা পাকা বাড়ি তৈরির জন্য যোগ্য উপভোক্তাদের তালিকা তৈরীর জন্য সহায়তা করতে রাজ্য সরকার সব জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রতিটি জেলাশাসককে পাঠানো এক নির্দেশিকায় তালিকা তৈরীর জন্য বিধায়ক, সাংসদ এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের এই কাজে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের অনেক গ্রাম পঞ্চাযেতে প্রধানরা অনুপস্থিত থাকায় তালিকা তৈরীর কাজ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণেই পঞ্চাযেত দপ্তর উদ্যোগী হযেছে বলে সূত্রের খবর। আগামী পনেরোই আগস্ট উপভোক্তাদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার আগে জমা পরা আবেদন যাচাই করে সব জেলা প্রশাসনকে দশ তারিখের মধ্যে তালিকা জমা দিতে বলা হযেছে। যোগ্য উপভোক্তার নাম যেন কোনভাবেই বাদ না যায় সেই দিকটিও দেখতে বলা হয়েছে।

'বন্দেমাতরম'-কে জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদা দিতে সোমবার রাজ্যসভায় সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ জুলাই ঃ সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন সোমবার রাজ্যসভায় ' বন্দে জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পেশ করবেন কেন্দ্রীয়.স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।রবিবার রাজ্যসভার কার্যসূচি অনুযাযী. জানা গেছে , এই বিলের মাধ্যমে জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১-এ সংশোধন আনা হবে। বিলটি আইনে পরিণত হলে জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি জাতীয় গান ' বন্দেমাতরম অবমাননাও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। জাতীয় পতাকা, সংবিধান এবং জাতীয় গান বা জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা বা পরিবেশন ব্যাহত করলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। বিলে ' বন্দেমাতরম' পরিবেশন সংক্রান্ত কিছু বাধ্যবাধকতারও উল্লেখ রয়েছে।অন্যদিকে, লোকসভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে বাড়িযে.৩৭ করার লক্ষ্যে সংশোধনী বিল পেশ করবেন।সোমবার থেকেই শুরু হচ্ছে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন। অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানাবেন। এছাড়া লোকসভার প্রথম দিনের অধিবেশনে কাতারের প্রাক্তন আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানি সহ ছয় প্রাক্তন সাংসদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হবে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনার উদ্যম ও উৎসাহ আপনাকে নতুন সুযোগের দিকে নিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে পরিকল্পনা করার সময় নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন। শুভদিন
বৃষঃ আজ আপনার ধৈর্য ও স্থিরতার পরীক্ষা হতে পারে, তবে শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি তা সফলভাবে অতিক্রম করবেন। কর্মজীবনে নতুন কিছু সুযোগ আসতে পারে, তাই নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী থাকুন এবং প্রস্তুত থাকুন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, খরচের উপর নজর রাখুন এবং অপয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। পরিবারে ছোটখাটো কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সেগুলোর সমাধান সম্ভব হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন, তবে ধ্যান ও যোগব্যায়ামের মাধ্যমে আবার শক্তি ফিরে পাবেন।
মিথুনঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে। আপনার জন্য স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া এবং সুষম জীবনযাপন বজায় রাখা জরুরি হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটিভাবে অনুকূল হতে পারে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে সর্দি-কাশি বা অনুরূপ শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।
সিংহঃ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ সর্দি-জ্বরের মতো ঋতুজনিত অসুস্থতা আপনাকে ভোগাতে পারে।শুভদিন
কন্যাঃ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুখবর ও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে। কাজ বা ব্যবসার প্রয়োজনে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে।
তুলাঃ চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি চমকার কর্মক্ষেত্রে আপনি স্বীকৃতি ও সম্মান পেতে পারেন।
বৃশ্চিকঃ দাম্পত্য জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং জীবনসঙ্গীর সহযোগিতায় আপনি নতুন কোনও প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
ধনুঃ শিক্ষার্থীদের বিশেষ সতর্কতা ও মনোযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করতে হলে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে। অর্থের ব্যয়।
মকরঃ কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীদের কাজের গতি বাড়তে পারে, তবে কারোর আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের আশঙ্কাও রয়েছে।
কুম্ভঃপ্রেমের সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য, মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে। তবে বিবাহিত জীবন আনন্দদায়ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকতে পারে।
মীনঃ এই সময় আপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপনি নিজের অনুভূতির প্রতি বেশি সংবেদনশীল থাকবেন এবং সবকিছু গভীরভাবে অনুভব করবেন। আজ প্রিয়নদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। অর্থের ব্যয় হবে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। রবিবারও তা অব্যাহত থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে। এদিকে, রবিবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রবল দুর্যোগের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চললেও আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দুই ২৪ পরগনা এবং নদিয়া জেলায় সেদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।আর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার জেরে জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে জারি কমলা সতর্কতা। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অত্যধিক বৃষ্টি হতে পারে রবিবার। এ ছাড়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার-সহ উত্তরের পাহাড় ঘেঁষা সব জেলাতেই সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙে বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭১ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি পাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৫মনিট এবং রাত ০২টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০২মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে হতে পারে।

গড়িয়ায় অখিল ভারতীয় রাস্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের জেলা সম্মেলন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ রবিবার অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গড়িয়া মহামায়াতলার জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড জয়ন্ত রায় চৌধুরী (পূর্ব ক্ষেত্র সংঘ চালক)প্রদেশ সাধারন সম্পাদক বাপি প্রামাণিক, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, প্রদেশ কোষাধ্যক্ষ জগদানন্দ নস্কর, সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বিধায়ক দেবাশীষ ধর, অভিজিৎ মুখার্জী,প্রদেশ সমিতি সদস্য অলকেন্দু অধিকারী, জেলা সভাপতি প্রবোধ কুমার মুদী, জেলা সম্পাদক সুব্রত মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিনের এই সম্মেলনে জেলা কমিটির সকল কার্যকর্তা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিন সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও জেলাতে আগামীদিনের কাজের বিস্তারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এদিন নতুন জেলা কমিটি তৈরি করা হয়।

নিমপীঠে দিব্যশ্বর ধামে ২৯ দিনের অখণ্ড মহামৃত্যুঞ্জয় মহা যজ্ঞ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ জয়নগর পবিত্র শ্রাবণ মাস শুরু হয়েছে। আর এই উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিমপীঠে দিব্যশ্বর ধামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক বিশেষ ধর্মীয় মহোৎসব, যা ইতিমধ্যেই বহু ভক্তের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৫ ফুট উচ্চ সুবিশাল শিবলিঙ্গ, যেখানে প্রতিদিন ভক্তরা ভক্তিভরে দেবাদিদেব মহাদেবের পবিত্র জলাভিষেক করছেন। এর পাশাপাশি এবারে আয়োজিত হয়েছে ২৯ দিন ব্যাপী অখণ্ড মহামৃত্যুঞ্জয় মহা যজ্ঞ, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তরা নিজেদের হাতে ২৮টি বেলপাতা অর্পণ করে মহাদেবের চরণে প্রার্থনা নিবেদন করছেন। প্রতি সোমবার সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'দিব্য দরবার'। আয়োজকদের মতে, এখ ানে সনাতন ধর্ম,শাস্ত্র, ভক্তি, সংস্কৃতি এবং জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিনই বহু মানুষ এই ধামে ভিড় করছেন। অনেক ভক্তের বক্তব্য, এখানে প্রার্থনা করে তাঁরা মানসিক শান্তি অনুভব করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে শুভ স্বপ্ন বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন।বর্তমানে দিব্যশ্বর ধাম শুধু একটি পূজার স্থান নয়, বরং শ্রাবণ মাসে ভক্তদের এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনকেন্দ্র হিসেবে ও পরিচিতি লাভ করছে। আপনারাও যদি এই পবিত্র আয়োজনের শরিক হতে চান, তাহলে নিমপীঠ গার্লস হাই স্কুলের পাশে সপরিবারে একবার দিব্যশ্বর ধামে এসে পবিত্র জলাভিষেক, মহামৃত্যুঞ্জয় মহাযজ্ঞ এবং দিব্য দরবারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনার মনোবাসনা পূরণ হতে পারে দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদে।

শ্রাবণী মেলা নিয়ে হরিপাল বিডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, হুগলি, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় 'নো এন্টি' বা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হলেও, বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশিকার পরেই যানবাহনের বিধিনিষেধ নিয়ে বাড়তি তৎপরতা শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের অন্দরে। যেখান দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স, দুধ ও জরুরি পরিষেবার পণ্যর গাড়ি অনায়াসে যেতে পারবে। হরিপাল বিডিও অফিসে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা শ্রীরামপুরের বিধায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, গ্রামীণ পুলিশ সুপার(হুগলি) কুনওয়ার ভূষণ সিংহ ও পুলিশ কমিশনার সুনীল যাদব। বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী, বিধায়ক, পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা তারকেশ্বর থেকে বৈদ্যবাটি পর্যন্ত শ্রাবণী মেলার এলাকা পরিদর্শন করার পরে কোথায় কী সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। এ বার শ্রাবণী মেলায় এক কোটি পুণ্যার্থীর সমাগমের লক্ষ্য ধরে নিয়ে জলযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয় প্রশাসনিক বৈঠকে। গঙ্গার ঘাটে স্নানের জন্য ১৪টি ঘাটে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি ৫ কিমি অন্তর স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা, সব রকম ওষুধ মজুত রাখা হবে। মণিকমল হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে, অসুস্থ হলে দ্রুত পাঠানো হবে। রয়েছে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা।

এবার চালকরাই হবেন মালিক, ভারত ট্যাক্সি প্রকল্পে জুড়ছে পশ্চিমবঙ্গ ! ঘোষণা শাহের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ ভারত ট্যাক্সি প্রকল্পে জুড়ছেন পশ্চিমবঙ্গের চালকরা। এই প্রকল্পে এবার চালকরাই মালিক হবেন। ট্যাক্সি চালকদের জন্য বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন তিনি। সেখানেই ড্রাইভাররা এখন থেকে কীভাবে গাড়ির মালিক হতে পারেন সেই উপায়ও বাতলে দেন। নিউটাউনের ওই অনুষ্ঠান থেকে শাহ বলেন, তআমরা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জায়গায় সারথীর ভাবনা নিয়ে এসেছি। সারথীদের কোম্পানির মালিক বানিয়ে কোঅপারেটিভ ভারত ট্যাক্সি চালু হয়েছে। বাংলায় যে ট্যাক্সি চলে তার সঙ্গে ভারত ট্যাক্সি জুড়ে যাচ্ছে। আজ এর মউ সাক্ষর হয়েছে বাংলার সরকারের সঙ্গে। কোনও সারথীকে আর ড্রাইভার হতে হবে না। তিনি যেমন গাড়ির মালিক হবেন, তেমনই ভারত ট্যাক্সি কোম্পানিরও মালিক হবেন।দ একইসঙ্গে এদিন সমবায় সংক্রান্ত পরিষেবা সহজভাবে প্রদানের জন্য নতুন পোর্টালের সূচনা হল অমিত শাহের মাধ্যমে। একইসঙ্গে বিজেপির নতুন সরকার যেভাবে কাজ করছে তারও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন অমিত শাহ। তাঁর সাফ কথা, 'দুর্নীতি ও অপরাধীদের তৃণমূল সরকারকে বিদায় দিয়েছে বঙ্গবাসী। এবার বিজেপি সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করবে। আগামীতে শিক্ষিত, সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ বাংলা গড়বে বিজেপি। অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা গড়তে, আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে অনেক পদক্ষেপ এই সরকার দ্রুত নিচ্ছে। শুভেন্দুজির গতি আমি দেখেছি। বাংলার উঠে দাঁড়াতে আর সময় লাগবে না।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিস করবেন ? প্রশ্ন শুনেই দুটো শব্দ বললেন ফিরহাদ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী। প্রতি বছর একুশে জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের মঞ্চে মমতার আশপাশে দেখা যেত তাঁকে। যেত, কারণ এবার আর দু'জনকে একুশে জুলাইয়ের এক মঞ্চে দেখা যাবে না। মমতা থাকবেন বিড়লা তারামণ্ডলের মঞ্চে। আর তিনি থাকবেন গান্ধী মূর্তির সামনে মঞ্চে। মমতাকে কি একুশের জুলাইয়ের মঞ্চে মিস করবেন ? রবিবার গান্ধী মূর্তির সামনে মঞ্চ পরিদর্শনে এসে এই প্রশ্নের মুখে পড়লেন ফিরহাদ হাকিম। সরাসরি অবশ্য উত্তর দিলেন না কলকাতা বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদ। শুধু দুটি শব্দ বললেন। ঋতব্রত শিবিরের চেয়ারম্যান অরূপ রায়ের সঙ্গে এদিন একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গান্ধী মূর্তির সামনে এসেছিলেন ফিরহাদ। সেখানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের কথা তুলে ধরেন তিনি। ওইদিন যুব কংগ্রেসের ১৩ জন শহিদ হয়েছিলেন। তিনিও শহিদ হতে পারতেন জানিয়ে ফিরহাদ বলেন, তআর একটু এগিয়ে গেলে স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। ওখানে আমিও হয়তো গুলি খেতে পারতাম। কেউ একজন ধাক্কা গিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। আমার সামনে ২ জন পড়ে যান। আমাদের মিছিলটা মদনদার নেতৃত্বে এসেছিল।দ তাঁদের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে শহিদদের পরিবারগুলি থাকবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ বলেন, তআমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আশা করি, সবাই আসবেন। সেদিন আমরা যারা শহিদ হতে পারতাম, তাদের বেশিরভাগ মানুষই ওইদিন এখানে থাকব। যতদিন বেঁচে থাকব, একুশে জুলাই শহিদ তর্পণ করে যাব। একুশে জুলাই শহিদ পরিবাররা থাকবে, যারা শহিদদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, তারা থাকবে।দ একুশে জুলাইয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে মমতার নাম। কিন্তু, এবার তাঁর সঙ্গে একমঞ্চে দেখা যাবে না ফিরহাদকে। কলকাতা বন্দরের বিধায়ককে প্রশ্ন করা হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিস করবেন এবার? প্রশ্ন শুনেই শুধু দুটো শব্দ বললেন। 'মিটিংয়ে বলব।' তারপরই মুখ ঘুরিয়ে চলে যান ফিরহাদ। অন্যদিকে অরূপ রায় বলেন, তআমাদের একুশের জুলাইয়ের মঞ্চে সব শহিদ পরিবার আসবে। শহিদ পরিবারের লোকজনদের সামনের সারিতে বসানো হবে। তারপর নেতৃত্ব বসবে। আমরা কতটা বিজেপি বিরোধী, সেটা বক্তব্যের মাধ্যমে এবং কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেব।দ মমতার ছবি তাঁদের মঞ্চে থাকবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে অরূপ বলেন, অহাত্মা গান্ধীর ছবি রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি রয়েছে, নজরুল ইসলাম এবং বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবি রয়েছে।

৪০ বছরের রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতি, তৃণমূল ছাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ এক অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার ঘোষণা করলেন দলের বর্ষীয়ান নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সপ্তগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি জানিয়ে দেন, দীর্ঘ চার দশকের রাজনৈতিক পথচলার পর তিনি আর তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকছেন না। একই সঙ্গে দলের সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকেও ইস্তফা দেন তিনি। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও ভবিষ্যতে তিনি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানাননি। দল ছাড়ার ঘোষণা করে তপন দাশগুপ্ত বলেন, তাঁর এই সিদ্ধান্ত কোনও হঠকারী পদক্ষেপ নয়। গত প্রায় দুই মাস ধরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, দলের ভিতরে কিছু 'দালাল'-এর প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় সংগঠনের প্রকৃত চরিত্র নষ্ট হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এই ব্যক্তিদের জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস আজ রাজনৈতিকভাবে বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে। তিনি বলেন, দলের প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শ এবং বর্তমান সংগঠনের মধ্যে বিস্তর ফারাক তৈরি হয়েছে, যা তাঁকে গভীরভাবে হতাশ করেছে। তপন দাশগুপ্ত নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করলেও দলের বর্তমান নেতৃত্বের কার্যপদ্ধতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুকুল রায় একসময় তৃণমূল কংগ্রেসকে সংগঠিত করে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দলের বহু দক্ষ সংগঠককে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, মুকুল রায়, অর্জুন সিং, শুভেন্দু অধিকারী এবং তাপস রায়ের মতো নেতাদের একে একে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, একজন নির্দিষ্ট নেতাকে সামনে তুলে ধরতেই এই সমস্ত অভিজ্ঞ নেতাদের কার্যত বলির পাঁঠা করা হয়েছে। যদিও তিনি কোনও নির্দিষ্ট সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি, তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলেছে। দলের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ব্যর্থতার জন্যও তিনি বর্তমান নেতৃত্বকেই দায়ী করেন। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভোটের মাধ্যমে তার জবাব ইতিমধ্যেই দিয়েছেন। সম্প্রতি দলের পক্ষ থেকে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে যে সমস্ত মন্তব্য সামনে এসেছে, সেগুলিরও সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর কথায়, দলকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়ার পর এখন দায়িত্ব ছাড়ার কথা বলা কোনও সমস্যার সমাধান নয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তপন দাশগুপ্তর এই সিদ্ধান্ত হুগলি জেলার রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দীর্ঘদিন ধরেই জেলার তৃণমূল রাজনীতি মূলত দুটি শিবিরে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিলেন চুঁচুড়ার নেতা অসিত মজুমদার এবং অন্যদিকে সপ্তগ্রামের তপন দাশগুপ্ত। সাম্প্রতিক সময়ে অসিত মজুমদারকে হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই তপন দাশগুপ্ত এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে শুরু করে। যদিও তপন প্রকাশ্যে কখনও এ বিষয়ে কড়া মন্তব্য করেননি, তবে ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, সংগঠনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাঁকে গুরুত্ব না দেওয়ায় তিনি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তপন দাশগুপ্ত নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী না করায় তাঁর মনে অভিমান তৈরি হয়েছিল। তবে সেই সময় তিনি দলবিরোধী কোনও মন্তব্য করেননি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পর এবং কর্মীদের মতামত নিয়ে শেষ পর্যন্ত দল ছাড়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছন তিনি। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আপাতত রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই। ভবিষ্যতে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতেই থাকবেন, যদিও কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী পথচলা হবে, তা এখনও প্রকাশ করেননি। এদিন শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কেও ইতিবাচক মন্তব্য করেন তপন দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারী একজন ভালো সংগঠক এবং বর্তমানে ভালো কাজ করছেন। তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। যদিও তিনি বিজেপি বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। উল্লেখ্য, তপন দাশগুপ্ত তৃণমূল কংগ্রেসের একজন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ নেতা হিসেবে দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি তিনবারের বিধায়ক এবং দুইবারের রাজ্য মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি, ফুরফুরা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দায়িত্ব, পশুপালন দপ্তর এবং ফরেস্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একের পর এক নেতার দলত্যাগের আবহে তপন দাশগুপ্তর বিদায় তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। চার দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর দলত্যাগ কেবল হুগলি জেলার রাজনীতিতেই নয়, গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণেও নতুন আলোচনা উসকে দিয়েছে। এখন রাজনৈতিক মহলের নজর, আগামী দিনে তিনি কোন রাজনৈতিক পথে হাঁটবেন এবং তাঁর এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে।

ডিজিটাল রেশন কার্ডে জটিলতা, প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চনার অভিযোগে খাদ্য দপ্তরে চিঠি ডিলার সংগঠনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ ডিজিটাল রেশন কার্ড সংক্রান্ত একাধিক জটিলতা এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের রেশন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের দ্বারস্থ হল অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঠানো একটি বিস্তারিত চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, পুরনো ডেটাবেসে থাকা বিভিন্ন ত্রুটির কারণে বহু দরিদ্র ও প্রকৃত রেশন গ্রাহক সরকারি খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে রাজ্যের রেশন ডিলারদের উপরও। বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের অসন্তোষের মুখে পড়তে হচ্ছে ডিলারদের, যদিও সমস্যার মূল কারণ প্রশাসনিক তথ্যভাণ্ডারের অসঙ্গতি বলেই দাবি সংগঠনের। সংগঠনের জাতীয় সাধারণ সম্পাদকের পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্যার সূত্রপাত কয়েক বছর আগে ডিজিটাল রেশন কার্ডের ডেটাবেস তৈরির সময় থেকেই। সেই সময় অধিকাংশ উপভোক্তা নিজেদের যৌথ পরিবারের সদস্য হিসেবে নথিভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিবার ভেঙে পৃথক বা নিউক্লিয়ার পরিবারে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে আলাদা পরিবার হিসেবে বসবাস করলেও সরকারি নথিতে এখনও তাঁদের যৌথ পরিবারের সদস্য হিসেবেই দেখানো হচ্ছে। ফলে বাস্তব পরিস্থিতি এবং সরকারি তথ্যের মধ্যে বড় ধরনের অসামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে। ফেডারেশনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পরিবার বিভাজনের প্রক্রিয়া কার্যত বন্ধ অথবা অত্যন্ত সীমিত থাকায় সাধারণ মানুষ সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। ফর্ম,১৪ বা অনলাইন হাউজহোল্ড ডিভিশনের মাধ্যমে ডিজিটাল রেশন কার্ড পৃথক করার সুযোগ কার্যত বন্ধ থাকায় বহু পরিবার নতুন করে নিজেদের তথ্য সংশোধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর ফলে সরকারি যাচাই প্রক্রিয়ায় পুরো যৌথ পরিবারকে একটি আর্থিক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যদি ওই পরিবারের কোনও একজন সদস্য আর্থিকভাবে সচ্ছল বলে চিহ্নিত হন, তাহলে তাঁর সঙ্গে একই প্রোফাইলে থাকা অন্য দরিদ্র ও প্রকৃত উপভোক্তাদের রেশন কার্ডও বাতিল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সংগঠনের দাবি, এই পরিস্থিতির জেরে বহু প্রকৃত উপভোক্তা খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধা হারাচ্ছেন। অন্যদিকে, রেশন তুলতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। সেই ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলারদের, যদিও এই সমস্যার জন্য তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রেশন দোকান পরিচালনায়ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান চেয়ে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কাছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। তাদের দাবি, অবিলম্বে পরিবার বিভাজনের অনলাইন ও অফলাইন প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করতে হবে, যৌথ পরিবারের তথ্যের ভিত্তিতে আর্থিকভাবে সচ্ছল সদস্যের কারণে গোটা পরিবারের রেশন কার্ড বাতিল করার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে এবং ভুলবশত বাতিল হয়ে যাওয়া প্রকৃত উপভোক্তাদের রেশন কার্ড দ্রুত পুনর্বহাল করতে হবে। সংগঠনের আশা, খাদ্য দপ্তর বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে, যাতে প্রকৃত উপভোক্তারা আবারও নির্বিঘ্নে রেশন পরিষেবার সুবিধা পান এবং রেশন ডিলারদেরও অযথা সমস্যার মুখে পড়তে না হয়।

রাজারহাট বিস্ফোরণ মামলায় আরও এক গ্রেপ্তার, জালে ব্রোকার শাহেনশাহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরে বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেল পুলিশ। মূল অভিযুক্ত শামিমকে গ্রেপ্তারের পর এবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব্রোকার শাহেনশাহকে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে শামিমকে ওই এলাকার একটি বাড়িতে ঘর ভাড়া পাইয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। কয়েকদিন ধরে তাঁকে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। দীর্ঘক্ষণ জেরার পর শনিবার তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণ মামলায় শামিমকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি এক নাবালক, বাড়ির মালিক জুলফিকার আনসারি এবং ব্রোকার শাহেনশাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। তদন্তে উঠে আসে, দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারিবাগান এলাকার বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার সময় শামিমের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে সহায়তা করেছিলেন শাহেনশাহ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর আগে সোদপুর এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত শামিমকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারিবাগান এলাকার একটি বাড়িতে আচমকাই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি আহত হন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, কয়েকদিন আগেই শামিম নামে এক ব্যক্তি ওই বাড়ির একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। ঘটনার দিন একটি সাদা ব্যাগ নিয়ে এক নাবালক সেখানে আসে। ব্যাগটি ঘরের ভিতরে রেখে বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। গোটা ঘটনাটি আশপাশে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে, যা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ব্যবহার করছে পুলিশ। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং বোম্ব স্কোয়াড। তল্লাশি চালিয়ে আরও দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়, যা পরে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা হয়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিরাও। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা, অন্য ভাড়াটিয়া এবং বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলে একাধিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

অবৈধ বিদেশিদের চিহ্নিত করতে লালবাজারের বড় পদক্ষেপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ কলকাতা শহরে বেআইনিভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিল লালবাজার। কলকাতা পুলিশের অধীনে চালু করা হয়েছে বিশেষ ডিপোর্টেশন শাখা, যার মূল লক্ষ্য হবে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও শহরে থেকে যাওয়া বিদেশি নাগরিক এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পুলিশ কমিশনার ইতিমধ্যেই এই নতুন শাখার কাজের পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের (এসসিও) অধীনে এই নতুন ডিপোর্টেশন শাখা গঠন করা হয়েছে। একজন ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে এই ইউনিট। কলকাতা শহরে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো, তাঁদের নথিপত্র যাচাই করা এবং যাঁরা ভিসার মেয়াদ অতিক্রম করেও দেশে অবস্থান করছেন, তাঁদের চিহ্নিত করাই হবে এই শাখার প্রধান দায়িত্ব। পাশাপাশি বিদেশি নাগরিকদের সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়েও এই ইউনিট সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। জানা গিয়েছে, এই শাখা বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন দপ্তরের (এফআরআরও) সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। বিভিন্ন তথ্য বিনিময় এবং নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে শহরে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের শনাক্ত করা হবে। এরপর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের একাংশের মতে, গত কয়েক বছরে এমন একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে বিদেশি নাগরিকরা কলকাতায় প্রবেশ করলেও ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তাঁরা দেশে থেকে গিয়েছেন। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র ও অন্যান্য নথি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাসের চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের ঘটনায় একাধিক বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে এবং বিদেশি নাগরিকদের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই কলকাতা পুলিশের এই নতুন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের আশা, নতুন ডিপোর্টেশন শাখা চালু হওয়ার ফলে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং আইন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আরও গতি আসবে।

জয়নগরে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার ১

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ জয়নগর বড়সড় সাফল্য পেল আবার জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে এস আই সত্যজিত সাহা সহ জয়নগর থানার পুলিশের টিমের তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে জয়নগর থানার জয়নগর স্টেশন বাজার এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃত ব্যক্তি হল - সুজয় সরদার (৩৩), বাড়ি বকুলতলা থানার বাগবেড়িয়া নারায়নপুর এলাকায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

মহিলাদের আইনী সচেতনতা শিবির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ কীর্নাহার মহিলারা সব সময় ঘড়ে বাইরে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন, পড়েন বিভিন্ন সমস্যায়। সেই মহিলারা কি ভাবে পাবেন আইনী সাহায্য সহযোগিতা - এই বিষয়ে একটি আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় কীর্নাহার। স্হানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইকুই ডাইভার্সিটি ফাউন্ডেশনের তরফে এই আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শহর বা গ্রামাঞ্চলের কোন মহিলা পারিবারিক সমস্যার শিকার হলে, বা সাইবার ক্রাইমের মতো ঘটনা ঘটলে কি ভাবে সাহায্য সহযোগিতা পাবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বীরভূম জেলা আইনী পরিষেবা কতৃপক্ষের আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ, কীর্নাহার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিতাভ পাল, আইনজীবি ইন্দ্রনীল অধিকারী, প্রাক্তন সেনা আধিকারিক মহম্মদ আলী, আয়োজক সংস্থার সম্পাদক তরুণ চক্রবর্তী সহ অনান্যরা। এ দিনের সভায় আলোচনায় উঠে আসে পরিবারের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা - সাংসারিক অশান্তি, পণপ্রথার শিকার হলে কিভাবে সমস্যার সতাধান করবেন, মামলা না করেও কি ভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, লিগাল সার্ভিসেস এ্যাক্ট ১৯৮৭ এই বিষয়ে আলোচনা করেন ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির পক্ষে মহিউদ্দীন আহমেদ।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে হাওড়াতেও জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে হাওড়াতেও জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ দেখানোর ব্যবস্থা করায় খুশি ফুটবলপ্রেমী দর্শকরা। সন্ধ্যে থেকেই সেখানে ভীড় জমাচ্ছেন মানুষ। রবিবার মধ্যরাতে আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও স্পেন। তার আগেই কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের হাওড়া শহরে আছড়ে পড়েছে ফুটবল-উন্মাদনার ঢেউ। এবার সারা বাংলা জুড়েই প্রতিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বড় পর্দায় (জায়ান্ট স্ক্রিন) ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের এই ম্যাচটি দেখার জন্য ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের তরফ থেকে প্রতিটি জেলায় ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও জেলাশাসকদের তত্ত্বাবধানে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে জায়ান্ট স্ক্রিনিংয়ের স্থানগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও আলোর ব্যবস্থা রাখতে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে হাওড়া জেলাতেও ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনাল ম্যাচ (আর্জেন্টিনা বনাম স্পেন) জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখার সরকারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাওড়া ময়দান শরৎ সদনের সামনে জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা দেখানোর আয়োজন করা হয়েছে। ফুটবল উন্মাদনায় চড়ছে পারদ। বড় পর্দায় মেসি আর ইয়ামালের মুখোমুখি লড়াই দেখতে প্রস্তুত হাওড়াবাসী। বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি জায়ান্ট স্ক্রিনে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে একসঙ্গে হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমী দর্শক এই ম্যাচ উপভোগ করতে পারেন। প্রিয় দলের জার্সি গায়ে পতাকা হাতে সমর্থকেরা ভিড় জমাবেন হাওড়া ময়দানে। খোলা আকাশের নিচে একসাথে বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করবেন ফুটবলপ্রেমী দর্শকরা। আমেরিকার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের স্বাদ কিছুটা হলেও যেন পাবেন হাওড়ার মানুষ। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে হাওড়াতেও বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ দর্শকদের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি-তে বড়ো পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থা করায় খুশি আপামর ফুটবলপ্রেমী দর্শকরা।

বিভিন্ন দল থেকে ভাঙড়ের সহস্রাধিক কর্মী সমর্থক কংগ্রেসে যোগ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ রাজ্যের ক্ষমতা থেকে চলে যাবার পর থেকে তৃনমূল কংগ্রেসের ভাঙন অব্যাহত। প্রায়দিন তৃনমূল কংগ্রেস থেকে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে কর্মীরা। আর সেই ধারাকে বজায় রেখে রবিবার ভাঙড় থেকে সহস্রাধিক কর্মী সমর্থক কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এদিন বারুইপুর জেলা কার্যালয়ে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন জেলা সভাপতি। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে নবাগত কর্মী-সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয় এদিন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেস সভাপতি তপন মণ্ডলের হাত থেকে সাবির সর্দার ও ফিরোজ উদ্দিন সাপুইয়ের নেতৃত্বে বহু কর্মী সমর্থক জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা গ্রহণ করেন এদিন। এ দিনের অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর টাউন কংগ্রেস সভাপতি অনুপম ব্যানার্জি, হরিহরপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক গায়েন সহ জেলার একাধিক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তপন মন্ডল বলেন, এই ব্যাপক যোগদানের ফলে ভাঙড় এলাকায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও মজবুত হবে। পাশাপাশি আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে দল আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাঙড়ের এই যোগদান কর্মসূচি একদিকে যেমন কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করবে, অন্যদিকে বিজেপি, তৃনমূল ও আই এস এফের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে কংগ্রেসকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে এই যোগদানের বিষয়ে বিরোধী শিবিরের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সাঁকরাইলের আমূল কারখানায় বিনিয়োগ ৭০০ কোটির, কারখানা গড়ে উঠলে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ হাওড়ার সাঁকরাইলের আমূল কারখানায় বিনিয়োগ ৭০০ কোটির, কারখানা গড়ে উঠলে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ। আশাবাদী স্থানীয় মানুষ। রবিবার নিউটাউন থেকে কারখানার ভার্চুয়াল শিলান্যাস করলেন অমিত শাহ। রবিবার বিকেলে নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার থেকে ভার্চুয়ালি আমূল বাংলা ডেয়ারি প্রকল্পের বিশ্বের সর্ববৃহৎ দই উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন তিনি। এই নিয়ে এদিন কার্যত সাজো সাজো রব ছিল সাঁকরাইলের ফুড পার্কে। আগামী দিনে এটি বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদনকারী কারখানা হিসেবে গড়ে উঠবে। সাঁকরাইলের ১৫ একর জমির উপর তৈরি হবে দই কারখানা। এদিন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আমূল বেঙ্গল ডেয়ারির নতুন দই উৎপাদন কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন অমিত শাহ। সেখান থেকেই হাওড়ার ওই কারখানার শিলান্যাস করেন তিনি। গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত আমূল কোম্পানি প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় করে হাওড়ার সাঁকরাইলে বিশ্বের সবথেকে বড় ওই দই উৎপাদন কারখানা গড়তে চলেছে। এরফলে রাজ্যের দুগ্ধচাষিরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। পাশাপাশি একে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। জানা গেছে, আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এই উৎপাদন কেন্দ্রে প্রতিদিন গড়ে ৩০ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি এই কারখানা থেকে দৈনিক ১০ লক্ষ কিলোগ্রাম দই এবং বিপুল পরিমাণ অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদিত হবে। উল্লেখ্য, এদিন সাঁকরাইলের ফুড পার্কে আমূলের দই এবং ডেয়ারী পণ্য উৎপাদন কারখানার ভূমি পুজো অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল সাজো সাজো রব। শুধু হাওড়ার এই উৎপাদন কেন্দ্রের জন্যই আমূল বিনিয়োগ করেছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। এখানে তৈরি করা হচ্ছে আমূল বাংলা ডেয়ারি। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দই ও ডেয়ারি পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আগামী দিনে গড়ে উঠবে। এই উৎপাদন কেন্দ্রে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা।

পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের বাড়ির সামনে মধ্যরাতে বোমাবাজি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ জুলাই ২০২৬ ঃ উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নির্মল ঘোষের বাড়ির সামনে মধ্যরাতে বোমাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে মোটরবাইকে করে আসা কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে পরপর একাধিক বোমা ছুঁড়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। মুহূর্তের মধ্যে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বারুদের গন্ধ এবং ধোঁয়ায় গোটা এলাকা ঢেকে যায়। ঘটনার সময় বাড়িতে নির্মল ঘোষ উপস্থিত না থাকলেও পরিবারের সদস্যরা প্রবল আতঙ্কের মধ্যে পড়েন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোদপুর সাইডিং বাজার সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে মোটরবাইকে চেপে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থলে আসে। এরপর নির্মল ঘোষের বাড়ির সামনে পরপর বোমা ছুড়ে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বিস্ফোরণের শব্দে আশপাশের বাসিন্দারা বাইরে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় খড়দহ থানায়। পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং কী উদ্দেশ্যে বোমাবাজি করা হয়েছে, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২৯ সংখ্যা, সোমবার , ৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩

মেজর সত্য গুপ্ত

অগ্নিযুগের ছায়ায় মেজর সত্য গুপ্ত। ১৯০২ সালের ১৮ই জুলাই আজকের দিনে ভারতের অন্তর্গত বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার তেজগাঁও অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন সত্য গুপ্ত। তাঁর পিতা প্যারীমোহন গুপ্ত ছিলেন শিক্ষিত ও সমাজসচেতন ব্যক্তি। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই সত্য গুপ্ত অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন তিনি। তবে দেশমাতৃকার টানে যখন সময় এসেছে আত্মবলিদানের, তখন ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুপ্রেরণায় তিনি ১৯২১ সালে আই.এ পরীক্ষা না দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের সূচনা ঘটে হেমচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ‘মুক্তি সংঘ’-এর গুপ্ত সদস্য হিসেবে। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করার পর, ১৯২৭ সালে সংগঠনের নির্দেশে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে। রাজনৈতিক পরিণত মনন ও সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি নতুনভাবে গঠিত ‘বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স’ সংগঠনের নেতৃত্বে আসেন এবং পান মেজর উপাধি। এই সংগঠনের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার লোম্যান হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে গ্রেপ্তার হন তিনি, যদিও পরে মুক্তি পান। কিন্তু ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে যখন বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সশস্ত্র আক্রমণ চালান, তখন তিনি পুনরায় ব্রিটিশ শাসকের হাতে গ্রেফতার হন এবং রাজবন্দি রূপে দীর্ঘকাল বন্দি থাকেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তাঁকে আলিপুর, বক্সার, মিনওয়ালি (পাঞ্জাব), ও যারবেদা (পুনা) প্রভৃতি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে হিজলি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। নেতাজীর ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারির মহানিস্ক্রমণের পর সত্য গুপ্ত ফের রাজবন্দি হন এবং টানা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কারাবন্দি থাকেন। স্বাধীনতা-পূর্ব এই সময়টিতে তিনি আত্মমর্যাদা ও আদর্শে অটল থেকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। কারামুক্তির পর তিনি রাজনীতির পথ থেকে সরে এসে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগু গ্রামে তিনি পল্লী উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন এবং ‘বাগু সপ্তগ্রামের পল্লী নিকেতন’-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক ছিলেন আরেক প্রখ্যাত বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন। অবশেষে, ভারতের স্বাধীনতার দুই দশকের মাথায়, ১৯৬৬ সালের ১৯ জানুয়ারি, এই নির্ভীক দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী বিপ্লবী জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হন। মেজর সত্য গুপ্তের জীবন কেবলমাত্র বিপ্লবের ইতিহাস নয়, এক নিরবিচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ ও আদর্শের প্রতীক হয়ে আজও অনুপ্রেরণা জোগায়।

রোহিনী রঞ্জন বড়ুয়া

দায়ের এক কোপে দারোগার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন শহীদ রোহিণীরঞ্জন বড়ুয়া। জন্ম চট্টগ্রাম জেলার গুজারা নোয়াপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র নিম্নবিত্ত বৌদ্ধ পরিবারে। ছোট থেকেই ভালো ফুটবল খেলতেন, পড়াশুনাতেও ছিলেন মেধাবী। ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়ন, অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষের ওপর শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি দলের নির্দেশে বিভিন্ন গুপ্ত কর্মকাণ্ড, অস্ত্র সংগ্রহ এবং ব্রিটিশ কর্তাদের ওপর হামলার পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা ও গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীদের যে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল, রোহিণী বড়ুয়া সেখানে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সাহসী কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সময় ব্রিটিশ পুলিশের নজরে আসেন রোহিণী বড়ুয়া। বিপ্লবী সন্দেহে ১৯৩২ সালে তাকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। চট্টগ্রাম কারাগার থেকে হিজলি কারাগার, শেষে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর। ফরিদপুর জেলের দারোগা সৈয়দ এরসাদ আলী ছিলেন কুখ্যাত অত্যাচারী। বিপ্লবীদের প্রতি তার ব্যবহার ছিল অমানবিক ও ঘৃণ্য। কারাগারে থাকাকালীন রোহিনীর মায়ের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। পরে বিষয়টি জানতে পেরে রোহিনী প্রশ্ন করলে দারোগা কোনো উত্তর না দিয়ে মা, বাবাকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করে। এই অপমান রোহিনী বড়ুয়া মেনে নেয়নি। রোহিনী বড়ুয়া দা তুলে নিয়ে এক কোপে দারোগার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেন। এই ঘটনার পর থেকে দারোগার আর বিপ্লবীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত না। তৎকালীন সময়ে চাঞ্চল্যকর ‘ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা’ বা ফরিদপুর ট্রায়ালে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারে ব্রিটিশ আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। ১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, ফরিদপুর জেলা কারাগারে মাত্র একুশ-বাইশ বছর বয়সী এই তরুণ বিপ্লবীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর চোখে কোনো ভয় ছিল না। দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন। রোহিণীবাবুর মতো বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ওপর দাঁড়িয়েই ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় অনেক সময় এই বীরদের নাম কিছুটা আড়ালে চলে গেলেও, তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতমাতার এই বীর সন্তানকে শতকোটি প্রণাম।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

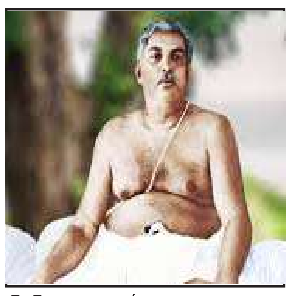

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়।

জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে রক্ষা মুশকিল।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলেছেন, কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ? মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু ধর্ম করলে হবে না। মানব সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে।

পরাধীন দেশে বাংলায় বাঙালিদের বিজ্ঞান চর্চা

বিশেষ প্রতিবেদক

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিতা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার বেশ কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা। তারা ভারতের সম্মানকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। ভারতের যখন ব্রিটিশ শক্তি এসে প্রবেশ করলো তখন ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে নতুন কলকারখানা থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বাংলায় বহু শাস্ত্র পুবাণ এবং সাহিত্য চর্চা হযেছে। এখন বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করতে হবে। তাঁরই কথার পথ ধরে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশায়। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করে দেওয়ার। তার জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঠাকুর বাড়িরপ্রধান কর্তা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেই পত্রিকার নাম ছিল

উচ্চস্তরের অধ্যায়ন। তারই প্রভাব ভারতের ওপরে বিশেষ করে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানি। তার ফলে কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফলে একদিকে শিল্প কলকারখানা যেমন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল পাশাপাশি আবার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি লাভ করে। ইংরেজরা আসার ফলে কলকাতা তথা ভারতের ওপরে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাব পড়তে শুরু করে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার পিছনে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব পরেক্ষাভাবে কেন প্রত্যক্ষভাবেও কাজ করেছিল। তখন বাংলার মেধাবী ছাত্ররা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনার সুযোগ অনায়সে পেত। কলকাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানের সম্মানে সম্মানিত। যার ফলে কলকাতা থেকে যেসব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসরা বিশ্ব দরবারে নাম করেছিলেন তাঁদের শিক্ষার ভিত কিন্তু বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল। পরে সেই সব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা বিলাতে গিয়ে আরও বেশি করে অধ্যায়ন এবং চর্চা করে তাদের অভিজ্ঞতার মান বৃদ্ধি করে। বাংলায় প্রথম বিজ্ঞান চর্চার রাস্তা তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি লিছেছিলেন

‘তত্তবোদিনী পত্রিকা’। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হতো। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানে জয়যাত্রায় ‘তত্ত্বোধিনী’ পত্রিকার অবদান কম নয়। আচার্য প্রফুল্ল কুমার রায় রসায়ন বিজ্ঞানের পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মতো রসায়ন বিজ্ঞানী তখন ভারতে বলতে গেলে দুর্লভ। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান গবেষণায় রত ছিলেন। সেখানেই তাঁর গবেষণা কেন্দ্র ছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন। তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর গবেষণাগারকে ব্যবহার করতে সম্মতি দান করেছিলেন। বাংলার বিপ্লবী বোমা আন্দোলনের ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতার নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। তিনি শুধু বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থক ছিলেন শুধু নন, তিনি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা যাতে প্রসারিত হতে পারে তার জন্য তিনি আচার্য জগদীশ বোসকে সহায়তা করে গিয়েছেন। বিশ্ব দরবারে আচার্য জগদীশ চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ছিলেন আচার্য জগদীশ বোসের উৎসাহীদাত্রী। যখন আটার্য জগদীশ বোস হতাশ হয়েছেন তখন ভগিনী নিবেদিতা এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে নিরাশ হওয়া থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং বাংলার বিজ্ঞান চর্চার কথা বলতে গেলে ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে অস্বীকার করা চলবে না। তিনি আবার কলকাতায় ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশ বোসকে আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে মানসিক শক্তির যোগান দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বলেই জগদীশ চন্দ্র বোস ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকে সেখান থেকে রয়েক বছর ধরে শয়ে শয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে বিশ্ব দরবারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে ছাত্ররা। রাজা বাজার সায়েন্স কলেজ বাংলার বিজ্ঞান দরবারে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এটা মনে প্রাণে চাইতেন। তাঁর চিন্তার ফসল আজকের রাজা বাজার অঞ্চলে বিজ্ঞান কলেজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও তিনি কিন্তু বিজ্ঞান বা চিকিৎসা জগতের থেকে উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই রচনা করেছিলেন সেই বইটির নাম হচ্ছে ‘বিশ্ব পরিচয়’। বাংলা যে বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব তার পথটাকে তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। এমনকী তিনি নিজেই হোমিপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কারমাটাড়ে তিনি সকলের কাছে বিদ্যাসাগর বলে পরিচিত ছিলেন না। সেখানে তিনি চিকিৎসক ঈশ্বর বলে পরিচিতি লাভ করেন। ভেজষ গাছ লাগিয়ে সেখান থেকে ওষুধ নির্মাণ করার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে কারমাটাড়ে তিনি ভেষজ গাছগাছালি লাগিয়েছিলেন। বিজ্ঞান প্রিয় অক্ষয় কুমার দত্তও নিজের হাতে বহু গাছ লাগিয়েছিলেন। সেই সব গাঝের গুনাগুণ তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকাতে প্রকাশ করতেন। তিনি ইংজেরি ভাষার বিজ্ঞানর প্রতিশব্দ বাংলায় তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের শব্দগুলিকে বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করে বাংলার বিজ্ঞান চর্চাকে প্রসারিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তিনি আবার সুচিকিৎসক ছিলেন। ভারতে স্প্যানিস ফ্লু দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ একটি টোক্কা তৈরি করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াতেন এক চামচ করে আর পাশে গ্রামগুলিতে বসবাসকারীদের ঘরে গিয়েও এক চামক টোক্কা দিতেন যাকে স্প্যানিস ফ্লু এসে তাদেরকে আক্রমণ না করতে পারে। ভারতে স্প্যানিস ফ্লুতে এক কোটি লোক মারা গিয়েছিল। করোনাতে মাত্র কয়েক লক্ষ লোক মারায় যায়। কলকাতা বিখ্যাত মানুষ আর জি কর স্প্যানিস ফ্লুতে মারা গিয়েছিলেন। বিজ্ঞান চর্চা এবং চিকিৎসা চর্চা পাশাপাশি চলতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার নবজাগরণের সময় থেকে। এর জন্য অতি অবশ্য শিল্প বিপ্লবের প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে হবে। বিলাতে শিল্প বিপ্লব না হলে ইংরেজরা ভারতে এসে উপস্থিত হতো না। তারা ভারত থেকে কাচামাল সংগ্রহ করে বিলাতে সরবরাহ করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। কারণ শিল্পগুলিকে চালাতে গেলে কাচা মালের প্রয়োজন। ভারত থেকে সেই কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতো জাহাজে করে। ইংরেজা দেখতে পেল যে ভারত থেকে কাচা মাল নিয়ে বিসাতে গেলে বহু সময় লেগে যাচ্ছে। তার ওপরে জাহাজের ওপরে ভরসা করা যায় না। বহু জাহাজ সমুদ্র পথে ভারতীয় পণ্য নিয়ে ডুবে গিয়েছে। তার ফলে সময় মতো কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। সেই কারণে কলকাতার আশপাশে বিশেষ করে হুগলি, হাওড়া এবং ২৪ পরগনাকে শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো ইংরেজ সরকার। তারা এখানে শিল্প কলকারখানা তৈরি করে একেবারে তৈরি পণ্য নিয়ে ইউরোপের বাজারে গিয়ে উপস্থিত হতে থাকে। তার ফলে বিলাতে আয় বৃদ্ধি হয়। পাশাপাশি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত হতে থাকে। ভারতীয়রা বিজ্ঞান চর্চায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। শুধু বিজ্ঞান চর্চা নয়, পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চা বৃদ্ধি লাভ করে। যেসব সাহেবরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হতো তাদের এবং বংলার লোকেদের চিকিৎসা করার রাস্তাকে তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি তারিখে ৩৫ দফা নিয়মকানুন তৈরি করলেন। ১৮৩৬ সালে ১০ জানুয়ারি কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। কলকাতার ছেলে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত (১৮০৬-১৮৩৫) মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে শবব্যবচ্ছেদ করে ভারতের চিৎিসা বিজ্ঞানে একটি বিরল নজির স্থাপন করলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার রাজবাড়ি এখন প্রেতপুরী

আদিল আহমেদ

বেলগাছিয়া রাজবাড়ী। উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়ায় (মিল্ক কলোনি বা বেলগাছিয়া মেট্রোর কাছে) অবস্থিত ‘বেলগাছিয়া রাজবাড়ী’ বা ‘বেলগাছিয়া ভিলা’ (পাইকপাড়া রাজবাড়ি নামেও পরিচিত) একটি ঐতিহাসিক প্রাসাদ। ১৮২৩ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এটি কিনে ইউরোপীয় ধাঁচে সাজান। পরবর্তীতে এটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিচালনায় বাংলা নাট্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইতিহাস ও তাৎপর্য এই ঐতিহাসিক বাড়িটি এক সময় ইউরোপীয় এবং ভারতীয় অভিজাতদের আড্ডাস্থল ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর, ১৮৫৬ সালে কান্দির জমিদার সিংহ পরিবার এটি কিনে নেন। এটি বাংলার প্রথম দিকের অপেশাদার নাট্যমঞ্চ হিসেবেও খ্যাত ছিল, যেখানে ‘রত্নাবলী’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। বর্তমানে এটি সংস্কার করা হয়েছে। ইতিহাসপ্রেমীদের ও কলকাতাবাসীদের কাছে এর আকর্ষণ অটুট।

যদিও রাজবাড়ীর ভেতরের অংশটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়, বাইরের স্থাপত্য এবং এর সমৃদ্ধ ইতিহাস আজও পর্যটকদের মুগ্ধ করে। প্রাসাদটির মূল ফটক এবং বিশাল থামগুলি এখনও সেই পুরনো দিনের আভিজাত্য মনে করিয়ে দেয়। বেলগাছিয়া রাজবাড়ী নব রূপে সজ্জিত হয়েছে এবং ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে অভিজাত অনুষ্ঠান বাড়িতে পরিণত হয়েছে।। নাম হয়েছে ‘বাড়ি কোঠি। সুন্দরী কলকাতার অতি অন্যতম, মর্যাদাসম্পন্ন, অভিজাত এই রাজবাড়ীর আকর্ষণ চিরকালীন হয়ে থাকুক এই কামনা। ভালো থাকুক এই রাজবাড়ী। বেলগাছিয়া রাজবাড়িতে সুখের দিন; এখন তা অতীতের এক নীরব প্রেতাত্মা।

দ্বারকানাথ ১৮২০-এর দশকে পাঁচ লক্ষ টাকায় এই বেলগাছিয়া ভিলাটি কিনেছিলেন, এমন একটি জায়গা হিসেবে যেখানে তিনি কলকাতার ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় অভিজাত শ্রেণীর উপর আতিথেয়তা বর্ষণ করতে পারবেন। বাড়িটিতে ছিল মার্বেলের মেঝে, চমৎকার সিঁড়ি, রোমান মূর্তি, সুন্দর সব চিত্রকর্ম হলঘরের বাঁদিকে ছিল একটি প্রশস্ত বারান্দা, যা মোঙ্গল তাঁবুর আদলে সাজানো, যার দেওয়ালে ছিল লতাপাতার নকশা আর ফুলের মালা, আর তার মাঝখানে ছিল টকটকে লাল মখমল ও সোনালি কারুকার্য করা একটি সিংহাসন, যার স্তম্ভগুলো ছিল খাঁটি রুপোর তৈরি এবং তাতে সোনার কাজ করা। বাইরে ছিল একটি বিশাল লন, যার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে একটি ঝর্ণা, আর তার উপর দিয়ে চলে গেছে চারটি সাদামাটা সেতু। দূরে একটি কৃত্রিম হ্রদ থেকে উঠে আসা জীবন-আকারের ভেনাসের মূর্তি। যে বাড়িটি একসময় কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আনাগোনায় মুখর ছিল এবং যেখানে লোকসমাগম হতো। জোড়াসাঁকো থেকে বেলগাছিয়ার দিকে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় আমি খেয়াল করলাম, পৈতৃক বাড়ি থেকে এটি মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে, যা অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের দৃষ্টি থেকে দূরে থাকার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চমৎকার রাজবাড়িটির এখন কেবল তার নীরব কাঠামোটিই অবশিষ্ট আছে। যদিও অট্টালিকা এবং তার চত্বরটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে, তবুও আমি এর অতীতের জাঁকজমক কল্পনা করতে পারছিলাম। বেলগাছিয়া ভিলাটি বিশাল, এতে প্রায় একশোটি ঘর এবং একটি চমৎকার প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার উপরে করিন্থিয়ান-শৈলীর স্তম্ভগুলো মাথার উপর দিয়ে উঠে গেছে। বারান্দাটি এত উঁচু যে একটি হাতিও প্রবেশ করতে পারবে, এবং আমি লক্ষ্য করলাম এর সম্মুখভাগে একটি স্বাগত জানানোর মতো ব্যালকনি রয়েছে, যা কে বেড়াতে এসেছে তা দেখার জন্য বেশ কাজের! এর অতীতের জাঁকজমকের কথা কল্পনা করে; বেলগাছিয়া রাজবাড়ির বারান্দা গুলোকে ধরে রেখেছে জটিল কারুকার্য। ভবনটির পেছনে একটি পুকুর আছে, যার এখনকার নোংরা জলের পাশেই পুরোনো আমলের মার্বেলের বেঞ্চগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই দ্বারকানাথ তাঁর বড় ও জাঁক জমকপূর্ণ পার্টিগুলোর আয়োজন করতেন, যেখানে শীর্ষ কর্মকর্তা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতেন। স্থানীয়রা এই পুকুরের অপর পারে দাঁড়িয়ে সেই জাঁকজমক উপভোগ করতেন।

আমি গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের ভাইঝি এমিলি ইডেনের কথা উদ্ধৃত করতে পারি, যার জন্য দ্বারকানাথ ১৮৩৬ সালের এক শীতল নভেম্বর রাতে একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন, তিনশো অতিথির উপস্থিতিতে, যাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার শীর্ষস্থানীয় ইউরোপীয় অভিনেতা, গায়ক ও বাদক, প্রধান বিচারপতি, এক বা দুজন জেনারেল এবং কলকাতার অধিকাংশ সুন্দরী ও ফ্যাশন সচেতন নারী। সন্ধ্যায় আতশবাজি দেখার জন্য মানুষ আসতো।

বাঙালি পণ্ডিত শরৎ চন্দ্র দাসের তিব্বত জয়

অনিকেত নস্কর

সালটা ১৮৮২, মে মাসের এক বিকেলে দুর্গম পথ পেরিয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসায় ঘোড়ার পিঠে চেপে পৌঁছাল একটি দল । দলে আছে মালবাহক ও তিব্বতি লামারা, আর আছে লামার পোশাক-পরা লাল পাগড়ি চোখে সানগ্লাস এক ভিনদেশি। ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে সে। চিনে পেস্ট্রির দোকানে জমায়েত হওয়া ভিড়টা তাকে দেখে মন্তব্য করল, ‘দেখেছ আবার এক বসন্ত রোগী এসে হাজির হয়েছে...।’ তারা জানেই না লাল পাগড়ি ভিনদেশির সঙ্গে আছে রিভলভার, কম্পাস, সেটস্কোয়ার ও হরেক কাগজ। তিব্বতি ভাষায় সুদক্ষ মানুষটি বিভিন্ন মঠ থেকে খুঁজে পাওয়া পুঁথি অনুবাদ করে নিয়ে যাবেন তার দেশে...তিব্বতি সংস্কৃতি ও জনজীবনে আগ্রহী এই বাবুটি আরও একটি কাজ করছেন। চলার পথে প্রতিটি পাহাড়, নদীনালা ও ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কাগজে লিখে নিয়েছেন, লাসায় আসার পথে চুম্বি উপত্যকা, ‘ইয়ামদ্রোক সো’ হ্রদে ঝটিতি জরিপ করেছেন। টুকে নিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এলাকার হরেক পাহাড় ও পথের পরিচয়। সেগুলি ভারত সরকারের দফতরে গোপনে বাক্সবন্দি হবে। পরে বৃটিশ সেনাপতি ইয়ংহাজ ব্যান্ড এই তথ্যের ওপর নির্ভর করেই তিব্বত দখলের অভিযানে বেরুবেন। ভিনদেশি ছিলেন এক বঙ্গসন্তান... শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর পরিচয় নিয়ে কয়েক বছর পরেও তিব্বতে ঘোর ধোঁয়াশা। যে তিব্বতি লামারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, সকলকেই পরবর্তী কালে এক ধার থেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র দাস তবে ঠিক কি ছিলেন...... পণ্ডিত? দুর্গম পথের অভিযাত্রী? না কি এক গুপ্তচর? লাসা সফরের তিন বছর পর এই রহস্যময় চরিত্রটিকে দেখা গেল চিনের রাজধানী পিকিং শহরে। সেখানে বাণিজ্যের খোঁজে আসা তিব্বতিরা তাঁকে ‘কা চে লামা’ বা কাশ্মীরের লামা বলে ডাকেন। শরৎচন্দ্র দাসের সঙ্গে অবশ্য কাশ্মীরের কোনও সম্পর্ক নেই, তিনি এসেছেন কোলম্যান মেকলে

নামে এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে সাহায্য করতে। কোলম্যান লাসা শহরে ব্রিটিশ দূতাবাস খুলতে যাবেন, পিকিং শহরে তাই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন। চিনের রাজধানীতে বাঙালি শরৎচন্দ্র দাস এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সাহায্যকারী। দূতাবাস খোলা আর হয়নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র দাসের পরিশ্রমী তথ্য থেকে ব্রিটিশরা এ ভাবেই নানা সাহায্য পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘রায়বাহাদুর’ ও ‘অর্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার’-এ ভূষিত করেছে। হিমালয়ের খুঁটিনাটি অজানা ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য সম্মানিত করেছে লন্ডনের রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি। আবার, কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই গুপ্তচরের লেখালিখি খুলে দিয়েছে তিব্বত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত। নিজেই তৈরি করেছেন তিব্বতি-ইংরেজি ভাষার অভিধান। থাইল্যান্ডে গিয়েছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার জন্য খেতাব দিয়েছেন সেখানকার রাজা। মৃত্যুর দু’বছর আগেও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সংস্কৃতি ঘাঁটতে কয়েক মাসের জন্য পাড়ি দিয়েছেন জাপান। উনিশ শতকেই তিব্বত চর্চার জন্য সারা পৃথিবীর কুর্নিশ আদায় করে নিয়েছেন এই বাঙালি। এই পণ্ডিত গুপ্তচর আদতে চট্টগ্রামের আলমপুর গ্রামের লোক। ১৮৪৯ সালে তাঁর জন্ম। ছাত্র হিসাবে মেধাবী, উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, হরেক বিষয়েই তাঁর আগ্রহ। স্কুল শেষে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হত। বাদ সাধল ম্যালেরিয়া। ১৮৭৪ সালে ফাইনাল পরীক্ষার সময় অসুস্থ হলেন শরৎচন্দ্র, সারাক্ষণই ঠকঠকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। বাঁচিয়ে দিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক সি বি ক্লার্ক। দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনার স্যর জন এডগার তত দিনে সেখানকার শিশুদের লেখাপড়ার জন্য ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল তৈরি করেছেন। ক্লার্ক সেখানকার প্রধান শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব দিলেন ছাত্রকে। শরৎচন্দ্র প্রথমে দোনোমোনো করছিলেন। তারপর ভেবেচিন্তে, পাহাড়ি জলহাওয়ায় স্বাস্থ্য উদ্ধার হবে ভেবে সায় দিলেন। স্কুলের ছাত্ররা না বোঝে বাংলা না ইংরেজি। এদিকে হেডমাস্টারমশাইও তাদের ভাষা বোঝেন না। কিন্তু আগ্রহী মানুষটি আস্তে আস্তে রপ্ত করে ফেললেন তাদের ভাষা। সিকিমের তৎকালীন রাজা, মন্ত্রী, অমাত্যরাও ইংরেজি শেখাতে তাঁদের ছেলেদের পাঠাচ্ছেন ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলে।

দু’বছর পরে হেডমাস্টারমশাই ছুটিতে ছাত্রদের এক্সকারশনে নিয়ে গেলেন পাশের দেশ সিকিমে, পেমিয়াংচি মঠে । ‘১৮৭৯ সালে এই পেমিয়াংচি মঠের লামা

(ক্রমশ)

জোংরি। সেখান থেকে চাং থাং গিরিপথ। বরফে পা ডুবে যাচ্ছে, এক এক জায়গায় উগ্যেন কোমরের কুকরি দিয়ে বরফ কেটে তৈরি করছেন পায়ে চলার ধাপ। গাছের শাখাপ্রশাখা কেটে তৈরি করছেন রাস্তা। ঝুরো পাথর নেমে আসছে, ১৯০০০ ফুট উচ্চতায় দুজনেরই নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। রাতে থাকার জায়গা বলতে পাহাড়ি গুহা। চাং থাং পেরিয়ে এ ভাবেই ওঁরা ঢুকে এসেছেন তিব্বতি সীমানার মধ্যে। তিব্বতি সংস্কৃতিতে আগ্রহী শরৎচন্দ্র সে যাত্রায় প্রায় ছয় মাস ছিলেন পাঞ্চেন লামার তাশি লুনপো মঠে। নিয়ে এসেছেন ভারতে হারিয়ে-যাওয়া নানা বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুলিপি। তারই মধ্যে ব্রিটিশ সরকারকে জানাচ্ছেন দেশটা নিয়ে হরেক তথ্য। ভারতের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল, বাবু শরৎচন্দ্র দাসের পাঠানো রিপোর্ট সম্বন্ধে লিখছেন, ‘ওঁর পাঠানো প্রতিটি তথ্য মূল্যবান, মানচিত্র তৈরিতে কাজে দেবে।’ অচেনা দেশকে জানতে গেলে দখল করতে গেলে প্রথমেই দরকার তার মানচিত্র। বৃটিশ সরকার শরৎচন্দ্রকে তাদের মতো ব্যবহার করছে। আবার শরৎচন্দ্র গুপ্তচর বৃত্তির ফাঁকে জেনে নিচ্ছেন বৌদ্ধ ধর্মের হরেক তথ্য, নিয়ে আসছেন তিব্বতি ভাষায় লেখা বিভিন্ন সংস্কৃত পুঁথি। এই সব পুঁথিপত্র সংগ্রহ তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল, সরকারের এ বিষয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। বাঙালি পণ্ডিত তিব্বত জয়।

হাওড়ার শাঁকরাইলে ‘আমূল ডাইরি’র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

রবীন্দ্রকুমার শীল

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমুলের একটি মেগা ডেইরি প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম দই তৈরির সুবিধাও থাকবে। হাওড়ার শাঁকরাইল ফুড পার্কের এই ডেইরি প্ল্যান্টটির দৈনিক ১৫ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষমতা থাকছে, অন্যদিকে দই তৈরির ইউনিটটি দৈনিক ১০ লক্ষ কেজি দই উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। এই প্রকল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আমুল ব্র্যান্ডের অধীনে গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (GCMMF) দ্বারা নির্মিতব্য এই দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটির লক্ষ্য হল পূর্ব ভারতে সমবায়টির উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করা। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জাতীয় মহাসড়ক ১৬ এবং ১৯-এর সংযোগস্থলে এর কৌশলগত অবস্থান, সেইসাথে কলকাতা বন্দর এবং রেল নেটওয়ার্কের নৈকট্যের কারণে শাঁকরাইলকে নির্বাচন করা হয়েছে, যা ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে কাঁচা দুধ দক্ষতার সাথে সংগ্রহ এবং দুগ্ধজাত পণ্য বিতরণে সহায়তা করবে। দুধ ও দই ছাড়াও এই ইউনিটটি মিষ্টি দই, লস্যি, পনির, মাখন, ঘি এবং আইসক্রিম উৎপাদন করবে। প্রকল্পটি দুধ উৎপাদনকারীদের একটি স্থিতিশীল বাজার এবং লাভজনক মূল্য প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের দুগ্ধ খাতকে একটি বড় ধরনের গতি দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, এটি প্ল্যান্টে শত শত

প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং দুধ সংগ্রহ, পরিবহন, কোল্ড-চেইন লজিস্টিকস ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলিতে পরোক্ষ কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বর্তমানে, শুধুমাত্র কলকাতাতেই আমুলের দুধ বিক্রির পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৮ লক্ষ লিটার। বঙ্গের দুগ্ধজাত খাদ্যের অভাব মিটবে। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

সরকারের ৩ডি নীতিরও ফাঁক গলে বেরিয়ে গিয়েছিল

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না আনারুলের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ জুলাইঃ এসআইআর পর্বে প্রত্যেককে খুঁজে খুঁজে বার করা হয়েছিল। নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে ডিটেক্ট, ডিটেন, ডিপোর্ট- সরকারের ৩ডি নীতি, তাঁদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে হোল্ডিং সেন্টারে রেখে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেও ফাঁক গলে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। পাঁচ বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিলেন। এখানকারই এক তরুণীকে বিয়েও করেন। এরপর সেই তরুণীর মামাকে বাবা বানিয়ে ভারতীয় নথিও তৈরি করেন বলে অভিযোগ। এবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার সেই অনুপ্রবেশকারী। নাম আনারুল শেখ। বছর পঁচিশের ওই যুবককে সাগরদিঘি দস্তরহাটি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে লালগোলা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন আনারুল। এরপর থেকে তিনি এ দেশেই আত্মগোপন করে বসবাস শুরু করেন। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ভারতে থাকার সুবাদে তিনি এক ভারতীয় মহিলাকে

বিয়েও করেন। নিজের পরিচয় গোপন রাখতে স্ত্রীর মামা কালাম শেখকে নিজের বাবা হিসেবে দেখান আনারুল। এই জালিয়াতির মাধ্যমে তিনি আধার কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিও জোগাড় করে নেন। এই ভুয়ো নথির জোরেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনি ধারায় মামলা রুজু করেছে। জালিয়াতি ও অনুপ্রবেশের নেপথ্যে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অশোকনগরের কাপড়ের ব্যবসায়ী পূজা আসলে পুরনো খিলাড়ি! ৩ বছর ধরে কেন মাথাব্যথার কারণ সিআইডি-র?

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ জুলাইঃ সাধারণ সুতির সালোয়ার পোশাক। হাতে একটা চটের ব্যাগ। কাঁধে আরেকটা ব্যাগ। দৈহিক বাচনে কোথাও কোনও অসঙ্গতি ছিল না। তারই পিছু পিছু নিচ্ছিলেন কয়েকজন। এই মহিলার কাছ থেকেই উদ্ধার হল অস্ত্র ভান্ডার। জানা গেল, এই মহিলা অস্ত্র ব্যবসায় পুরনো খিলাড়ি। উদ্ধার ২০০ রাউন্ড কার্তুজ। ৬টি স্টার লোগোর সেভেন এমএম পিস্তল ও নগদ টাকাও উদ্ধার হয়েছে। নৈহাটি রোড ধরে পিছু নিয়ে অশোকনগরের ৮ নম্বর এলাকায় এসে মহিলাকে পাকড়াও করে সিআইডি। জানা যাচ্ছে, ওই মহিলার নাম পূজা বিশ্বাস। তদন্তে জানা গিয়েছে, অস্ত্র বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসতেন। উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে তিনি সেই অস্ত্র পৌঁছে দিতেন। এর আগেও ২০২৩ সালে পূজা বিশ্বাস দত্তপুকুর থানার বাসের মধ্যে থেকে ধরা পড়েন। সে সময়েও তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছিল। গ্রেফতারির পর জেলেও খাটেন। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সেই একই কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। তদন্তে এও পুলিশ জানতে পেরেছে, পূজা তাঁর বর্তমান স্বামী নীলরতনের নির্দেশে অস্ত্র নিয়ে আসতেন। তিনি গোপালনগর থানার কোনও এক চত্বরে থাকেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা চালান। অভিযোগ, কাপড়ের ব্যবসার আড়ালেই তিনি অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরও খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। কারণ তাঁর কাছ থেকেই জানা যাবে, এই অস্ত্র কোথায় পাচার করা হচ্ছিল? জানা যাচ্ছে, আগেরপক্ষের সঙ্গে পূজা বিবাহ বিচ্ছেদের পরই মেয়ের বিয়ে দেন। আর তারপর গত চার পাঁচ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন তিনি। বর্তমান স্বামী অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে তদন্তকারীরা আপাতত জানতে পেরেছেন। পূজা 'ক্যারিয়ার' হিসেবে কাজ করতেন। তদন্তকারীরা জানতে পারছেন, মূলত বাংলাদেশে অস্ত্র পাচার করেন পূজা। এর আগে গ্রেফতারির পর পূজার থেকে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বনগাঁ একেবারে সীমান্ত লাগোয়া এলাকার এক অস্ত্র ব্যবসায়ীর ক্যারিয়ার হয়েই কাজ করেন পূজা ও তাঁর স্বামী। জানা যাচ্ছে, বিহারের মুঙ্গের থেকে অস্ত্র নিয়ে আসে, তারপর সড়কপথেই তা বাংলাদেশে পাচার করা হত। এর সঙ্গে একটা বড় আন্তঃ রাজ্য পাচারচক্র জড়িত বলে জানা যাচ্ছে।

পেট্রলের মধ্যে জল, পেট্রল পাম্পের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ জুলাইঃ পাম্প থেকে তেল ভরে যাচ্ছেন। কিন্তু তারপর থেকেই গাড়িতে কেমন যেন সমস্যা। মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বাইক-স্কুটি-গাড়ি। কিংবা বিকট আওয়াজ বের হচ্ছে। ইঞ্জিন থেকে বেরোচ্ছে অদ্ভুত শব্দ। একাধিক যান্ত্রিক গোলযোগ। এলাকার বাইক-স্কুটি মেরামতির গ্যারেজে জমতে থাকছে ভিড়। সবক্ষেত্রেই একটা সাধারণ সমস্যা। গাড়ির ইঞ্জিনে নাকি জল পাওয়া যাচ্ছে। এলাকার অনেকের সঙ্গেই এরকম হতে থাকে, তাতেই সন্দেহ বাড়ে। যে পাম্প থেকে তেল নেওয়া হয়েছিল, সেখানে ভিড় জমাতে থাকেন গ্রাহকরা। তাতেই উঠে আসে বিস্ফোরক তথ্য। পেট্রোলের সঙ্গে জল মেশানোর অভিযোগ! গ্রাহকদের তুমুল বিক্ষোভের জেরে বন্ধ এগরার পেট্রল পাম্প। পেট্রোলের সঙ্গে জল মিশিয়ে বিক্রি করার গুরুতর অভিযোগ উঠল এগরা ১ ব্লকের কৌড়দা এলাকার 'পাল ফিলিং স্টেশন' নামে একটি পেট্রল পাম্পের বিরুদ্ধে। ভেজাল পেট্রোল ব্যবহারের ফলে একাধিক গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে বলে দাবি স্থানীয় গ্রাহকদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতে পাম্প চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অনির্দিষ্টকালের জন্য পাম্পটি বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই পেট্রল পাম্প থেকে তেল নেওয়ার পর অনেক গ্রাহকই তাঁদের গাড়িতে যান্ত্রিক গোলযোগ লক্ষ্য করছিলেন। মেকানিকের কাছে গাড়ি নিয়ে গেলে জানা যায়, তেলের ট্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে জল রয়েছে, যার জেরে ইঞ্জিনের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভ জমতে শুরু করে এলাকায়। শনিবার ওই পেট্রল পাম্পে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। পাম্পের কর্মীদের ঘিরে ধরে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গ্রাহকদের অভিযোগ, অধিক মুনাফা লাভের আশায় দিনের পর দিন ধরে পেট্রোলের সঙ্গে জল মিশিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করা হচ্ছিল। বিক্ষোভের জেরে পাম্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। যদিও ফিলিং স্টেশনের মালিক মানিক লাল পালের দাবি, ''তেলের গুণগত মানেকোনও কারচুপি করা হয়নি। কোম্পানি এমনি পেট্রল দিচ্ছে। আমাদের কোনও দোষ নাই।'' ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানেপৌঁছয় এগরা থানার বিশাল বাহিনী। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন তাঁরা। এলাকায় নতুন করে যাতে কোনও আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, তার জন্য এগরা থানার পুলিশের তরফে আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য ওই পেট্রল পাম্পটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বৃষ্টি তারকেশ্বরে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৯ জুলাইঃ যদিও মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে প্রতি সোমবার হেলিকপ্টার থেকে তারকেশ্বরে আগত ভক্তদের উপর করা হবে পুষ্প বৃষ্টি। শনিবার থেকে শুরু হয়েছে শ্রাবণী মেলা চলবে এক মাস ধরে। শেওড়াফুলি বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট সহ গঙ্গার ঘাট গুলো থেকে গঙ্গার জল নিয়ে বাঁক কাঁধে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। জল, চিকিৎসা নিরাপত্তা তিন দিকেই জোর দিয়েছে প্রশাসন। হর হর মহাদেব ধ্বনিতে ভরে উঠবে শ্রাবণের তারকেশ্বর। এবারের মেলাকে ঘিরে প্রশাসনের প্রস্তুতি চোখে পড়ার মতো। এবার প্রায় এক কোটি পুণ্যার্থী আসবেন বলে মনে করছে জেলা প্রশাসন। শনিবার থেকেই বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে পুণ্যার্থীরা জল নিয়ে রওনা দিয়েছেন। ঘাটে স্নানের জন্য জলের মধ্যে ব্যারিকেড সহ বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঙ্গার ১৪টি ঘাটে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার থেকে ঘাটে আর ১০ টাকা করে তীর্থকর নেওয়া হবে না। প্রতি ৫ কিমি অন্তর স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছে।

শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি রাস্তায় থাকবে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা, মজুত থাকবে সব রকম ওষুধ। শ্রীরামপুর নগার পিয়ারাপুরে মনিকমল হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অসুস্থ হলে দ্রুত পাঠানো হবে সেখানে। বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পাওয়া যাবে ২৪ ঘণ্টা। অন্যদিকে তারকেশ্বরে নির্মাণ করা হয়েছে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি মিনি হাসপাতাল যেখানে আইসিইউ সমতুল্য মিলবে চিকিৎসা পরিষেবা। ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে গঙ্গায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা। প্রয়োজন হলে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়। কয়েকদিন আগে বেনারস থেকে পুরোহিত এনে গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় রবিবারই হেলিকপ্টার থেকে তারকেশ্বরে পুষ্প বৃষ্টি হয়। তারকেশ্বরের রাস্তায় চন্দননগরের আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। তারকেশ্বরে দুধ পুকুরে লেজার লাইট এন্ড সাউন্ড দেখতে পাবেন পূন্যার্থীরা। গত বারের তুলনায় গঙ্গার ঘাটগুলিকে আরও আধুনিকীকরণ করায় পুণ্যার্থীরা বেশ খুশি। রাস্তায় কড়া নিরাপত্তা ও ট্রাফিক বিধি চালু করা হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের তরফেও নেওয়া হয়েছে কড়া ব্যবস্থা। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বাইক চালিয়েই বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোড পরিদর্শন করেন হুগলি গ্রামীন পুলিশ সুপার কুনওয়ার ভূষণ সিং। শ্রাবণ মাস জুড়ে প্রতি শনিবার সকাল ১০টা থেকে সোমবার দুপুর ২টা পর্যন্ত বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর ১২ নম্বর রুটে সমস্ত ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ। বাইক চলাচলও নিষিদ্ধ থাকছে ওই রাস্তায়। দ্রুত পৌঁছানোর জন্য বাইক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন। প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে গাইড ম্যাপ দেওয়া হবে। তাতে লেখা থাকবে কোথায় পানীয় জল, শৌচালয় ও চিকিৎসা কেন্দ্র। শনি, রবি ও সোমবার সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। তাই এই দিনগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। ছোট গলির সবজি বিক্রেতাদের সকাল ৯টা পর্যন্ত বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

যাত্রীবাহী বাস-বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু দুই যুবকের, মন্তেশ্বরে শোকের ছায়া

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ জুলাইঃ পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লকের মধ্যমগ্রাম এলাকায় রবিবার এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। মেমারি-মালডাঙা রোডে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর। মৃতদের নাম মুস্তাকিম শেখ ও মমিন শেখ। তাদের বাড়ি মন্তেশ্বরের বরণডালা গ্রামে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি যাত্রীবাহী বাস কুসুমগ্রাম

থেকে মেমারির দিকে যাচ্ছিল। একই সময়ে বিপরীত দিক থেকে, অর্থাৎ মেমারি থেকে কুসুমগ্রামের দিকে দ্রুতগতিতে আসছিল একটিমোটরবাইক। মধ্যমগ্রামের 'মা অভয়া রাইস মিল'-এর সামনে এসে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সংঘর্ষের অভিঘাত ছিল অত্যন্ত তীব্র। ধাক্কার জেরে মোটরবাইকের দু'জন আরোহী রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং খবর দেওয়া হয় মন্তেশ্বর থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও খালাসি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে এবং পলাতক চালক ও খালাসির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এই দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ মেমারি-মালডাঙা রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। রাস্তার দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও মোটরবাইক সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত গতিতে মোটরবাইক চালানোর কারণেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। আবারও এই দুর্ঘটনা মনে করিয়ে দিল, সড়কে সামান্য অসতর্কতা কিংবা অতিরিক্ত গতি মুহূর্তের মধ্যে কেড়ে নিতে পারে একাধিক প্রাণ। তাই ট্রাফিক আইন মেনে নিরাপদ গতিতে যানবাহন চালানোই দুর্ঘটনা এড়ানোর অন্যতম প্রধান উপায়।

বালুরঘাটে শুরু হয়ে গেল কেন্দ্রের 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ'-এ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৯ জুলাইঃ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬৬টি গ্রামকে 'ভাইব্র্যাট ভিলেজ' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলির সামগ্রিক পরিকাঠামো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সীমান্তের এই সব গ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রায় তিনশো কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে মূলত চারটি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রথম হল রাস্তা। দ্বিতীয় বিদ্যুৎ, তৃতীয় টেলিকম এবং ইন্টারনেট পরিষেবায়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির দিকেও জোর দেওয়া হবে। প্রশাসনের এমন ঘোষণায় খুশি সীমান্তের মানুষজন। সম্প্রতি, বালুরঘাট ব্লক অফিস ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়, তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু। বিডিও অফিসের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিডিও সোহম চৌধুরী ও বিএসএফের প্রতিনিধিরা। এছাড়াও জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বালা সুব্রহ্মণ্যম টি, অতিরিক্ত জেলা শাসক এজাজ আহমেদ, সুব্রত মহন্ত সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বৈঠকে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে প্রকল্পের কাজ কীভাবে দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

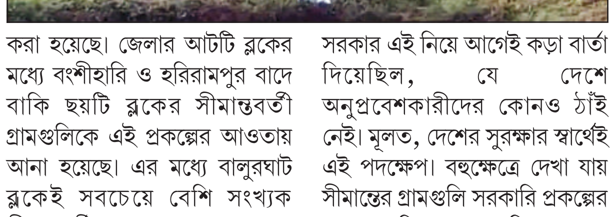

করা হয়েছে। জেলার আটটি ব্লকের মধ্যে বংশীহারি ও হরিরামপুর বাদে বাকি ছয়টি ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে বালুরঘাট ব্লকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সীমান্তবর্তী গ্রাম রয়েছে। প্রসঙ্গত, অতীতে সীমান্ত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে এই এলাকাগুলিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হলেও, দীর্ঘদিন ধরে সেই প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ ছিল বাংলায়। সরকারের পালাবদলের পর এবার সীমান্তের গ্রামগুলির উন্নয়ন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কী কী উন্নয়ন করা হবে? (১) সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা। (২) আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াতে পর্যটন শিল্পের বিকাশের উপর জোর। হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্কুল, পাকা-রাস্তা তৈরি। বাংলার অন্যতম সমস্যা অনুপ্রবেশ। কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়ে আগেই কড়া বার্তা দিয়েছিল, যে দেশে অনুপ্রবেশকারীদের কোনও ঠাঁই নেই। মূলত, দেশের সুরক্ষার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় সীমান্তের গ্রামগুলি সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। উন্নয়নের লাভ তারা ওঠাতে পারে না। সেই কারণেই সীমান্তের দিকে এবার নজর কেন্দ্রের। এর আগে এই ভাইব্র্যান্ট ভিলেজের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে মালদহ। এবার শুরু হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুরে।

OFFICE OF THE PRADHAN
AMGACHIA GRAM PANCHAYAT
BISHNUPUR – I PANCHAYAT SAMITY
VILL – KRISHNARAMPUR, P.O.- AMGACHIA, DIST.- SOUTH 24 PGS

NOTICE OF INVITING e-TENDER

Applications are invited from bona fide contractors/agencies through **e-Tender Nos. 219/AGP/TN/2026, 220/AGP/TN/2026, 221/AGP/TN/2026, 222/AGP/TN/2026 and 223/AGP/TN/2026,** published on **17.07.2026** under the CFC Fund. The last date for submission of bids is **27.07.2026** and **28.07.2026,** respectively (up to the specified time on the e-Tender portal). The e-Tenders will be opened on **29.07.2026** and **30.07.2026**, respectively. For detailed information and tender documents, please visit - **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Pradhan**
Amgachia Gram Panchayat

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৪২৩০ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৪৪৯২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ইমেল আইডিঃ investors@adinathbio.com, ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com
ফোন নংঃ +৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৮

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি - ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেডের ৪৫তম (পঁয়তাল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের ('ওএভিএম') সাহায্যে ২০২৬ সালের ২৫শে আগস্ট, মঙ্গলবার দুপুর ২:০০টায় অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং সেই সাথে এমসিএ-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৯/২০২৪ ও ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫ (যাকে একত্রে ''এমসিএ বিজ্ঞপ্তি'' বলা হয়েছে) এবং এসইবিআই-এর ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133-এর আলোকে ৪৫তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যসূচি বা বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি / ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদের কাছেই ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এজিএম-এ বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হবে। পূর্বের মতোই, কোম্পানি সকল সদস্যের জন্য ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর সাহায্যে এই এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং বা সভার চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি আপনার ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি / ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত থাকে, তবে এজিএম-এ বিজ্ঞপ্তি, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য আপনার নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে। যদি আপনি এখনও কোম্পানি / ডিপোজিটরির কাছে আপনার ই-মেইল আইডি নিবন্ধন না করে থাকেন, তবে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর লগ-ইন তথ্য পাওয়ার জন্য আপনার ই-মেইল আইডি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ভৌত ধারণ	ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট-মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে info@adroitcorporate.com ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান। অনুরোধের সাথে ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনের ও পেছনের অংশ), প্যান (স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান কপি) এবং আধার (স্ব-প্রত্যয়িত আধার কার্ডের স্ক্যান কপি) প্রদান করুন। **অনুগ্রহ করে মঙ্গলবার, ১৮ই আগস্ট, ২০২৬ বা তার আগেই এই তথ্য আপডেট করুন।**
ডিম্যাট ধারণ	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আপনার ইমেইল ঠিকানাটি নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে ১৮ আগস্ট, ২০২৬ মঙ্গলবার বা তার আগেই এই তথ্যটি আপডেট করুন।**

আর্থিক বছর ২০২৫-২০২৬-এর জন্য ৪৫তম এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.adinathbio.com-এও পাওয়া যাবে এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, www.cse-india.com কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল কুমার
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
ডিআইএনঃ (০৭৭৭৭৩৫১)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৮.০৭.২০২৬

এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
সিআইএন নং. ইউ৭৪৯৯৯ডিএল২০০২পিএলসি১১৭০৫২
এ-২৭০, ১ম এবং ২য় তল, ডিফেন্স কলোনি, নয়া দিল্লি - ১১০ ০২৪, ভারত
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ওয়েবসাইটঃ www.alchemistarc.com

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক সম্পদ সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং জামানত স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীন)

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার / এআরসি)-যিনি ৩০.০৯.২০২৫ **তারিখের একটি ঋণ হস্তান্তর চুক্তি**-এর মাধ্যমে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর নিকট হতে নিম্নবর্ণিত ঋণ হিসাবসমূহ অধিগ্রহণ করেছেন-তিনি **SARFAESI আইন ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-এর প্রতি **দাবি নোটিশ** জারি করেছেন উক্ত নোটিশ(সমূহ) প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট তাঁদের সমুদয় দায়ভার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, জামানতকৃত পাওনাদার কোনো প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই-জামানতকৃত সম্পদসমূহের দখল গ্রহণসহ-আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনস্থ সকল বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগের অধিকারী হইবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)	মূল্য বাকি (টাকা)	১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ	নিরাপত্তাধীন সম্পদের বিবরণ	নির্ধারিত তারিখ
১.	PR00912640	মেসার্স তিরুপতি জুয়েলারি সুপর্ণা সাউ উপানন্দা সাউ	টাকা ২,৮২,৪৫১/- (দু'লক্ষ বিরাশি হাজার চারশো একান্ন টাকা মাত্র)	৫ই মে, ২০২৬	এখানে অবস্থিত সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল গ্রাম, পোস্ট অফিস- উত্তর ঝাপোরদহ, শ্রীকৃষ্ণ ভবন, থানা-ডোমজুর হাওড়া, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রামানাথবাটি, পান্তিহাল, হাওড়া, রামপুর খেলার মঠ, পিন-৭১১৪১৫।	৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫

উপরে উল্লিখিত অর্থরাশি প্রতিটি হিসাবের বিপরীতে নির্দেশিত নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য এর সাথে অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক মাশুল, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহও পরিশোধ করতে হবে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)-কে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্বলিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ(সমূহ)-বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ বা অন্য কোনো উপায়ে-হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা যাবে না।
ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণের অবগতির উদ্দেশ্যে, SARFAESIআইন, ২০০২-এর বিধানাবলি মেনে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হলো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে নিম্নলিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ করুনঃ
ফোনঃ ০১১-৪৬৫৬২৫৮৪ **ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com**

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
এ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(Alchemist XLVII Trust-এর ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত) জামানতযুক্ত পাওনাদার

তারিখঃ ২০.০৭.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

ACRE
MAKING ASSETS WORK

অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড
ইউনিট নং. ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস্, প্লট নং. সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বইঃ ৪০০০৫১

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবিনামা

এসিআরই-এআরসি অ্যাসাইনার-এর কাছ থেকে SARFAESI আইন, ২০০২-এর ৫ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার সমস্ত আর্থিক সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ অধিগ্রহণের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং আর্থিক নথিপত্র ও জামানত সংক্রান্ত শর্তানুসারে আর্থিক সম্পদ হস্তান্তর-এর ভিত্তিতে ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার সময়, এসিআরই-এআরসি ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সমস্ত অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ অর্জন করেছে। এর ফলে, ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে এসিআরই-এআরসি এখন অ্যাসাইনার-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তারা ঋণ সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থ আদায় ও সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	এসিআরই ট্রাস্ট	পোর্টফোলিও	বরাতের তারিখ	ঋণগ্রহীতার নাম	ধারা ১৩(২)-এর অধীন দাবিনামার তারিখ ও দাবিনামার অর্থ
১.	PR01075677	এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১	এসবিএফসি	২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬	কাজল জুয়েলার্স (ঋণগ্রহীতা) প্রমীলা (সহ-ঋণগ্রহীতা) মাধব কয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১৯শে মে, ২০২৬ ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৭,৩৩,১১৫/- টাকা
বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ মৌজা- পঞ্চপাড়া, জে.এল. নং- ৩১, তৌজি নং- ৬, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৪৪/১, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ৪৯১, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-র অন্তর্গত প্রায় ৭৪০.৯৫ বর্গফুট আয়তনের (নিচতলা) সম্পত্তি। **সীমানাঃ** পূর্বে-মহিউদ্দিন ঢালীর জমি পশ্চিমে-মালিকের জমি উত্তরে-সাহেব আলী শেখের জমি দক্ষিণে-হালিম হায়দারের জমি।						
২.	PR01121911	এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১	এসবিএফসি	২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬	বিচিত্রা বুটিক অ্যান্ড শাড়ি সেন্টার (ঋণগ্রহীতা) চৈতন্য কুমার নাম (সহ-ঋণগ্রহীতা) শিল্পী নাম (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১৯শে মে, ২০২৬ ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৫,১৮,৫৪৮/- টাকা
বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ উত্তর ২৪-পরগনা জেলার দত্তপুকুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত দত্তপুকুর থানার (পূর্বতন বারাসাত থানা) অধীন জয়পুল মৌজায় (জে.এল. নং ১২৬, আর.এস. নং ২১৩, তৌজি নং ১৪৬) অবস্থিত জমি ও সম্পত্তি-যার পরিমাণ প্রায় ৪ শতক এবং যার ওপর প্রায় ২০০ বর্গফুট আয়তনের টিনের ছাউনিযুক্ত কাঠামো রয়েছে। সম্পত্তিটি আর.এস. খতিয়ান নং ৪৭৪ ও এল.আর. খতিয়ান নং ১২২৪১-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৯-এর অংশবিশেষে। **সীমানাঃ** উত্তরে-বলাই রায়ের জমি দক্ষিণে-দৌলত হোসেন ও অন্যান্যদের জমি পূর্বে-৪ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা পশ্চিমে-দৌলত হোসেন ও অন্যান্যদের জমি।						

নোটিশ জারির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিশটি ধারা ১৩(১৩)-এর আওতাভুক্ত যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা সম্পত্তিটি যেন কোনোভাবেই বিক্রি, ইজারা বা হস্তান্তর করা না হয়।

তারিখঃ ২০ জুলাই, ২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা- অনুমোদিত অফিসার
অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (SWM-II), KMC** invites e-tender online percentage two bid systems for following works:

1. NIT No. : SWM-II/DH/2nd/54/2025-26
Tender ID : 2026_KMC_1032925_1
Name of work : **Running maintenance with supply of spare parts for TATA 1613, BS-III of Dhapa Garage under SWM-II.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,358.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **10 Days**.

2. NIT No. : SWM-II/DH/2nd/54/2025-26
Tender ID : 2026_KMC_1032925_2
Tender Title : SWM-II/DH/2nd/55/2025-26
Name of work : **Thorough repairing of cabin & load body of the Tipper Truck with Painting of Vehicle No.: WB-03C-9739 (TATA-LPT 1613/42) under Dhapa Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs. 1,83,305.00**. Earnest Money : **Rs. 3,700.00**. Period of Completion : **15 Days**.

3. NIT No. : SWM-II/DH/03/2026-27
Tender ID : 2026_KMC_1032881_1
Name of work : **Procurement of spare parts of hopper tipper dumper of Vehicles No. WB07K-0860, WB07K-0861, MAKE-TATA, MODEL-SIGMA 1923K of Dhapa Garage under SWM-II.** Estimated Amount : **Rs. 1,97,784.00**. Earnest Money : **Rs. 3,960.00**. Period of Completion : **15 Days**.

4. NIT No. : SWM-II/DH/03/2026-27
Tender ID : 2026_KMC_1032881_2
Tender Title : SWM-II/DH/04/2026-27
Name of work : **Procurement of spare parts of Vehicle No. WB03C 9718 (TATA 1613, BS III)of Dhapa Garage, SWM-II.** Estimated Amount : **Rs. 1,90,107.00**. Earnest Money : **Rs. 3,810.00**. Period of Completion : **15 Days**.

5. NIT No. : SWM-II/DH/03/2026-27
Tender ID : 2026_KMC_1032881_3
Tender Title : SWM-II/DH/05/2026-27
Name of work : **Supply, fitting, fixing of spare parts of Vehicles (Tipper Truck) No. WB 03C 9739 & WB 03C 9748 (TATA-1613, BS-III) under Dhapa Garage / SWM-II.** Estimated Amount : **Rs. 1,97,488.00**. Earnest Money : **Rs. 3,950.00**. Period of Completion : **15 Days**.

6. NIT No. : SWM-II/DH/03/2026-27
Tender ID : 2026_KMC_1032881_4
Tender Title : SWM-II/DH/58/2025-26
Name of work : **Supply, fitting and fixing of spare parts for Leyland (1619, BS-IV) of Dhapa Garage under SWM-II.** Estimated Amount : **Rs. 1,97,352.00**. Earnest Money : **Rs. 3,950.00**. Period of Completion : **10 Days**.

7. NIT No. : SWM-II/SRC/2nd/39/2025-26
Tender ID : 2026_KMC_1032966_1
Name of work : **Procurement of miscellaneous items at SRC/Chingrihata Garage under SWM-II.** Estimated Amount : **Rs. 1,96,709.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **5 Days**.

8. NIT No. : SWM-II/SRC/2nd/23/2025-26
Tender ID : 2026_KMC_1032975_1
Name of work : **Repairing & maintenance of plumbing and sanitary work with other allied MS structural work at SRC/Chingrihata Garage under SWM-II.** Estimated Amount : **Rs. 2,52,397.00**. Earnest Money : **Rs. 5,100.00**. Period of Completion : **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.07.2026** up to **1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **18.07.2026 (1 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 8).

9. NIT No. : KMC/SWM-II/E/26-27/06
Name of work : **Replacement of damaged glow sign board along with necessary wiring at near Ultadanga PS., 11/1, Canel East Rd., 227, Bagmari Rd., Bedon St., 48, Canal East Rd. Bagmari Road (CIT Market), etc. Compactor Stations under SWM Dept. KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,98,354.20**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **25 Days**.

10. NIT No. : KMC/SWM-II/E/26-27/07
Name of work : **Repairing & replacement of damaged wirings, lights, fans, panel, etc. along with allied electrical works at Chatu Babu Lane, Kapalitola, Washing Dock Andhazi Md. Mohasin Square Compactor Stations in Br-VI area under SWM/KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,96,207.05**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **25 Days**.

11. NIT No. : KMC/SWM-II/E/26-27/08
Name of work : **Repairing & replacement of damaged wirings, lights, fans, panel, etc. along with allied electrical works at Lime Street, Camac Street, Atalsur Rd., Rawdon Street and Matheswartala Compactor in Br-VII area under SWM/KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,98,412.57**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **25 Days**.

12. NIT No. : KMC/SWM-II/E/26-27/09
Name of work : **Replacement of glow sign board along with necessary wiring at Jodhpur Park, Golf Green, Jorabagan, 9, Poultry Vat, Wireless Vat, Katjunagar, Jadavpur University and 28, Deshpran Shasmal Rd. Compactor Stations under SWM Department KMC.** Estimated Amount : **Rs. 2,98,368.14**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **15 Days**.

13. NIT No. : KMC/SWM-II/E/26-27/10
Name of work : **Repairing & replacement of damaged wirings, lights, fans, panel, etc. along with allied electrical works at Narendev Park, Cossipur Road and Belgachai Road Compactor Stations in Br-I area under SWM/KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,97,831.99**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **30.07.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 9 to 13). The bid forms and other details are available on and from **21.07.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 9 to 13). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 9 to 13).

243/26-27

ওয়াংচুকের আন্দোলন ঘিরে জাতীয় স্তরে চর্চা

সোনম ওয়াংচুকের লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি গীতাঞ্জলি আংমো

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলন ঘিরে যখন জাতীয় স্তরে জোর চর্চা চলছে, তখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো। দীর্ঘদিন ধরেই সোনমের ব্যক্তিগত ও সামাজিক লড়াইয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় সহযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত গীতাঞ্জলি। সাম্প্রতিক অনশন কর্মসূচির সময়ও স্বামীর পাশে থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ রাখার পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। অনেকের কাছেই গীতাঞ্জলি আজ সোনম ওয়াংচুকের লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান শক্তি। সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হলেও, গীতাঞ্জলি আংমো নিজস্ব পরিচয়ে একজন শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং দক্ষ প্রশাসক। ওড়িশার বালেশ্বরে একটি পাঞ্জাবি পরিবারে জন্ম তাঁর। শিক্ষাজীবনে তিনি ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ভুবনেশ্বরের জেভিয়ার ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে প্রায় ছয় বছর কর্পোরেট সংস্থায় কাজ করলেও পরবর্তীতে সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার লক্ষ্যেই সেই পেশা ছেড়ে দেন। শিক্ষা ও সমাজসেবার পাশাপাশি গীতাঞ্জলির ব্যক্তিত্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। তিনি ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতাতেও সাফল্য অর্জন

করেছেন। শুধু মার্শাল আর্ট নয়, শাস্ত্রীয় নৃত্য ওডিশি এবং রাশিয়ান ব্যালেতেও তাঁর দক্ষতা সমানভাবে প্রশংসিত। এই বহুমাত্রিক প্রতিভাই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে। ২০১৭ সালে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে মিলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অলটারনেটিভস, লাদাখ'। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য পাহাড়ি অঞ্চলের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিকল্প ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা, পরিবেশ এবং দৈনন্দিন সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমানে গীতাঞ্জলি HIAL-এর সিইও এবং ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক উদ্ভাবনী উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২২ সালে নীতি আয়োগের ' ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া' সম্মানে ভূষিত হন গীতাঞ্জলি। কর্মব্যস্ত জীবনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চর্চার প্রতিও তাঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, তিনি নিয়মিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। জানা যায়, একটি শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে প্রথম পরিচয় হয়েছিল সোনম ওয়াংচুক ও গীতাঞ্জলির। সেই পরিচয় ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব, পরে ভালোবাসায় রূপ নেয়। পরবর্তীতে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং শিক্ষা ও সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে একসঙ্গে কাজ শুরু করেন। সম্প্রতি সোনম ওয়াংচুকের দীর্ঘ অনশন এবং তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের আলোচনায় উঠে এসেছেন গীতাঞ্জলি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সোনম এখনও অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কেবল লবণ মেশানো জল পান করছেন। তাঁর অভিযোগ, হাসপাতালে সোনমের যথাযথ চিকিৎসা করা হচ্ছে না শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়েছে। গীতাঞ্জলি আরও দাবি করেন, হাসপাতালের দেওয়া কিছু মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে তাঁদের সংশয় রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সোনমের শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা এক দিনের ব্যবধানে অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ার যে তথ্য হাসপাতাল জানিয়েছে, তা তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাই চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি বাইরের একটি স্বীকৃত ল্যাবরেটরিতে করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এই ঘটনার পর সোনমের শারীরিক অবস্থা এবং তাঁর চিকি১সা ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

দেওঘর ও বারহনির মধ্যে শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেন

মালদা, ১৯ জুলাই, ২০২৬শ্রাবণী মেলা চলাকালীন যাত্রীদের অতিরিক্ত ভি। সামাল দিতে, রেলওয়ে বারহনি ও দেওঘরের মধ্যে একটি অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৫০২৮ বারহনি - দেওঘর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল (অসংরক্ষিত) ট্রেনটি ২৮.০৭.২০২৬ থেকে ২৯.০৮.২০২৬ পর্যন্ত (মোট ৩৩টি ট্রিপ) প্রতিদিন ১৫.২০-এ বারহনি থেকে ছা।বে এবং পরদিন ১৩.০০-এ দেওঘরে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর, বারাহাট ও বাঁকা স্টেশনে থামবে।০৫০২৭ দেওঘর - বারহনি শ্রাবণী মেলা স্পেশাল (অসংরক্ষিত) ট্রেনটি ২৯.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬ পর্যন্ত (মোট ৩৩টি ট্রিপ) প্রতিদিন ১৮.৪৫-এ দেওঘর থেকে ছাঙবে এবং পরদিন ১৫।৫- এ বারহনিতে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন বাঁকা, বারাহাট, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ ও মুঙ্গের স্টেশনে থামবে।

আরামবাগে কংগ্রেসের পথসভা, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ

আরামবাগ , ১৯ জুলাই (হি.স.)ঃ ২১ জুলাই শহীদ দিবসের সমর্থনে রবিবার আরামবাগের নেতাজী স্কয়ারে পথসভার আয়োজন করল কংগ্রেস। সভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিনের পথসভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা সুশীল সাঁতরা, ভবানীপ্রসাদ দে-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। সভায় বক্তারা গণতন্ত্র রক্ষা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনস্বার্থে আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশের সাংবিধানিক মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁরা কেন্দ্রের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। একুশে জুলাই শহীদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তারা বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামের স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনেও মানুষের স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। পথসভাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মনে করা হচ্ছে বা এটা বলা যায় রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকরা মনে করছেন এবারে কংগ্রেসেরও ২১ শে জুলাই-র সবাতে ভীড় উপছে পড়বে।

স্বীকৃতির আগেই কেন

১-র পাতার পর- সাংসদেরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহুয়া মৈত্র স্পষ্ট প্রশ্ন তোলেন, স্পিকার এখনও এই ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের নতুন দলে মিশে যাওয়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেননি। তাঁদের আলাদা বসার জায়গা দেওয়া হলেও সংসদে কোনও পৃথক ঘর বরাদ্দ করা হয়নি। তাহলে কোন নিয়মে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী তাঁদের সর্বদল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালেন? এই অনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই তাঁরা বৈঠক বয়কট করেছেন বলে জানান এবং পাশে থাকার জন্য অন্য বিরোধী দলগুলোকে ধন্যবাদ দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ। তাঁর সেই বক্তব্য শেয়ার করে লোকসভায় বিরোধী ঐক্যের বার্তা তুলে ধরেছেন তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, স্পিকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসার আগেই যেভাবে দলত্যাগীদের কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব দিল, তাতেই ক্ষুব্ধ বিরোধী শিবির। আর এই 'এনসিপিআই' বিতর্ককে অস্ত্র করেই যে বাদল অধিবেশনে মোদি সরকারকে চেপে ধরতে চলেছে বিরোধীরা, তা রবিবারের সর্বদল বৈঠকের ছবিতেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

অনশনের ২২ তম দিনে হাসপাতাল

১-র পাতার পর-তাঁদের জানিয়েছিল যে সোনম ওয়াংচুকের শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা ২.৯-এ নেমে গিয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং প্রাণঘাতী হতে পারে। তবে তাঁর অভিযোগ, হাসপাতালের প্রকাশিত স্বাস্থ্য-বুলেটিনে এই নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে, তাঁর পটাশিয়ামের মাত্রা কমছে। আংমোর আরও দাবি, একটি স্বাধীন পরীক্ষাগারে করা পরীক্ষায় সোনম ওয়াংচুকের পটাশিয়ামের মাত্রা ৩.৫ পাওয়া গিয়েছে, যা তাঁদের মতে স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওয়াংচুককে ছুটি দিতে রাজি হয়নি এবং তাঁর পছন্দের কোনও বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতিও দেওয়া হয়নি। গীতাঞ্জলি আংমোর আরও অভিযোগ, হাসপাতালের যে তলায় সোনম ওয়াংচুক ভর্তি রয়েছেন, সেখানে প্রায় ৩০ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, হাসপাতাল চত্বরে ১০০-রও বেশি পুলিশ সদস্য উপস্থিত রয়েছেন। এর ফলে ওয়াংচুকের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের চলাফেরার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিকে তিনি চিকিৎসা নয়, বরং 'অবৈধ আটক' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ''যদি সোনম ওয়াংচুকের কোনও ক্ষতি হয়, তবে তার সম্পূর্ণ দায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকেই নিতে হবে।'' তিনি জানিয়েছেন, সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ার আগেই তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতি চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে জরুরি শুনানির আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের দৈনিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) যন্তর মন্তরে যে অবস্থান আন্দোলন শুরু করে, তাতে সংহতি প্রকাশ করে গত ২৮ জুন থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক। শুক্রবার শেষ রাতে দিল্লি পুলিশ জোর করে তাঁকে তার অনশনমঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়।

মোদিকে চিঠি ডেরেকের

১-র পাতার পর-আনা হলেও, ১৭ এপ্রিল প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তা খারিজ হয়ে যায়। অন্যদিকে, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সংশোধনীর তীব্র বিরোধিতা করে তৃণমূল সাংসদ জানান, লোকসভায় এই বিলটি পাস হলে দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের মতো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গভীর সংকটের মুখে পড়বে। বিশেষ করে বহু দশক ধরে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সেবা করে আসা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি উল্লেখ করেন, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পরিচালিত প্রায় ৫৪ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে প্রতি বছর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের প্রায় ছয় কোটি শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। এই বিলের মাধ্যমে সেবামূলক সংস্থাগুলির ওপর সরকারের অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে, যা দেশের সংবিধানের ১৯ এবং ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে থাকা মৌলিক অধিকারের বিরোধী। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন ও সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত দাতব্য সংস্থাগুলিও এই আইনের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। কোনও তাড়াহুড়ো বা একতরফা সিদ্ধান্ত না নিয়ে, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সংবিধান রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীকে অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়েছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন।

অভিষেকের আমতলার অফিস ভাঙায় স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্টের

১-র পাতার পর-অভিযোগ করেন। তার ভিত্তিতেই জেলা পরিষদ ভাঙার কাজ শুরু হয়। ১৫ জুলাই শুনানির দিন ধার্য ছিল। গত ৮ জুলাই শুনানির জন্য নোটিস পৌঁছয়। মাত্র সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছিল। কোনও নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে মালিককে শুনানির নোটিস দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে মালিকের পরিবর্তে ডিরেক্টরকে দেওয়া হয়েছিল। যুক্তিসঙ্গত সময় দেওয়া উচিত ছিল। সেই সময় দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও শুনানি হয়নি। অভিযোগে কী কী ছিল সেই কপি দেওয়া হয়নি। এমনকি ভাঙার অর্ডার কপি আমাকে দেওয়া হয়নি। কোনও নির্মাণ বেআইনি হলে প্রথমে আমাকে ভাঙার সুযোগ দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয়নি। আইনে উল্লিখিত কোনও কিছু মানা হয়নি। সাধারণ মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজি নাথ মিত্র বলেন, হঠাৎ করে শুনানি হওয়ার কারণে কোনও নির্দেশ আনার সুযোগ পাওয়া যায়নি। গত ১৩ জুন জানানো হয়েছিল কোন আইনের ভিত্তিতে ভাঙা হচ্ছে। ওই নির্মাণের কোনও অনুমোদন ছিল না। সম্পূর্ণ বেআইনি নির্মাণ। এ ভাবে চললে বেআইনি নির্মাণকে উৎসাহিত করা হবে। ছুটির দিনে কোর্ট বসিয়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের নোটিস জমির মালিক জানতেন কি? মামলাটি রেগুলার বেঞ্চে না ওঠা পর্যন্ত আপনাদের থেমে থাকা উচিত নয় কি? এরপর আমতলার অফিস ভাঙার উপর স্থিতাবস্থা বজায় রাখে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত জানায়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে নতুন করে কিছু করা যাবে না। অর্থাৎ, এখন যা অবস্থায় রয়েছে সেটিই বহাল থাকবে। আদালতের নির্দেশের পরই আমতলার অফিস ভাঙার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মামলার তৃণমূলের আবেদন ছিল, ওই ভবন থেকে কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তাঁরা সেখানে লুটপাট চালিয়েছে। যে সব জিনিস নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেগুলি ফেরত দেওয়ার আবেদন করা হয়। কিন্তু, আদালত তৃণমূলের ওই আবেদন নাকচ করে দেয়। বিচারপতি জানান, আপাতত পুলিশের ওই পদক্ষেপে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট।

NAME CHANGE

I, Sahananda Majumdar (Old Name) S/O–Chandra Kanta Majumder resident of Ujirapur Purbapara, Barnriya , Tehatta , Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Sahananda Majumdar to Sahanada Majumder and henceforth I shall be known as Sahanada Majumder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Sahanada Majumder & Sahananda Majumdar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ialam Saikh (Old Name) S/O–Sadhujamal Saikh resident of Vill-Chandnagar Musalmanpara , Po-Mahadia , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742138 do hereby declared that I have changed my name from Ialam Saikh to Ilam Saikh and henceforth I shall be known as Ilam Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/07/2026. My name Ilam Saikh & Ialam Saikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kukumoni Khatun Bibi (Old Name) W/O–Md Razwan Amin resident of Vill & Po-Gangadaspara , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Kukumoni Khatun Bibi to Khukumoni Khatun Bibi and henceforth I shall be known as Khukumoni Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/07/2026. My name Khukumoni Khatun Bibi & Kukumoni Khatun Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Nurul Islam (Old Name) S/O–Mahatab Mia resident of Vill & Po-Gangadaspara , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Md Nurul Islam to Nurul Islam Mia and henceforth I shall be known as Nurul Islam Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/07/2026. My name Nurul Islam Mia & Md Nurul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Murshalim Sk (Old Name) S/O–Khayer Sk resident of Uttar Musalmanpara , Kesadanga , Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my name from Murshalim Sk to Mursalim Sk and henceforth I shall be known as Mursalim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/07/2026. My name Mursalim Sk & Murshalim Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Kalpa Halder (Old Name) S/O–Late Chaitanya Halder resident of Manasati , Duttapulia , Dhantala , Nadia , West Bengal, Pin-741504 do hereby declared that I have changed my name from Kalpa Halder to Kalpataru Halder and henceforth I shall be known as Kalpataru Halder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/07/2026. My name Kalpataru Halder & Kalpa Halder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Rased(old name) S/o- Rafikul Islam residing at Vill. Madhya Boxiganj, P.O. Boxiganj, P.S. Haldibari, Dist-Coochbehar West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Md Rased to Rased Md and henceforth I shall be known as Rased Md(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Mekliganj dated 15/07/2026. Md Rased and Rased Md both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, IDRIS MONDAL alias IDRISH ALI MONDAL alias IDRISH ALI MANDAL alias IDRIS MONDAL (old name) S/o-Late Jaynal Mandal residing at Vill. Saishpur, P.O. Ambikapur, P.S. Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743251 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from IDRIS MONDAL, IDRISH ALI MONDAL, IDRISH ALI MANDAL, IDRIS MONDAL to IDRISH ALI MONDAL and henceforth I shall be known as IDRISH ALI MONDAL(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 23/06/2026. IDRIS MONDAL, IDRISH ALI MONDAL, IDRISH ALI MANDAL, IDRIS MONDAL and IDRISH ALI MONDAL all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nabin Samaddar(old name) S/o-Nimai Samaddar(Old Name) residing at Vill. & P.O. Sanekpur, P.S. Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, PIN-743701 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Nabin Samaddar S/o-Nimai Samaddar to Nobin Samadder S/o Nimai Chandra Samaddar and henceforth I shall be known as Nobin Samadder S/o Nimai Chandra Samaddar (new name) in all purpose and also declare my actual date of birth 11.06.1986 instead of 23.06.1986 vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat, North 24 Parganas dated 10/07/2026. Nabin Samaddar S/o-Nimai Samaddar and Nobin Samadder S/o Nimai Chandra Samaddar all are same and one identical person.

অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু-কাশ্মীর, বন্যা ও ভূমিধসে মৃত অন্তত ১০, নিখোঁজ বহু

জম্মু , ১৯ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে টানা অতিবৃষ্টির জেরে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গত দু'দিনের প্রবল বর্ষণে রাজৌরি, পুঞ্চ-সহ একাধিক জেলা কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। নদীগুলির জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। পাশাপাশি বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে প্রশাসন জানিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জোরকদমে চলছে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ। এদিকে সংকটজনক পরিস্থিতির কারণে দিল্লিতে চলা পূর্ণ রাজ্যের দাবির আঃেদালন আপাতত স্থগিত রেখে শ্রীনগরে ফিরছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। সেই সতর্কবার্তার পরই শুক্রবার থেকে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ, যা শনিবার ও রবিবার আরও তীব্র আকার ধারণ করে। টানা বৃষ্টিতে রাজৌরি, পুঞ্চ, রিয়াসি-সহ একাধিক জেলার নদী ও নালাগুলির জল বিপদসীমার অনেক উপরে উঠে যায়। বিশেষ করে দারহালি, খান্দালি, সুকতোহ এবং জামোলা নদীর জলস্তর আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। রাজৌরির দারহালি নদীর জল বাঁধ ভেঙে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পার্কিং এলাকায় ঢুকে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বহু গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন স্রোতে ভেসে যায়। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা ভেঙে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বহু গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকারী দলগুলির কাজও কঠিন হয়ে উঠেছে। পুঞ্চ জেলায় অতিবৃষ্টির জেরে একাধিক বাড়ি ধসে পড়ে। এই ঘটনায় অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। অন্যদিকে রাজৌরিতে ভূমিধসের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও একজন। এছাড়া বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ১০। প্রশাসনের দাবি, এখনও কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন এবং তাঁদের সন্ধানে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বহু পরিবারকে প্লাবিত এলাকা থেকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য, পানীয় জল এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এখনও বিভিন্ন এলাকায় জল জমে থাকায় ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র সামনে আসেনি। জল নেমে গেলে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব করা সম্ভব হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই দিল্লিতে অবস্থানরত মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জরুরি ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলটির পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে তিনি গত কয়েকদিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে অবস্থান-বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেই কর্মসূচি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি শ্রীনগরে পৌঁছে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। আবহাওয়া দফতর আগামী কয়েকদিনও জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। ফলে নতুন করে বন্যা ও ভূমিধসের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসন ইতিমধ্যেই নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার এবং প্রয়োজন হলে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে পর্যটক ও স্থানীয়দের অপ্রয়োজনে পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াত এড়িয়ে চলার আবেদন জানানো হয়েছে।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার 'কিষাণ মহা'অভিযানের অংশ হিসেবে গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন 'কিষাণ মহা'অভিযানের অংশ হিসেবে ১৮.০৭.২০২৬ তারিখে একটি 'কাস্টমার আউটরিচ প্রোগ্রাম' বা গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচির সফল আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের সম্মানিত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী প্রভাত কুমার সিনহা এবং কলকাতা জোনের জোনাল ম্যানেজার শ্রী মণীশ কুমার ফুলরে উপস্থিত ছিলেন।এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের সমন্বিত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কৃষি ঋণ প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া, সরকারি ভর্তুকি প্রকল্প সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা এবং 'পিএম কিষাণ' -সহ কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের উসাহিত করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।এই শিবিরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, কৃষক এবং গ্রাহকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। 'কিষাণ মহা' কর্মসূচিপ চলাকালীন মোট ৩৫ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরিপত্র বিতরণ করা হয়। প্রধান মঞ্জুরিকৃত ঋণগুলোর মধ্যে ছিল রাইস মিল, চিং।া প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট, 'কিষাণ বাহন', 'কিষাণ ক্রেডিট কার্ড' এবং বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য অর্থায়ন যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।পরিবেশগত সচেতনতা ও টেকসই উন্নয়নের প্রসারে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছিল।গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, যার জন্য 'প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা'এবং 'অটল পেনশন যোজনা'-র মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোকে তুলে ধরা হয়।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবসে নামখানাতে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ জুলাইঃ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষে নামখানা ব্লকের পাতিবুনিয়া উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠ এ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে .একটি অনুষ্ঠান হয়ে . গেল। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ভিরব্যাক ইন্ডিয়া অ্যানিমেল হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড এবং সহযোগিতায় নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। আজকের এই অনুষ্ঠানে দশম শ্রেণীর ৫০ অধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা। ড. বেরা বলেন পুষ্টির জন্য দুধের বিকল্প কিছু নেই। যে কারণে গোপালন এর মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন ও গো নির্ভর জীবন জীবিকা মানুষের ভবিষ্য হতে পারে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিন্দ্য কুমার মন্ডল মহাশয়। উনি বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই অনুষ্ঠানটি খুবই উপযোগী। ভিরব্যাক এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিজনেস এক্সিকিউটিভ শোভন গুচ্ছাইত এবং রাহুল দেবনাথ। নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক রনজিত মন্ডল। আজকের এই অনুষ্ঠান রূপসা বেরার সু ন্দর নৃত্যের মাধ্যমে শুরু হয়। আর ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় ভিত্তিক স্পট কুইজের মাধ্যমে শেষ হয়। সভার শেষে ১০ ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। সকল ছাত্র-ছাত্রীকে মিল্ক চকলেট, পেন দেওয়া হয় সেই সাথে বাড়ির গবাদি পশুর জন্য ক্যালসিয়াম ফিড সাপ্লিমেন্ট তুলে দেয়া হয়। ভিরব্যাক এর পক্ষে শোভন বাবু দুধ উৎপাদনে ভারতবর্ষের উন্নয়ন এবং দুধের বিজ্ঞানসম্মত দিকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুন্দর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

ত্রিধাবিভক্ত তৃণমূলের নেতাকর্মীদেরও ২১ জুলাই শহিদ মিনারে আসার ডাক কংগ্রেসের

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম ঃ বছরের পর বছর ২১ জুলাইয়ের রাজনৈতিক কর্মসূচি কার্যত তৃণমূলের দখলেই ছিল। কংগ্রেসও শহিদ দিবস পালন করলেও তা সীমাবদ্ধ থাকত ছোট পরিসরের স্মরণসভায়। এ বার সেই ২১ জুলাইকেই ফের কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে সামনে আনতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস। কলকাতার শহিদ মিনারে বড় সমাবেশের ডাক দিয়েছে তারা। ঝাড়গ্রাম থেকেও চারটি বিধানসভা এলাকা থেকে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সেই কর্মসূচির কথা জানান প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সদস্য সুব্রত ভট্টাচার্য এবং জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ দে। পাশাপাশি, সুব্রতবাবু তৃণমূলের ত্রিধাবিভক্ত (কালীঘাট তৃণমূল ঋতব্রত তৃণমূল এনসিপিআই তৃণমূল) নেতাকর্মীদেরও ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মহাকরণ অভিযানে পুলিশের গুলিতে নিহত ১৩ জনই ছিলেন যুব কংগ্রেসের কর্মী। সে সময় আমি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং আন্দোলনে পুলিশের লাঠির আঘাতও পেয়েছিলাম। তাঁর দাবি, ২১ জুলাইয়ের প্রকৃত ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এ বার শহিদ মিনারে বড় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সংবিধান রক্ষা, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের প্রতিবাদ, যুবসমাজের ভবিষ্যৎ এবং ১৯৯৩ সালের গুলিচালনার ঘটনায় তকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্ত-সংক্রান্ত নথি প্রকাশের দাবিও ওই কর্মসূচিতে তোলা হবে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ত্রিধাবিভক্ত তৃণমূলের বন্ধুদেরও আহ্বান জানাই, আসুন সবাই মিলে ২১ জুলাই পালন করি। প্রসেনজিৎ দে জানান, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম এবং বিনপুর-জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই একটি করে মোট চারটি বাস কলকাতায় যাবে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকা থেকে অন্তত ৫০ জন করে কর্মী-সমর্থক অংশ নেবেন। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেওয়াল লিখন, পোস্টার, ফ্লেক্স, ব্যানার ও লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, বহু বছর পরে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে ঘিরে জেলা কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ৯ অগস্টের 'দিল্লি চলো' কর্মসূচিতেও ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী-সমর্থক যোগ দেবেন। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি যজ্ঞেশ্বর হেমব্রম, জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দনা দাশগুপ্ত, যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দমনচন্দ্র হাঁসদা, ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অম্বরীশ সিংহ-সহ অন্যান্য নেতারা।

শিলিগুড়িতে ‘স্মার্ট বর্ডার’-এর রূপরেখা দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সীমান্তে প্রযুক্তির কড়া নজর

বিশেষ সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির উপর জোর দিল কেন্দ্র। শনিবার উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির ঝুমাগাছ সীমান্ত চৌকি (বর্ডার আউটপোস্ট বা বিওপি) পরিদর্শনে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সীমান্ত সুরক্ষায় ব্যবহৃত একাধিক দেশীয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রায় ৭৭ কোটি টাকার বিএসএফ পরিকাঠামো প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন তিনি। সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে ‘স্মার্ট বর্ডার’-এর ধারণাকে সামনে রেখে চারস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার কথাও ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শনিবারের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) অধিকর্তা, বিএসএফের মহাপরিচালক-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। ঝুমাগাছ বিওপিতে পৌঁছে প্রথমেই সীমান্তে ব্যবহৃত আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখেন অমিত শাহ। বিএসএফ আধিকারিকেরা তাঁকে বিভিন্ন প্রযুক্তির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল রেডিও-ভিত্তিক ফেন্স ব্রিচ ডিটেকশন সিস্টেম। সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেউ কাটার বা নষ্ট করার চেষ্টা করলেই এই প্রযুক্তি সঙ্গে সঙ্গে তা শনাক্ত করে এবং পূর্বনির্ধারিত সতর্কবার্তা সম্প্রচার করে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করে দেয়। ফলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে নিরাপত্তা মহল।এ ছাড়াও নদী, খাল বা দুর্গম এলাকার মতো জায়গায়, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া টানা কঠিন, সেখানে বসানো ইনফ্রারেড অ্যালার্ম সিস্টেমও পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ব্যবস্থায় অদৃশ্য ইনফ্রারেড রশ্মি ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবার্তা পৌঁছে যায় নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে। সীমান্তের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে নজরদারি আরও কার্যকর করতে এই প্রযুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিএসএফ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়

বসবাসকারী সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের যাতায়াত যাতে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হয়, তার জন্য তৈরি বিশেষ গেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমও ঘুরে দেখেন অমিত শাহ। আধিকারিকদের মতে, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সীমান্তে নিরাপত্তা বজায় রেখেই সাধারণ মানুষের চলাচল আরও সুশৃঙ্খল করা সম্ভব হবে।পরিদর্শনের পাশাপাশি ভার্চুয়াল মাধ্যমে তিনটি বিএসএফ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪৭ কোটি টাকা। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সদ্য অধিগৃহীত জমিতে দুটি সীমান্ত চৌকির জন্য প্রায় ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন সীমান্ত বেড়া নির্মাণ প্রকল্পেরও সূচনা করেন তিনি। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে আরও প্রায় ৩০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এ দিনের ঘোষিত প্রকল্পগুলির আর্থিক মূল্য প্রায় ৭৭ কোটি টাকা। ঝুমাগাছ বিওপিতে 'প্রহরী সম্মেলন'-এ বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে সরাসরি কথাও বলেন অমিত শাহ। তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা, সীমান্তে কর্তব্য পালনের বিভিন্ন সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। পরে সীমান্ত চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের প্রতিটি সীমান্তকে অভেদ্য করে তোলার লক্ষ্যেই কেন্দ্র কাজ করছে। সীমান্ত সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে চারস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় বা ‘ সিকিউরিটি গ্রিড’ গড়ে তোলা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত পরিকাঠামো, দক্ষ জনবল এবং দ্রুত তথ্য আদানপ্রদানের সমন্বয়েই ভবিষ্যতের সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এই ‘স্মার্ট বর্ডার’ প্রকল্পের প্রাথমিক বাস্তবায়ন পশ্চিমবঙ্গ থেকেই শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সীমান্তবর্তী এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই তাঁর দাবি।তিনি আরও বলেন, দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত পরিকাঠামো প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কারণে আটকে রয়েছে, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান এবং তাঁদের পরিবারের কল্যাণেও কেন্দ্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিলিগুড়ি সফরে সীমান্ত-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেন অমিত শাহ। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত নিরাপত্তা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, অনুপ্রবেশ রোধ এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি রাজ্যে নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করার অগ্রগতি এবং জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ ব্যবস্থা নিয়েও পৃথক বৈঠকে পর্যালোচনা করেন তিনি। কেন্দ্রের বক্তব্য, সীমান্ত সুরক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং গোয়েন্দা নজরদারি আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত-সংক্রান্ত অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শনিবারের ঝুমাগাছ সফর সেই বৃহত্তর পরিকল্পনারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

আনন্দ বিহার-লৌখা বাজার গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটির ২৭টি ট্রিপ

গোরখপুর, ১৯ জুলাইঃ জনসাধারণের সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ০৪০১৪০৪০১৩ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-লৌখা বাজার-আনন্দ বিহার টার্মিনাল হয়ে গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটির চলাচলকাল ২৭টি ট্রিপের জন্য বাড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, এই ট্রেনটি ২০২৬ সালের ২০ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে এবং ২১ জুলাই থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত লৌখা বাজার থেকে প্রতিদিন ২৭টি ট্রিপে চলাচল করবে। বর্ধিত সময়কালে, এই ট্রেনটি পূর্বনির্ধারিত রুট, স্টপেজ, সময় এবং রেক গঠন অনুযায়ী চলাচল করবে।

রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ৭৪ সদস্যের ত্রিপুরা কমিটি গঠিত

আগরতলা, ১৯ জুলাই (হি.স.)ঃ রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (আরপিআই)-এর ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ৭৪ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য সভাপতি অনন্ত দেববর্মা নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। তিনি জানান, ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর-এর আদর্শ ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকারকে সমুন্নত রেখে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে কাজ করবে দল।

দলের নতুন রাজ্য কমিটিতে ড্যানিয়েল বরক ও দিলীপ দেববর্মা-কে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সূর্য মনি দেববর্মা এবং প্রমদ দেববর্মা। সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছেন জিতেন্দ্র দেববর্মা ও অর্জুন নমঃ সূত্রধর। এছাড়াও বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্বে মোট ৭৪ জনকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিবনিবাসের উন্নয়নে তারকেশ্বর মডেলের দাবি স্থানীয়দের, আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ার বার্তা বিধায়কের

ছোটন বিশ্বাস,নদীয়া, ১৯ জুলাই ঃ নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়ার ঐতিহাসিক শিবনিবাস মন্দিরকে ঘিরে দীর্ঘদিনের উন্নয়নের দাবি ফের সামনে এল। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান এই শৈবতীর্থে প্রতিবছর লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হলেও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁদের দাবি, তারকেশ্বর মন্দিরকে ঘিরে যেভাবে পরিকল্পিত উন্নয়ন হয়েছে, সেই আদলেই শিবনিবাসের উন্নয়ন হোক। আর এই দাবির মাঝেই শিবনিবাসকে আন্তর্জাতিক মানের ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগের কথা জানালেন কৃষ্ণগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাস। প্রায় আ।াইশো বছরের ইতিহাস বহনকারী শিবনিবাস মন্দির নির্মিত হয় ১৭৫৪ সালে। নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচঃদ্র রায় চূর্ণী নদীর তীরে প্রায় ১২০ ফুট উচ্চতার এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৯ ফুট উচ্চতা ও ২৬ ফুট পরিধির কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গকে স্থানীয়রা এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ বলে দাবি করেন। শুধু ধর্মীয় নয়, বাংলার ঐতিহাসিক ও স্থাপত্য ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শন হিসেবেও পরিচিত এই মন্দির।স্থানীয়দের কথায়, বর্গী আক্রমণের সময় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চূর্ণী নদীর ধারের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠা করেন শিবমন্দির। বর্গীদের ইষ্টদেবতা মহাদেব হওয়ায় তাঁদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই মন্দির নির্মাণ হয়েছিল বলে প্রচলিত বিশ্বাস। পরবর্তীকালে ওই অঞ্চলই 'শিবনিবাস' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।এই মন্দিরের সঙ্গে জ।ড়িয়ে রয়েছে বহু সাধক-সন্ন্যাসীর স্মৃতিও। স্থানীয়দের দাবি, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, মোহনানন্দ মহারাজ, বালানন্দ স্বামী-সহ একাধিক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে এখানে সাধনা ও পূজা করেছেন। ফলে বহু বছর ধরেই শিবনিবাস বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শৈব তীর্থ হিসেবে পরিচিত।বর্তমান জলযাত্রার ইতিহাসও শিবনিবাসকে কেন্দ্র করেই। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৯৬০ সালে এক ভক্তের স্বপ্নাদেশের পর কয়েকজন ভক্ত নবদ্বীপ থেকে গঙ্গাজল এনে শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করেন। সেই ঘটনাই ধীরে ধীরে শ্রাবণ মাসের জলযাত্রার সূচনা করে। বর্তমানে

শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার নদিয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত কাঁধে কাঁভার নিয়ে শিবনিবাসে এসে জল নিবেদন করেন। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা বাড়লেও সেই হারে বাড়েনি পরিকাঠামো। স্থানীয়দের অভিযোগ, পর্যাপ্ত রাস্তা, পানীয় জল, শৌচাগার, বিশ্রামাগার, পার্কিং, আলোকসজ্জা, নিরাপত্তা ও পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় পুণ্যার্থীদের। তাই শিবনিবাসের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের দাবি তুলেছেন তাঁরা। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শিবনিবাসে এসে পূজা দিয়েছিলেন এবং জলও নিবেদন করেছিলেন। তাই এই ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি অবগত। তাঁদের আশা, সরকারের উদ্যোগে শিবনিবাসও আগামী দিনে তারকেশ্বরের মতোই উন্নত ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।এদিকে কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, শিবনিবাসের উন্নয়নের বিষয়টি তিনি বিধানসভায় উত্থাপন করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, কাশী বিশ্বনাথ কিংবা তারকেশ্বর যেমন আজ দেশের অন্যতম ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র, তেমনই শিবনিবাসকেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করে তুলতে চাই। পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় এখানে আধুনিক পরিকাঠামো, সৌন্দর্যায়ন এবং পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, স্থাপত্য এবং ক্রমবর্ধমান ভক্তসমাগম-সব মিলিয়ে শিবনিবাসকে ঘিরে সম্ভাবনা অপরিসীম বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের মতে, পরিকল্পিত সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নদিয়ার এই ঐতিহাসিক শিবক্ষেত্র ভবিষ্যতে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শৈব তীর্থ ও আন্তর্জাতিক মানের ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

চাঁদপাড়ায় মতুয়া মহাসম্মেলনে ঐক্যের বার্তা, ভক্তদের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁদপাড়া, ১৯ জুলাই ঃ উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়ায় মতুয়া ভক্তবৃন্দ ও সুধীজনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও মতুয়া মহাসম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া, হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার, বিধায়ক স্বপন মজুমদার, মতুয়া সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুখেন্দু নাথ গাইন, ভজন গোসাই এবং বহু মতুয়া পণ্ডিত ও গোসাই। আয়োজকদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও দিল্লিসহ দেশের একাধিক রাজ্য থেকে প্রায় ৫০ হাজার মতুয়া ভক্ত ও দলপতি এই সম্মেলনে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে অশোক কীর্তনীয়া তাঁর বক্তব্যে মতুয়া সমাজের ধর্মীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বের উপর জোর দেন। সুখেন্দু নাথ গাইনও মতুয়া সম্প্রদায়ের ঐক্য, মানবধর্ম ও শ্রীশ্রী হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। দিনভর ধর্মীয় আলোচনা, কীর্তন ও ভক্তিমূলক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়। উপস্থিত ভক্তদের মতে, এই মহাসম্মেলন মতুয়া সমাজের ঐক্য ও সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

শ্রীধাম মায়াপুরে ইস্কনের বার্ষিক রথযাত্রায়

খুদে ভক্তদের উচ্ছ্বাসে বিশেষ রথযাত্রা, কীর্তনে মুখর ইস্কন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ১৯ জুলাই ঃ শ্রীধাম মায়াপুরে ইস্কনের বার্ষিক রথযাত্রা উৎসবের অঙ্গ হিসেবে রবিবার অনুষ্ঠিত হল খুদে ভক্তদের বিশেষ রথযাত্রা। ছোট ছোট শিশুদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই শোভাযাত্রাকে ঘিরে সকাল থেকেই ইস্কন চত্বরে ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দেশ-বিদেশ থেকে আগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে উৎসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ইস্কন সূত্রে জানা যায়, এদিন সকাল আনুমানিক সাড়ে ৭টায় সমাধি মন্দির থেকে রথযাত্রার সূচনা হয়। খুদে ভক্তদের টানা রথ হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে ইস্কনের বিভিন্ন প্রাঙ্গণ পরিক্রমা করে। প্রায় দুই ঘণ্টার এই শোভাযাত্রা শেষে সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ রথটি পুনরায় সমাধি মন্দিরে ফিরে আসে এবং সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রার সমাপ্তি ঘটে। রথযাত্রায় শিশুদের পাশাপাশি তাঁদের অভিভাবক, ইস্কনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্তবৃন্দ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দর্শনার্থীরাও অংশ নেন। কীর্তন, ভজন ও ধর্মীয় আবহে পুরো ইস্কন ক্যাম্পাস দিনভর উৎসবের রূপ ধারণ করে। ইস্কনের

জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, প্রতিবছরই শিশুদের জন্য এই বিশেষ রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল ছোটবেলা থেকেই তাদের সনাতন ধর্মীয় সংস্কৃতি, ভক্তি এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার মাহাত্ম্যের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। তাঁর মতে, শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই এই আয়োজনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। উল্লেখ্য, ইস্কনের বার্ষিক রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে একাধিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। খুদে ভক্তদের এই বিশেষ রথযাত্রা সেই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে প্রতিবছরের মতো এ বছরও ভক্তদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

নৈহাটি স্টেশনে বড়সড় সিগনালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ আরও দ্রুত, সময়ানুবর্তী এবং নিরাপদ সফরের প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ নৈহাটি স্টেশন হয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীরা এখন থেকে আরও অনেক বেশি মসৃণ, দ্রুত এবং আরামদায়ক সফরের আশা করতে পারেন! যাত্রী নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির এক বিরাট পদক্ষেপে, পূর্ব রেল সফলভাবে নৈহাটি স্টেশনের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক-অর্থা সিগনালিং লজিক সিস্টেমের আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করেছে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি একটি সমন্বিত ট্র্যাক-লকিং প্রচেষ্টার মাধ্যমে, যা 'নন-ইন্টারলকিং' কাজ নামে পরিচিত, রাতারাতি নিরাপদে সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও নেতৃত্বের ফলেই এই সমগ্র মেগা-প্রজেক্টটি সফল করা সম্ভব হয়েছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন যে, এই আধুনিকীকরণ ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের একটি বড় প্রতিবন্ধকতা (বটলনেক) সরাসরি দূর করেছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিয়ালদহ, দমদম জংশন ও নৈহাটি রুট সম্পর্কিত সাপ্তাহিক পর্যালোচনা বৈঠকের (উইকলি রিভিউ মিটিং) বহু প্রতীক্ষিত ও বহুল আলোচিত একটি বিষয়ের সফল নিষ্পত্তি করেছে। পূর্বে, নন-ইন্টারলকিং রেলওয়ে ট্র্যাকের কাজের পুরনো পর্যায়গুলিতে, কিছু নন-আইসোলেটেড যুগপ ক্রিস-ক্রস (আড়াআড়ি) ট্র্যাক মুভমেন্টের সুবিধা সিগনালিং লজিক কোডে উপলব্ধ ছিল না, যার ফলে এড়ানো সম্ভব এমন কিছু পরিচালনগত সীমাবদ্ধতা তৈরি হতো। এই নির্দিষ্ট নির্মাণ কাজটি চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কনস্ট্রাকশন, শ্রী মনোজ খানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম (কনস্ট্রাকশন) বিভাগ দ্বারা সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন ব্যান্ডেল থেকে আসা একটি ডাউন ট্রেনকে ৪ নম্বর বা ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেওয়া হতো, তখন ৩ নম্বর বা ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি আপ শহরতলি (সবআর্বান) বা মেইন লাইনের ট্রেনের যুগপ প্রবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। একইভাবে, ৪ নম্বর বা ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনো ডাউন ব্যান্ডেল ট্রেন প্রবেশ করার সময় ২ নম্বর বা ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনো আপ ব্যান্ডেলগামী ট্রেন ছাড়া যেত না। এর ফলে ট্রেনগুলিকে স্টেশনের ঠিক বাইরে ট্র্যাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য হতে হতো, যা এড়ানো সম্ভব এমন ট্রেন আটকে থাকার (ডিটেনশন) কারণ হয়ে দাঁড়াত। নতুন আপগ্রেড হওয়া ব্যবস্থাটি এই ধরনের কঠোর প্রতিবন্ধকতাগুলি সম্পূর্ণ দূর করেছে, যার ফলে একাধিক ট্রেন একে অপরের পথে বাধা না হয়ে একই সাথে নিরাপদে পথ অতিক্রম ও চলাচল করতে পারবে।

সাইমালটেনিয়াস ক্রিস-ক্রস মুভমেন্টের এই সুবিধা অপ্রয়োজনীয় রুট সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ নির্মূল করে এবং রুট-সেটিং ও সিগনালের জন্য অপেক্ষার সময় কমিয়ে দেয়, যা দ্রুত ট্রেন পরিচালনায় সাহায্য করে, ট্রেন আটকে থাকার সময় হ্রাস করে এবং ট্রেন পরিষেবার সামগ্রিক সময়ানুবর্তিতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করে। তদুপরি, এই অপ্টিমাইজড সিগনালিং লজিক রুটের দখলদারিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এবং পরিচালনগত নমনীয়তা বাড়িয়ে উপলব্ধ ইয়ার্ড পরিকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে, যা শেষ পর্যন্ত নৈহাটি স্টেশনের সামগ্রিক লাইন ব্যবহার এবং ইয়ার্ড পরিচালনার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। চূ।ন্তভাবে, এই সমস্ত জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ যাত্রীদের বর্ধিত নিরাপত্তা ও আরামের জন্যই করা হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত ট্রেন বিলম্বের মানসিক চাপ দূর করে এবং মোট ভ্রমণের সময় কমিয়ে, এটি আপনার দৈনন্দিন যাতায়াতকে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও নির্ভরযোগ্য, সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক করে তুলবে যা নিশ্চিত করবে যে আপনার ট্রেন যাত্রা একটি অত্যন্ত নিরাপদ, দক্ষ এবং ত্রুটিহীন পরিবেশের দ্বারা সুরক্ষিত। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, নৈহাটি স্টেশনে এই সফল লজিক সংশোধন একটি নির্বিঘ্ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের দিকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। উন্নত প্রযুক্তির সাথে কঠোর নিরাপত্তার মানদণ্ডের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পূর্ব রেল নিশ্চিত করছে যাতে আমাদের যাত্রীরা উল্লেখযোগ্যভাবে কম অপেক্ষার সময় এবং অতুলনীয় ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারেন।

টি. স্পিরিচ্যুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৬৩০৪০ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৭৯৬
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ইমেল আইডিঃ complianceofficer@tspiritualworld.com,
ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি - ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

আদিনাথ বয়ো-ল্যাবস লিমিটেডের ৪০তম (চল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের ('ওএভিএম') সাহায্যে ২০২৬ সালের ২৫শে আগস্ট, মঙ্গলবার বিকেল ৪:০০টায় অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং সেই সাথে এমসিএ-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৯/২০২৪ ও ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫ (যাকে একত্রে এমসিএ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে) এবং এসইবিআই-এর ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133-এর আলোকে ৪০তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যসূচি বা বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হবে।

মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই)-র জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেইসব সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে ৪০তম এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৪০তম এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদান সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। যদি আপনি কোম্পানি / ডিপোজিটরির কাছে আপনার ইমেল আইডি নথিভুক্ত না করে থাকেন, তবে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন সংক্রান্ত তথ্য পেতে আপনার ইমেল আইডি নথিভুক্ত করার লক্ষ্যে অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ভৌত ধারণ	ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট-বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে investor@bigshareonline.com ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান। অনুরোধের সাথে আপনার ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনের ও পেছনের অংশ), প্যান কার্ড (স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) এবং আধার কার্ডের (স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) বিবরণ বা অনুলিপি প্রদান করুন। **অনুগ্রহ করে ১৮ আগস্ট, ২০২৬ মঙ্গলবার বা তার আগেই এই তথ্য আপডেট করুন।**
ডিম্যাট ধারণ	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আপনার ইমেইল ঠিকানাটি নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে ১৮ আগস্ট, ২০২৬ মঙ্গলবার বা তার আগেই এই তথ্যটি আপডেট করুন।**

৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.tspiritualworld.com এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে- অর্থাৎ www.cse-india.com ও www.bseindia.com-সেগুলোর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ভিসি/ওএভিএম-এর সাহায্যে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

টি. স্পিরিচ্যুয়াল লিমিটেড-এর পক্ষে
নেত্র বাহাদুর রানাভাত
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
ডিআইএনঃ ০৬৭১৬৬৬৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৮.০৭.২০২৬

৪ টে বিস্কুট, এক গ্লাস জল হুমায়ুনকে দিলো পুলিশ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জেরার মুখে পড়লেন নওদার বিধায়ক

মিঠুন হালদারঃ শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উদ্দেশ্যে 'কুকথা' বলা এবং প্ররোচনামূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগে রবিবার প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জেরার মুখে পড়লেন নওদার 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। গত ৮ মে একটি জনসভা থেকে শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে একাধিক 'কুকথা' বলেন হুমায়ুন। এরপরই পুলিশের তরফ থেকে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে শক্তিপুর থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯২, ১৯৬(২১),১৯৭,(১)(সি), ২৯৬ (বি), ১৩২, ৩৫৬ (২),৩৫২ ৩৫৩ (২) এবং ৩৫১ (২) ধারায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়। এছাড়াও রেজিনগর থানা এলাকায় পৃথক একটি জনসভায় 'কুকথা' বলার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে রেজিনগর থানার পুলিশ সুয়ো মোটো মামলা রুজু করেছে। দু'টি মামলাতেই হুমায়ুনকে নোটিশ দেওয়া হলেও নওদার বিধায়ক রেজিনগর থানার দু'টি নোটিশের তালিম করে দু'বারই তদন্তকারী

আধিকারিকের মুখোমুখি হয়েছেন। যদিও ৩ জুলাই হুমায়ুন কবীর শক্তিপুর থানার প্রথম নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে থানায় হাজিরা দেননি। তিনি জানিয়েছিলেন, জুম্মার নামাজ পড়বেন বলে তিনি ব্যস্ত থাকায় শুক্রবার (৩ জুলাই) শক্তিপুর থানায় হাজিরা দিতে পারবেন না। ফের পুলিশের তরফ থেকে হুমায়ুন কবীরকে নোটিশ দিয়ে ১৯ জুলাই শক্তিপুর থানায় হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফ থেকে দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া, দু'টি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করা, জাতীয় সংহতি নষ্টের চেষ্টা, সরকারি কর্মচারীকে আঘাত এবং কর্তব্যে বাধা দানের চেষ্টা, মানহানি ,উত্তেজনামূলক ভাষণ, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হয়েছে। সেই মামলায় রবিবার সকালে শক্তিপুর থানায় হাজিরা দেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । সূত্রের খবর হুমায়ুন কবীরের জন্য সাত পাতার 'কড়া' প্রশ্নপত্র তৈরি রেখেছিলেন তদন্তকারীরা। বিকেল ৪.৩৫ নাগাদ থানা থেকে বার হয়ে যান হুমায়ুন। হুমায়ুন কবীর থানায় হাজির হতেই একের পর এক প্রশ্ন বাণে তাঁকে বিদ্ধ করতে থাকেন তদন্তকারীরা। হুমায়ুন কবীর একাধিক প্রশ্নের জবাব দেননি অথবা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কখনও আবার বিধায়ক স্বীকার করে নিয়েছেন শক্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের ওপর তাঁর 'পুরনো কিছু রাগ' রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে জেরা চলাকালীন হুমায়ুন কবীরকে যথেষ্ট হতাশ এবং অসহায় লেগেছে। আজ হুমায়ুন যখন থানায় পৌঁছান সেই সময় তাঁর সঙ্গে এলাকার খুব কম মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সূত্রের খবর আজ যাঁদের হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা গিয়েছে তাঁরা বেশিরভাগ অন্য বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা। জেরা চলাকালীন পুলিশের কাছে হুমায়ুন কবীর একবার চা দেওয়ার অনুরোধ করলেও পুলিশের তরফ থেকে তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা জেরা চলাকালীন হুমায়ুন কবীর চারটে বিস্কুট এবং এক গ্লাস জল পেয়েছেন পুলিশের কাছ থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হুমায়ুন কবীর বিভিন্ন প্রশ্নের যে সমস্ত উত্তর দিয়েছেন তা তদন্তকারীদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হুমায়ুন কবীরকে ফের একবার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে পারে। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ শক্তিপুর থানা থেকে বার হওয়ার সময় হুমায়ুন কবীরকে শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত দেখতে লাগছিল। সাংবাদিকরা তাঁকে একাধিক প্রশ্ন করলেও সেই সময় তিনি কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি। থানা থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে চেপে দ্রুত তিনি বেরিয়ে যান।

মেসিদের সমর্থনে হৃদয়, কিন্তু গ্যালারিতে নন!

কুসংস্কারের জেরেই বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে মাঠে নেই আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট

নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুলাই ঃ বিশ্বকাপের ফাইনাল মানেই বিশ্বের নজর এক মঞ্চে। ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ লড়াই ঘিরে শুধু সমর্থকরাই নন, বিশ্বের নানা দেশের রাষ্ট্রনেতারাও উপস্থিত থাকেন গ্যালারিতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সাঞ্চেজ এবং স্পেনের রাজপরিবারের সদস্যরা ফাইনাল দেখতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। তবে এই তালিকায় থাকছেন না আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই। দেশের ইতিহাসে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনার এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও তিনি স্টেডিয়ামে যাচ্ছেন না। আর সেই সিদ্ধান্তের কারণ রাজনীতি বা নিরাপত্তা নয়, বরং এক অদ্ভুত ব্যক্তিগত বিশ্বাস। ফুটবল আর্জেন্টিনার মানুষের কাছে শুধুই একটি খেলা নয়, এটি তাদের আবেগ, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের অংশ। লিওনেল মেসির নেতৃত্বে দল যখন দুর্দান্ত ছন্দে একের পর এক ম্যাচ জিতে ফাইনালে পৌঁছেছে, তখন গোটা দেশ উসবের আবহে মেতে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হচ্ছিল, দেশের রাষ্ট্রপতিও মাঠে উপস্থিত থেকে দলকে উসাহ দেবেন। কিন্তু জাভিয়ের মিলেই ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, মিলেই ফুটবলকে ঘিরে অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁর বিশ্বাস, চলতি বিশ্বকাপে তিনি

যেভাবে প্রতিটি ম্যাচ নিজের সরকারি বাসভবনের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় বসে দেখেছেন, সেই অভ্যাসে পরিবর্তন আনলে দলের সৌভাগ্যে প্রভাব পড়তে পারে। তাই ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও তিনি সেই নিয়ম ভাঙতে চান না। স্টেডিয়ামে উপস্থিত না থেকে বরং বুয়েনস আইরেসের প্রেসিডেন্ট ভবন থেকেই টেলিভিশনে খেলা দেখবেন। শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় বসেই নয়, মিলেই নাকি প্রতিটি ম্যাচে একই জ্যাকেট পরে আর্জেন্টিনার খেলা দেখেন। গরম হোক কিংবা ঠান্ডা, তাঁর বিশ্বাস এই ' জ্যাকেট দলের জন্য শুভ। ফাইনালেও সেই একই পোশাক পরেই তিনি খেলা দেখবেন বলে জানা গিয়েছে। ফুটবলের মতো অনিশ্চয়তার খেলায় নিজের এই ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে তিনি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে মনে করেন। আর্জেন্টিনায় এমন বিশ্বাস অবশ্য নতুন নয়। দেশটির ফুটবল সংস্কৃতিতে ' নামে পরিচিত নানা ধরনের সৌভাগ্যের রীতি বহু বছর ধরেই জনপ্রিয়। বিশ্বকাপ চলাকালীন অসংখ্য সমর্থক নিজেদের সৌভাগ্যের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলেন। কেউ পুরো টুর্নামেন্টে নিজের প্রিয় দলের জার্সি ধোয়েন না, কারণ তাঁদের বিশ্বাস এতে ভাগ্য নষ্ট হতে পারে। কেউ আবার প্রতিটি ম্যাচ একই সোফা, একই চেয়ার বা একই জায়গায় বসে দেখেন। অনেকে নির্দিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে খেলা দেখাকেও শুভ বলে মনে করেন। এই ধরনের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্কৃতিরই একটি অংশ বলে ধরা হয়। বিশ্বকাপের ইতিহাস নিয়েও আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার রয়েছে। অনেকের ধারণা, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে রাষ্ট্রপতির মাঠে উপস্থিতি সবসময় দলের জন্য শুভ ফল বয়ে আনে না। যদিও এই বিশ্বাসের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তবুও ফুটবলপ্রেমীদের আবেগে এর প্রভাব স্পষ্ট। সম্ভবত সেই কারণেই জাভিয়ের মিলেইও মাঠে না গিয়ে নিজের পরিচিত পরিবেশেই দলের খেলা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে ফাইনাল দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গিয়েছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সাঞ্চেজ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত হলেও দেশের ফুটবল দলকে সমর্থন জানাতে তিনি উপস্থিত থাকছেন। স্পেনের রাজপরিবারের সদস্যদেরও গ্যালারিতে থাকার কথা রয়েছে। ফলে মাঠে একাধিক আন্তর্জাতিক নেতার উপস্থিতি বিশ্বকাপের ফাইনালকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। তবে গ্যালারিতে না থাকলেও আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের সমর্থনে কোনও ঘাটতি থাকবে না। দেশের কোটি কোটি সমর্থকের মতো তিনিও টেলিভিশনের সামনে বসে লিওনেল মেসি ও তাঁর সতীর্থদের জন্য গলা ফাটাবেন। তাঁর বিশ্বাস, এতদিন যে রীতি মেনে আর্জেন্টিনা জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, সেই রীতি ভাঙা ঠিক হবে না। এখন দেখার, মাঠে না থেকেও প্রেসিডেন্টের সেই 'এই বিশ্বাস' আর্জেন্টিনাকে আরও একবার বিশ্বকাপের শিরোপা এনে দিতে পারে কি না।

'মেসির হাতেই উঠুক বিশ্বকাপ'- ফুটবল রাজপুত্রের মোমের মূর্তি গড়ে প্রার্থনায় শিল্পী

নিজস্ব সংবাদদাতা,আসানসোল , ১৯ জুলাই ঃ ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালকে ঘিরে উন্মাদনা এখন চরমে। বিশ্বের কোটি কোটি সমর্থকের মতো ভারতেও লিওনেল মেসিকে ঘিরে আবেগের পারদ তুঙ্গে। আর্জেঃিটনার অধিনায়ক যেন শেষবারের মতো বিশ্বকাপ জিতে নিজের বর্ণময় কেরিয়ারে নতুন ইতিহাস লেখেন- এমনই প্রত্যাশা তাঁর অনুরাগীদের। সেই আবেগেরই এক অনন্য প্রকাশ দেখা গেল পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে। বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে ফুটবলের ' লিওনেল মেসির একটি জীবন্তসদৃশ মোমের মূর্তি তৈরি করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন শিল্পী সুশান্ত রায়। শুধু মূর্তি নির্মাণই নয়, বিশ্বকাপ ট্রফির প্রতিরূপের সামনে ফুল দিয়ে প্রার্থনাও করলেন তিনি, যেন শেষ পর্যন্ত মেসির হাতেই ওঠে ফুটবলের সর্বোচ্চ সম্মান। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের পরিচিত মোমশিল্পী সুশান্ত রায় বহু বছর ধরে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, খেলোয়াড় এবং মনীষীর বাস্তবসম্মত মোমের মূর্তি তৈরি করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর তৈরি একাধিক ভাস্কর্য বর্তমানে মহিশিলা ওয়াক্স মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। এবার সেই সংগ্রহে যুক্ত হলো ফুটবল বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা লিওনেল মেসির মোমের মূর্তি। মূর্তিটি এমন নিখুঁতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে প্রথম দেখায় সেটিকে সত্যিকারের মেসি বলেই মনে হতে পারে। মেসির পরিচিত মুখভঙ্গি, জার্সি, দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। মূর্তির সামনে রাখা হয়েছে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির প্রতিরূপ এবং একটি ফুটবল, যা পুরো প্রদর্শনীকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মিউজিয়ামে মূর্তিটি প্রদর্শনের পর থেকেই তা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন ফুটবলপ্রেমীরা। শিল্পী সুশান্ত রায় জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই লিওনেল মেসির অনুরাগী। এবারের বিশ্বকাপে মেসির পারফরম্যান্স তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আর্জেঃিটনা একের পর এক বাধা পেরিয়ে ফাইনালে পৌঁছানোর পরই তিনি মেসির মোমের মূর্তি তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। এরপর ধাপে ধাপে দীর্ঘ সময় ধরে মূর্তিটি তৈরি করেন, যাতে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগেই সেটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরা যায়। শিল্পীর কথায়, মেসি শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা। বয়সকে হার মানিয়ে মাঠে তাঁর নেতৃত্ব, নিষ্ঠা এবং অসাধারণ ফুটবল দক্ষতা নতুন প্রজন্মের কাছেও এক অনন্য উদাহরণ। তাই বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে নিজের শিল্পের মাধ্যমে সেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করতেই এই উদ্যোগ।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত! ফুটবল জ্বরে আজ কেরলের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি

কোচি, ১৯ জুলাই ঃ ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল ঘিরে উন্মাদনায় যখন মেতে উঠেছে গোটা বিশ্ব, তখন সেই আবেগকে সম্মান জানিয়ে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিল কেরল সরকার। বিশ্বকাপের মহারণ উপভোগ করার সুযোগ করে দিতে সোমবার রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণদিবস ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপ ফাইনাল দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে পারে, সেই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার রাতে শুরু হবে বহুল প্রতীক্ষিত বিশ্বকাপের ফাইনাল। ফুটবলপ্রেমীদের চোখ থাকবে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের দিকে, যা শেষ হতে মধ্যরাত পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেরলের ফুটবলপ্রেমী সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার মনে করেছে, পরদিন সকালে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া কঠিন হতে পারে। সেই কারণেই সোমবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রবিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন জানান, সোমবার রাজ্যের সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। তবে আগে থেকেই নির্ধারিত যে পরীক্ষাগুলির সূচি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে। অর্থা শুধুমাত্র নিয়মিত পঠনপাঠন বন্ধ থাকলেও পরীক্ষার সূচিতে কোনও পরিবর্তন আনা হচ্ছে না। এই সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের জনমত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি একাধিক নাগরিক সংগঠন এবং ফুটবলপ্রেমী সংগঠন রাজ্য সরকারের কাছে বিশেষ ছুটির আবেদন জানিয়েছিল। তাঁদের যুক্তি ছিল, বিশ্বকাপ ফাইনাল কেরলের মানুষের কাছে শুধুমাত্র একটি খেলা নয়, বরং এক আবেগের নাম। তাই কোটি কোটি সমর্থকের অনুভূতির প্রতি সম্মান জানিয়ে সরকার যেন বিশেষ উদ্যোগ নেয়। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ভি শিবাকুট্টিও সরকারের কাছে একই দাবি জানান। তাঁর বক্তব্য ছিল, রাতভর বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার পর পরদিন সকালে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজে উপস্থিত হওয়া বাস্তবসম্মত নয়। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই একদিনের ছুটি শিক্ষাজগতের জন্য কোনও বড় ক্ষতি নয়, বরং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। অবশেষে বিভিন্ন মহলের সেই দাবিকেই গুরুত্ব দিয়ে কেরল সরকার সোমবার পূর্ণদিবস ছুটির ঘোষণা করে। এর ফলে কেরলই দেশের একমাত্র রাজ্য, যেখানে ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনাল উপলক্ষে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ফুটবলপ্রেমী সংস্কৃতির প্রতিফলন হিসেবেই এই সিদ্ধান্তকে দেখছেন অনেকে।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন, তবুও খবর অনুযায়ী এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আনুষ্ঠানিক সরকারি নির্দেশিকা পৌঁছায়নি। তবে শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, খুব দ্রুত সংশ্লিষ্ট স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সোমবারের ছুটি কার্যকর করা যায়। কেরল বরাবরই ভারতের অন্যতম ফুটবলপাগল রাজ্য হিসেবে পরিচিত। বিশ্বকাপের সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিশাল পর্দায় ম্যাচ সম্প্রচার, প্রিয় দলের পতাকা, সমর্থকদের মিছিল এবং উসবের আবহ প্রতি আসরেই নজর কা।ে। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এবার বিশ্বকাপ ফাইনালকে কেঃদ্র করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নতুন মাত্রা যোগ করল। ফুটবলকে ঘিরে মানুষের আবেগ ও সামাজিক সংস্কৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে কেরল সরকারের এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

লর্ডসে রোহিতের ভবিষ্যৎ ঘিরে জোর জল্পনা, 'ডু অর ডাই' ম্যাচে ভারতের একাদশ

লর্ডস, ১৯ জুলাই ঃ লর্ডসের ঐতিহাসিক মাঠে ভারতের জন্য শুধু একটি সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচই নয়, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অধিনায়ক রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎও। গত কয়েকদিন ধরে ক্রিকেটমহলে জোর গুঞ্জন, এই ম্যাচই নাকি হতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিতের শেষ উপস্থিতি। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছে, তবুও সমর্থকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা কাটেনি। এমন আবহেই সিরিজের তৃতীয় ও শেষ একদিনের ম্যাচে টসে হেরে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল ভারতকে। ম্যাচ শুরুর আগে অবশ্য ভারতীয় শিবিরে কোনও চাপের ছাপ দেখা যায়নি। রোহিত শর্মাকে সতীর্থদের সঙ্গে হাসি-মজায় সময় কাটাতে দেখা যায়। হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং সিনিয়র ব্যাটার বিরাট কোহলির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতেও দেখা যায় তাঁকে। তিনজনের কথাবার্তা দেখে মনে হচ্ছিল ম্যাচ পরিকল্পনা এবং ব্যাটিং কৌশল নিয়েই আলোচনা চলছে। মাঠের পরিবেশে স্বাভাবিকতার ছাপ থাকলেও গ্যালারি ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছিল একটাই প্রশ্ন- লর্ডসে কী রোহিতের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ অধ্যায়ের সাক্ষী হতে চলেছে ক্রিকেট বিশ্ব?

সম্প্রতি বিভিন্ন মহলে দাবি ওঠে, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় নাকি রোহিত শর্মাকে রাখা হচ্ছে না। সেই জল্পনাকে আরও উসকে দেয় লর্ডসে তাঁর

পরিবারের উপস্থিতি। জানা যায়, রোহিতের বাবা-মাও এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দেখতে মাঠে এসেছেন। ফলে অনেকেরই ধারণা, বিশেষ কোনও উপলক্ষকে সামনে রেখেই তাঁদের উপস্থিতি। তবে এই সমস্ত জল্পনা নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে বিসিসিআই। বোর্ডের সচিব দেবজি সইকিয়া জানিয়েছেন, রোহিত শর্মার অবসর নিয়ে বোর্ডের অন্দরে কোনও আলোচনা হয়নি। তাঁর কথায়, সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের গুজব ছড়ালেও সেগুলির কোনও সরকারি ভিত্তি নেই। ফলে রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগ নেই। এদিকে ম্যাচের দিক থেকেও লর্ডসের এই ল।াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিন ম্যাচের সিরিজে দুই দলই একটি করে ম্যাচ জিতেছে। ফলে রবিবারের ম্যাচ কার্যত ফাইনাল, যেখানে জয়ী দলই সিরিজ নিজেদের নামে করবে। টসে জিতে প্রতিপক্ষ ভারতকে প্রথমে ফিল্ডিংয়ে পাঠায়। ভারতীয় দলে এদিন একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে। চোটের কারণে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। ম্যাচের আগে জানা যায়, দলের প্রধান পেসার জশপ্রীত বুমরাহও হাঁটুর সমস্যার কারণে খেলতে পারছেন না। তাঁর অনুপস্থিতি ভারতের বোলিং আক্রমণে বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এছা।াও একাদশে জায়গা হয়নি শিবম দুবের। দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে এদিন প্রথম একাদশে ফিরেছেন অভিজ্ঞ ব্যাটার কে এল রাহুল, তরুণ পেসার প্রিন্স যাদব এবং বাঁহাতি ফাস্ট বোলার অর্শদীপ সিং। ব্যাটিং বিভাগের দায়িত্ব থাকছে রোহিত শর্মা, অধিনায়ক শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, ঈশান কিষাণ ও শ্রেয়স আইয়ারের কাঁধে। অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেল, আর বোলিং বিভাগে অর্শদীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, প্রিন্স যাদব ও গুর্নুর ব্রারের উপর বড় দায়িত্ব থাকবে। ভারতের প্রথম একাদশ রোহিত শর্মা, শুভমান গিল (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, ঈশান কিষাণ, শ্রেয়স আইয়ার, কে এল রাহুল (উইকেটরক্ষক), অক্ষর প্যাটেল, গুর্নুর ব্রার, প্রিন্স যাদব, অর্শদীপ সিং এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। লর্ডসের এই ম্যাচে একদিকে যেমন সিরিজ জয়ের লড়াই, অন্যদিকে রোহিত শর্মার ভবিষ্য নিয়ে চলা জল্পনাও সমানভাবে নজর কাড়ছে। এখন সকলের অপেক্ষা, ব্যাট হাতে ' আরও একবার ব। ইনিংস খেলেন কি না এবং ভারত সিরিজ জিতে মাঠ ছাড়তে পারে কি না।

এক বিশ্বকাপে ১৪টি গোলের অবদান এমবাপের

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি.স.)ঃ শনিবার মাযা়মিতে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে দুটি গোল ও একটি এসিস্ট করার সুবাদে এমবাপে চলতি আসরে নিজের গোলসংখ্যা ১৩-তে নিয়ে গেলেন। ১৯৬৬ সালের পর থেকে এর আগে কেবল গার্ড মুলারই (১৯৭০ সালে) একটি বিশ্বকাপে ১৩টি গোল ও অ্যাসিস্ট করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ফ্রান্সের জাস্ট ফঁতেন ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে ১৩টি গোল করেছিলেন, কিন্তু টুর্নামেন্ট চলাকালীন কোনো অ্যাসিস্ট করেননি। এই দুই গোলের সুবাদে এমবাপে ২০২৬ গোল্ডেন বুট তালিকার শীর্ষেও উঠে এসেছেন। তিনি এখন লিওনেল মেসির চেয়ে দুই গোলে এগিয়ে আছেন। ১৯৬৬ সালের পর থেকে একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলে অবদানঃ কিলিয়ান এমবাপে - ১৪ (২০২৬),গার্ড মুলার - ১৩ (১৯৭০)
লিওনেল মেসি-১২ (২০২৬),ইউসেবিও-১০ (১৯৬৬),পেলে-১০ (১৯৭০),দিয়েগো মারাদোনা - ১০ (১৯৮৬),লিওনেল মেসি-১০ (২০২২),কিলিয়ান এমবাপে-১০ (২০২২)।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাপান ওপেন জিতলেন পিভি সিন্ধু

১৯ জুলাই ঃ দীর্ঘ সাত বছরের অপেক্ষার অবসান। চোট, ফর্মহীনতা এবং একের পর এক হতাশার অধ্যায় পেরিয়ে অবশেষে আবারও শিরোপা জয়ের হাসি ফুটল পিভি সিন্ধুর মুখে। রবিবার জাপান ওপেনের ফাইনালে আয়োজক দেশের তারকা আকানে ইয়ামাগুচিকে সরাসরি দুই গেমে হারিয়ে ইতিহাস গড়লেন ভারতের এই ব্যাডমিন্টন তারকা। শুধু শিরোপাই নয়, জাপান ওপেনের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজিরও গড়লেন তিনি। এই জয়ের মাধ্যমে নিজের কেরিয়ারে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী শাটলার। জাপান ওপেন বরাবরই বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। বহু ভারতীয় তারকা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিলেও এতদিন পর্যন্ত কেউই শিরোপা জিততে পারেননি। সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটালেন সিন্ধু। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, প্রতিপক্ষের ঘরের কোর্ট এবং হাজার হাজার স্থানীয় সমর্থকের চাপ- সবকিছু সামলে অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন তিনি। সিন্ধুর এই সাফল্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ গত কয়েক বছর তাঁর কেরিয়ারে খুব একটা সুখকর ছিল না। ২০২৪ সালে সৈয়দ মোদি ইন্টারন্যাশনাল জেতার পর আর কোনও আন্তর্জাতিক শিরোপা তাঁর হাতে ওঠেনি। ওপেন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অবশ্য অপেক্ষা ছিল আরও দীর্ঘ। প্রায় সাত বছর ধরে বড় কোনও ওপেন টুর্নামেন্টের ট্রফি জিততে পারেননি তিনি। ফলে প্রতিটি টুর্নামেন্টেই প্রত্যাশা থাকলেও শেষ মুহূর্তে হতাশ হতে হয়েছে ভারতীয় তারকাকে। এর মধ্যেই ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসের পর গোড়ালির গুরুতর চোট তাঁর কেরিয়ারকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়। দীর্ঘদিন কোর্টের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। অনেকেই মনে করেছিলেন, আগের সেই ছন্দে আর হয়তো ফিরতে পারবেন না সিন্ধু। তবে কঠোর পরিশ্রম, পুনর্বাসন এবং মানসিক দৃঢ়তার জোরে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলেন। চলতি মরশুমের শুরু থেকেই তাঁর খেলায় সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখা যাচ্ছিল। জাপান ওপেনে এসে তারই পূর্ণ প্রতিফলন মিলল। ফাইনালে সিন্ধুর সামনে ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা শাটলার আকানে ইয়ামাগুচি। গত চার বছরে একবারও এই জাপানি তারকাকে হারাতে পারেননি ভারতীয় শাটলার। উপরন্তু, ঘরের দর্শকদের প্রবল সমর্থনও ছিল ইয়ামাগুচির পক্ষে। ফলে ম্যাচ শুরুর আগেই অনেকেই তাঁকেই ফেভারিট হিসেবে ধরেছিলেন। কিন্তু কোর্টে নেমে শুরু থেকেই নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন সিন্ধু। নিখুঁত স্ম্যাশ, দ্রুত ফুটওয়ার্ক এবং আক্রমণাত্মক রিটার্নে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন তিনি। যদিও ইয়ামাগুচি কয়েকবার টানা পয়েন্ট জিতে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেন, তবুও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন সিন্ধু। প্রথম গেমটি ২১-১৭ ব্যবধানে জিতে মানসিকভাবে এগিয়ে যান তিনি। দ্বিতীয় গেমেও একই চিত্র দেখা যায়। শুরু থেকেই লিড নিয়ে খেলতে থাকেন ভারতীয় তারকা। মাঝেমধ্যে ইয়ামাগুচি ব্যবধান কমিয়ে চাপ তৈরি করলেও সিন্ধু নিজের ছ ঃদ হারাননি। ম্যাচের শেষভাগে জাপানি শাটলার মরিয়া লড়াই চালালেও কয়েকটি অনাবশ্যক ভুল তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা শেষ করে দেয়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দ্বিতীয় গেমও ২১-১৭ ব্যবধানে জিতে নেন সিন্ধু এবং নিশ্চিত করেন ঐতিহাসিক শিরোপা। জয়ের মুহূর্তে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ভারতীয় তারকা। সাত বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের আনঃেদ তাঁর চোখে জল চলে আসে। ম্যাচ শেষে তিনি জানান, এই জয় তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটি ট্রফি নয়, বরং নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার প্রতীক।

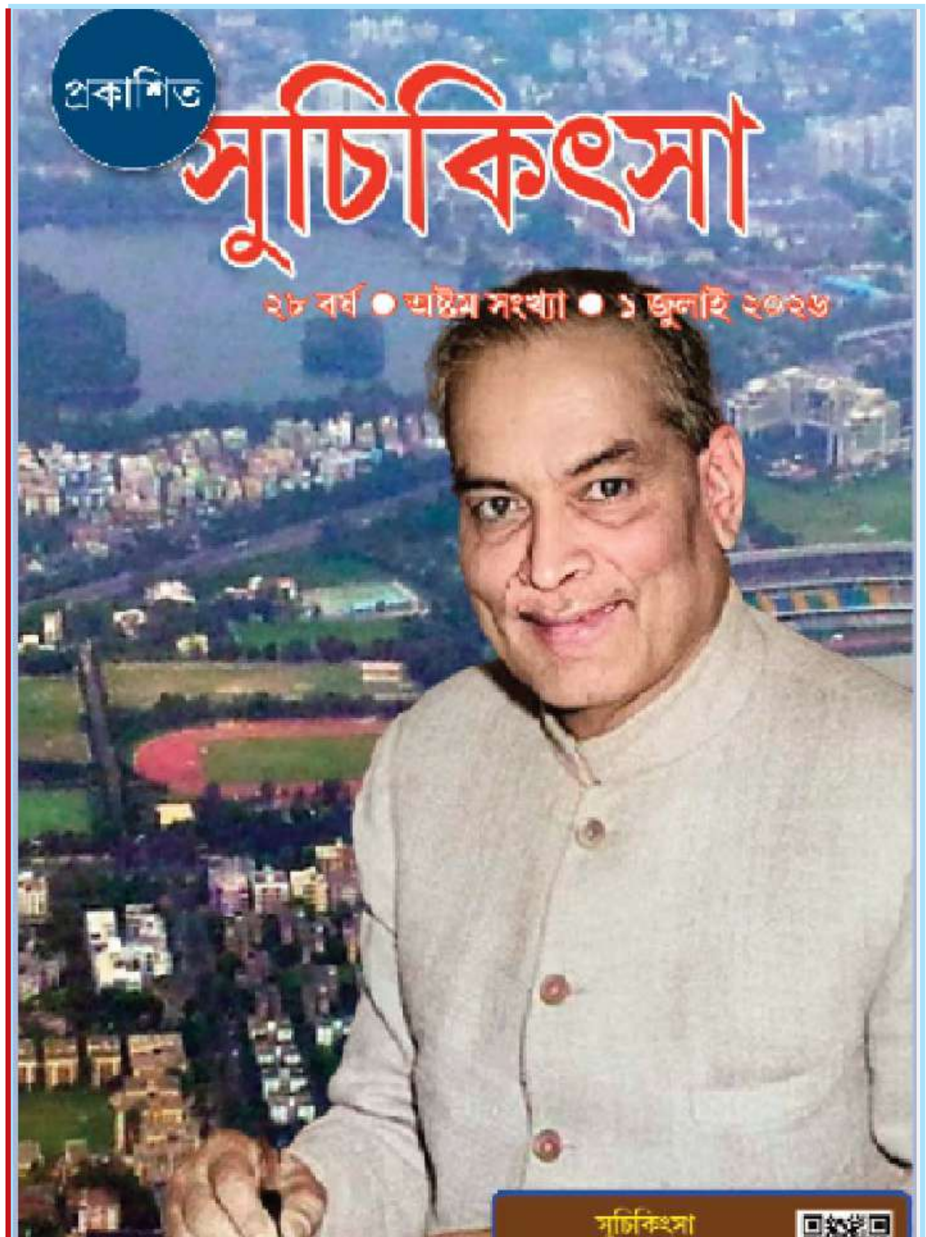

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com